মসনদে মোঘল

ঐতিহাসিক নাটক

শ্রীঅমল সরকার এম্‌. এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ বিধান সরণী • কলিকাতা-৬

নাট্যকারের কৈফিয়ৎ

বন্ধুরা আশা করেছিলেন "অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ", "বিপ্লবী বিবেকানন্দ"র পর হবে "সেবিকা নিবেদিতা।" কিন্তু তার পরিবর্ত্তে লেখা হল ঐতিহাসিক নাটক—"মসনদে মোঘল"—কেন? ঠিক এমনি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হয়েছিল বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার ৺ডি, এল, রায়কে। তিনি যখন একের পর এক "নুরজাহান", "দুর্গাদাস", "সাজাহান", "মেবার পতন" লিখে চলেছেন তখন তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু বললেন—রায়সাহেব, অনেক গোস রুটি কাবাব খাওয়ালেন, এইবার একটু পরমান্ন পরিবেশন করুন। তারই ফল—"চন্দ্রগুপ্ত"। আমার বেলায় কিন্তু ঠিক বিপরীত। মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী নিয়ে যখন রচনা করবার চেষ্টা চলছে ঠিক তখনই মনে হ'ল একটা ঐতিহাসিক নাটক লিখে মুখ বা হাত বদলে নিলে কেমন হয়। অবশ্য বহুকাল পূর্ব্বে একখানা ঐতিহাসিক নাটক "তিষ্যরক্ষিতা" লিখেছিলাম। তারপর গত ডিসেম্বর ১৯৬২ সালে ছুটি নিয়ে দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রি, পাণিপাত ও কুরুক্ষেত্র ঘুরে এলাম। ঐতিহাসিক নাটক লেখবার বাসনা আরও প্রবল হল। একের পর এক সমাধিক্ষেত্র দেখেছি আর মোঘল-সাম্রাজ্যের বিভব, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও সৌন্দর্য্যবোধ মনের পর্দ্দায় ভেসে এসেছে। মোঘলযুগকে সন্ধিযুগ বললে বোধহয় ভুল হবে না। একাধারে শিল্প, কাব্য, সংস্কৃতি যেমন উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল তেমনি অন্যদিকে হানাহানি, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র—পিতার বিরুদ্ধে পুত্র, ভায়ের বিরুদ্ধে ভাই, স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রী—এ যেন নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য। সেই মোঘলের গৌরবসূর্য্য অস্তমিত হয়ে আসে ঔরংজীবের মৃত্যুর পরই। একেকজন বিলাসী মদ্যপায়ী লম্পট সম্রাট সিংহাসনে বসেন আর ছায়াছবির মতই মিলিয়ে যান। এই পতনের মাঝে যে দুজন সম্রাট কিছুটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে তক্তে তাউসে আসীন হন—তাঁরা হলেন—জাহান্দার শা ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফারুকসিয়র। জাহান্দার শাকে

নিয়ে নাটক লিখেছেন শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং সেটা অভিনীত হয় ৺নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর প্রচেষ্টায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই নাটক দেখবার বা পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তাই জাহান্দার শাকে ছেড়ে ফারুকসিয়র ও সৈয়দভ্রাতাদের কীর্তিকলাপ নিয়েই এই নাটক লেখবার প্রয়াস।

সংস্কৃত নাটকে বা আগেকার যুগের ইংরেজী নাটকে দেখা যায় যে নাটকের বিষয়-বস্তুর একটা আভাস প্রথমেই দিয়ে দেওয়া হয়। সংস্কৃত নাটকে তাই প্রয়োজন হয় সূত্রধরের। এমন কি গিরিশচন্দ্রও এর প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারেন নি। "জনা" নাটকে প্রথম দৃশ্যেই অগ্নির কাছে সকলে বর প্রার্থনা করছেন এবং প্রত্যেকটি প্রার্থনার মধ্যেই নাটকের ভাবী আখ্যানবস্তু প্রকট হয়ে উঠেছে। সেক্‌সপীয়রের ভবিষ্যদ্বাণী—বারনানের অরণ্যভূমি এগিয়ে এলে মাতৃগভজাত নয় এমন একজন পুরুষের হাতেই হবে ম্যাকবেথের মৃত্যু। নানাঘটনার মধ্যে শেষকালে দেখা যায় এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা। এবার আরও আগে গ্রীক যুগে যাওয়া যাক্। সফক্লিসের নাটক "ইডিপাস্।" সূর্য্যমন্দিরে হল দৈববাণী —নবজাত পুত্র একদিন পিতাকে হত্যা করে মাতাকে করবে বিবাহ। এই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীও নাটকের শেষে পায় পরিণতি। কিন্তু এখন পরিবর্ত্তিত হয়েছে যুগ। এখন আর সব কথা প্রথমে বলে দিলে রসিক দর্শকের তৃপ্তি হয় না—কারণ আমরা ভাবতে শিখেছি। নাটকের মাঝে 'সাসপেন্স' না থাকলে তাকে নাটক বলা যায় না। ঐতিহাসিক নাটকে যতটুকু 'সাসপেন্স' রাখা সম্ভবপর ততটুকু রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে প্রাচীন প্রভাব একেবারে মুক্ত হওয়া আমার পক্ষেও সম্ভবপর হয় নি। তার প্রমাণ প্রথম অঙ্কের শেষে ফারুকসিয়রকে লালকুমারীর অভিশাপ। জাহান্দার শার মৃত্যুর পর লালকুমারী সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। কিন্তু আজকের যুগে অভি-

শাপকে সার্থক করতে হলে দৈব ঘটনার আশ্রয় নিলে চলে না। তাকে প্রতিশোধ নেবার জন্য নানা ছলনা ও কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। জানি না এর ফলে লালকুমারীর চরিত্র ঠিকমত পরিস্ফুট হয়েছে কি না।

সাধারণতঃ ঐতিহাসিক নাটকে দেখতে পাওয়া যায় দেশাত্মবোধ, যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত, হাস্যরস এবং সর্ব্বোপরি প্রতিদ্বন্দ্বের শেষে অতি-নাটকীয়তা। এই নাটকে অন্যগুলি থাকলেও অতিনাটকীয়তা, যা যাত্রাযুগের অঙ্গ বলেই পরিচিত ছিল তা বর্জ্জন করা হয়েছে। আর এই নাটকের কয়েকটি চরিত্রই কবি বা কাব্যরসজ্ঞ—তাই কাব্যের দিক—প্রেমের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। মোঘল ইতিহাস পর্য্যা-লোচনা করলে দেখা যায় যে জাহানারা, পিয়ারা, জেবউন্নিসা প্রভৃতি অসূর্য্যম্পশ্যা হারেমবাসিনীগণও কবি ছিলেন। তাঁরা রীতিমত শেখসাদী, হাফিজ, ফেরদৌসি, ওমরখৈয়ামের চর্চা করতেন।

এই নাটকের নামকরণ করতে সাহায্য করেছেন অনুজপ্রতীম বন্ধু শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই নাটক লিখতে কয়েকখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস ছাড়াও সাহায্য গ্রহণ করেছি—টডের রাজস্থান, কবি শেখসাদী—শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী, রোবাইয়াৎ ওমরখৈয়াম—শ্রীনরেন্দ্র দেব, গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ—শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন এবং সবচেয়ে বেশী সাহায্য গ্রহণ করেছি যে বই থেকে তার নাম—নীলপান্না লালবাদশা—নিগূঢ়ানন্দ। এঁদের সকলেরই কাছে আমি মুক্তকণ্ঠে ঋণ স্বীকার করছি। দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুরসিক্রীর গাইডদের কাছ থেকে অনেক ফারসীবয়েৎ ও কিম্বদন্তী শুনেছি। দিল্লীর লাল-কেল্লায় বহু ফারসীবয়েৎ লেখা আজও বিদ্যমান। এই সব বয়েৎ উদ্ধার করতে সাহায্য করেছেন মুসলমান গাইড্‌দের সাথে আমার দিল্লীর গাইড্ আমার পরমাত্মীয় শ্রীঅনিলকুমার সরকার। লালকেল্লার অভ্যন্তরে যে মিউজিয়াম আছে তা থেকেও বহু সাহায্য পেয়েছি। কবি শা-

আলম্ দ্বিতীয় বাহাদুর শাব দরবারে উপস্থিত ছিলেন। এই মিউজিয়মে অবস্থিত একটি চিত্রে তাঁর সৌম্যদর্শন দেখে আমি মুগ্ধ হই। কাজেই তাঁকে একটি প্রধান চরিত্রে রূপান্তরিত করেছি এই নাটকে। ঐতিহাসিকগণ ক্ষমা কববেন নাট্যকাবের এই স্বাধীনতায়—নাটক নাটক, ইতিহাস নয়।

ঐতিহাসিক নাটক লিখতে হলে ৺ডি, এল, বায়েব প্রভাব মুক্ত হওয়া খুবই শক্ত। অবচেতন মনেব মাঝে তাঁব প্রভাব পডা খুবই স্বাভাবিক। তাই সেই অমব নাট্যকারের শতবার্ষিব জন্মোৎসবে জানাই তাঁকে আমাব সশ্রদ্ধ প্রণাম।

প্রথম অভিনয় বজনীতে লক্ষ্য কবা গেছে যে নাটকটি অতি দীর্ঘ হয়েছে। সময় সংক্ষেপেব জন্য তৃতীয ব্র্যাকেট দেওয়া অংশগুলি বিশেষতঃ তৃতীয় অঙ্কেব দ্বিতীয় দৃশ্য এবং চতুর্থ দৃশ্য দুটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

অক্লান্তকর্ম্মী বন্ধুবব শ্রীতারকনাথ দে ও শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মেলনীব অন্যান্য কর্ম্মকর্ত্তাগণ এই নাটকেব অভিনয়ের আয়োজন করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কবেছেন। আর এই খড়ের মূর্ত্তিতে অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে যাঁরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন সেই সব কুশীলবদেব জানাই আমাব আন্তবিক শুভেচ্ছা। জয় হিন্দ্!

৭৪বি শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

অমল সরকার

—চরিত্র—

জাহান্দার শা—ভারত সম্রাট

ফারুকসিয়র—ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র, পরে সম্রাট

আবদুল্লা } —সৈয়দ ভ্রাতা
হুসেন আলী }

শা আলম—কবি

বকৃত খাঁ—ওম্‌রাহ্

মুর্শিদকুলি খাঁ—বাংলার নবাব

জনাবৎ—ঐ সেনাপতি

করিম } —ঐ সহকারী
শোভনলাল }

তিমুর বেগ—ফারুকসিয়রের সৈন্যাধ্যক্ষ

ইব্রাহিম—ঐ সহকারী

এনায়েৎ—তিমুর বেগের শ্যালক

সফদরজং—ঐ সহকারী

বাচ্চি খাঁ—ঐ সৈন্য

জুলফিকার—জাহান্দার শার উজির

মিরজুমলা } —ওমরাহগণ
তকি খাঁ }

রফিক—ফারুকসিয়রের বৃদ্ধ ভৃত্য

অজিতসিংহপু—যোধরাধিপতি

বসন্তসিংহ
সমরসিংহ } —রাঠোর সর্দ্দারগণ
অমরসিংহ

ভগ্নসিংহ—রাঠোর দৌবারিক

উইলিয়ম হ্যামিলটন্—ইংরেজ চিকিৎসক

মোঘল দূত

নিজাম—হায়দ্রাবাদের নিজাম

নুরমহম্মদ—ঘাতক

রফি উদ্দরাজাত—শাহজাদা

ফারুকউন্নিসা—ভারত-সম্রাজ্ঞী

লালকুমারী—হিন্দু নর্ত্তকী

জিন্নৎউন্নিসা—মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যা

রায় ইন্দর কুনয়ার—অজিতসিংহের কন্যা

রোসেনারা—বাঈজি

জুবেদা—রফি উস্শানের স্ত্রী।

প্রস্তাবনা

মঞ্চের দুই পাশ হইতে স্পট্ লাইট্ পড়িলে দেখা যাইবে দিল্লীর লাল-কেল্লায় ময়ূর সিংহাসন। তাহাতে কেহ বসিয়া নাই—দরবার শূন্য। মাইকে নেপথ্যে ঘোষিত হইবে—তক্তে তাউস্—ময়ূর সিংহাসন। ভারত সম্রাট সাজাহান বহু অর্থব্যয়ে মণিমাণিক্য খচিত এই ময়ূর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। যমুনাতীরে ঐ শুভ্র সমোজ্জ্বল মর্ম্মর প্রাসাদ তাজমহলের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, সম্রাট সাজাহান আজ নেই—কিন্তু তাঁর অমর কীর্ত্তি—প্রেমের অমর সৌধ আজও মমতাজের প্রতি তাঁর গভীর প্রেমকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সাজাহান কি শুধুই প্রেমিক? দয়িতার প্রতি তাঁব নশ্বর প্রেমকে অমরত্ব দেবার জন্যই কি এই মর্ম্মর প্রাসাদ? সাজাহান শিল্পী। তারই নিদর্শন পাওয়া যায় ভাস্কর্য্যের প্রতি কণায় কণায়। শিল্পী কি শুধু নিজ হস্তে অঙ্কন না করলে হয় না?

তাজমহল কি শুধুই প্রেমিক সম্রাটের প্রেমের নিদর্শন না শিল্পগুণী সম্রাটের অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্যের বিকীরণ? কিন্তু একথা হয়তো আজ অনেকেরই স্মরণ নেই যে সেই সময়ে আগ্রা-দিল্লী-রাজপুতানা, এমন কি সমগ্র উত্তরভারত দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয়। সম্রাট সাজাহান—বিলাসী সাঁজাহান—শিল্পী সাজাহান—প্রজাদরদী সাজাহানের হৃদয়ের প্রতি কন্দরে কন্দরে জাগে হাহাকার। অগণিত প্রজা দুবেলা দুমুঠো অন্ন কিরূপে সংস্থান করতে পারে তারই চিন্তায় বিভোর হয়ে দিন কাটান তিনি আগ্রার প্রাসাদে। সমগ্র ভারতের শিল্পীকে তিনি একত্রিত করে আরম্ভ করলেন আগ্রায় তাজমহল আর দিল্লীতে লালকেল্লা। শত শত প্রজা দুর্ভিক্ষের জ্বালায় এগিয়ে আসে সম্রাটের আহ্বানে। তাদের হয় কর্ম্মের সংস্থান—তাদের জোটে দুবেলা দুমুঠো অন্ন। সমস্তদিন প্রাণান্ত

পরিশ্রমের পর তারা পায় সম্রাটের কোষাগার থেকে দিনান্তে তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক। অসাধ্য সাধনও সম্ভব হয় ঐ দুর্ভিক্ষের সময়েও। করালবদনা দুর্ভিক্ষকেও ক্রমে চলে যেতে হয় হিন্দুস্থানের মায়া ত্যাগ করে।

যে ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে বেঁধে দিতে শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ হতে হয় পার্থসারথী রূপে সেই কুরুক্ষেত্রেরই নিকটে পাণিপথ। এ পথে এসেছে শক হুন আর মোঘল পাঠান। কিন্তু তারা আসেনি এই ভারতের মহামিলনে—তারা এসেছে রাজ্য লিপ্সায়—ভারতের প্রতি সম্পদ তারা আহরণ করেছে। এমনি এক দিন এক দুর্জ্জয় যশলিপ্সু মহাবীর অসিমাত্র সহায় করে সুদূর আফগানিস্থান হতে দেখা দেন এই পাণিপথে। প্রতিষ্ঠা করেন মোঘল সাম্রাজ্য বাবর। এই মোঘলেরই বংশধর সাজাহান। মোঘল রক্ত তাঁর শিরায় শিরায়—যুদ্ধের উন্মাদনা তাঁর বংশগত। কিন্তু হিন্দুস্থানের হিন্দু-মহিষীর গর্ভজাত এই সম্রাট সাজাহান। ভালবেসেছেন তিনি এই দেশের প্রতি ধূলিকণাকে—ভালবেসেছেন তার শিল্পকে—তার প্রতিটি মানুষকে। হিন্দুস্থানের ধনসম্পদ তিনি আহরণ করেন নি—তিনি করেছেন তাকে বিকশিত। অসীম ধনসম্পদ—মণিমাণিক্য হয়েছে প্রস্ফুটিত তাঁরই কৃপায়। তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ময়ূর সিংহাসন—তক্তে তাউস্। কিন্তু হতভাগ্য বৃদ্ধ সাজাহান পুত্র হস্তে বন্দী, কারণ—তক্তে তাউস্। এই তক্তে তাউস্ চাই তাঁর প্রতিটি পুত্রের—দারা, মুরাদ, সুজা, আওরংজীব। সকলেই গত। আওরংজীবের দুর্ব্বল বংশধারা আজ ক্ষীয়মান। তাদের মধ্যেও প্রতিদিন যুদ্ধ বিবাদ লেগে আছে এই তক্তে তাউসের জন্য। তক্তে তাউস্ কি শূন্য থাকতে পারে? কে এর যোগ্য অধিকারী? তক্তে তাউসের যোগ্য অধিকারী কে?

(মঞ্চ ঘুরিবে)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পাটনা। সময় সন্ধ্যা। জাফরীকাটা বারান্দা দিয়া চাঁদের আলো আসিতেছে। এক সুন্দর মোঘল যুবক বসিয়া আছে, তাহার দুই পার্শ্বে দুই কুটচক্রী প্রৌঢ় মুসলমান। তাহারা সৈয়দ ভ্রাতা নামে পরিচিত।—একজন আবদুল্লা ও অন্যজন হুসেন। যুবক ফারুকসিয়ার সম্রাট বংশজাত। বাংলাদেশে মানুষ হওয়ায় মোঘলে বাংলায় কোমলে কঠোরে সমাবেশ তাহার চেহারায়।]

আবদুল্লা। তক্তে তাউসের যোগ্য অধিকারী কে ?

হুসেন। সম্রাট বংশজাত আজিম উশ্‌শান্ পুত্র শাহাজাদা ফারুকসিয়র নিশ্চয়ই তক্তে তাউসে বসবার উপযুক্ত।

ফারুক। সে কি—তা কি করে সম্ভব ?

আবদুল্লা। অসম্ভব দুনিয়ায় কিছুই নেই শাহাজাদা। আপনি শুধু রাজি হয়ে যান, দেখবেন সব সম্ভব হয়ে যাবে। বান্দাদের ওপর নির্ভর করুন, দেখবেন দিল্লীর তক্তে তাউস আপনার।

ফারুক। কিন্তু জাহান্দার শা এখনও জীবিত। তিনিই বা সিংহাসন ছাড়বেন কেন ?

হুসেন। তিনি কি আর স্বেচ্ছায় ছাড়বেন ? আমরা ছিনিয়ে নেব।

ফারুক। কিন্তু আমিই যে যোগ্য এ কথাটাই বা আপনারা বুঝলেন কেমন করে ?

আবদুল্লা। খোদাবন্দ, মানুষকে দেখলেই তাকে চেনা যায়। আপনার ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছি আপনার চলা, বলা, দেখা সব বাদশাহী ঢংয়ে। আর তাছাড়া আপনি আজিম উশ্‌শানের পুত্র। আমরা তো তাঁকে ভাল করেই চিনতুম। আলমগীরের পরে তাঁর মত যোগ্য ব্যক্তি মুঘল রাজবংশে কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাদশার মতই ছিল। আর আপনি তো তাঁর যোগ্য পুত্র—আপনার মর্জি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। আর ভাবুন কেমন নৃশংসভাবে জাহান্দার তাকে হত্যা করলেন !

হুসেন। যোগ্য পুত্রই পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়।

ফারুক। প্রতিশোধ ! কি বলবো সৈয়দসাহেব, এক এক সময় আমার ভেতরের তৈমুরের রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। আবার মাঝে মাঝে ভাবি কি হবে এই গৃহ বিবাদে ? সহায় সম্বলহীন, কেমন করে আমি বাদশার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো ! কিন্তু এখন আপনারা আমার সহায়। কিন্তু আমাদের অগ্রসর হতে হবে খুব সাবধানে। জানাজানি হলে আপনাদেরও বিপদ, আমারও বিপদ।

আবদুল্লা। কোন ভয় নেই খোদাবন্দ। মেবার, অম্বর আর মাড়বার একত্র হয়েছে সম্রাটের বিরুদ্ধে। এই সুযোগে—

ফারুক। সে কি—গৃহযুদ্ধের সূচনা করতে চান আপনারা ?

হুসেন। (মৃদু হাসিয়া) গৃহযুদ্ধটা বাদশাদের কাছে নূতন কিছুই নয়। আকবর থেকে আরম্ভ করে আলমগীর পর্য্যন্ত সবাই সিংহাসনের জন্য গৃহযুদ্ধ করেছেন। তক্তে তাউসের পথ রক্তে রাঙ্গা—ওখানে উঠতে হলে রক্ত একটু আধটু মাড়াতে হবে বৈকি।

ফারুক। রক্তকে ভয় তৈমুর বংশধর করে না সৈয়দসাহেব। তবে—

আবদুল্লা। ভয় পাবেন না শাহাজাদা, হয়তো শেষপর্য্যন্ত গৃহযুদ্ধ কবতে নাও হতে পারে—সিংহাসনটা এমনিই পাওয়া যেতে পাবে।

ফারুক। তাব মানে?

আবদুল্লা। শীঘ্রই জানতে পাববেন। আব তাও যদি সম্ভব না হয় মাবাঠাবা আমাদেব দলে আছে। তাদের দিয়ে কাজ হাসিল করা সহজ হবে।

হুসেন। আব অপর দিকে বাজপুতবাও চিবকাল মিলে-মিশে থাকতে পাববে না। সেটা সম্ভবপর নয। মোঘল বাদশাবা গৃহযুদ্ধ বন্ধ কবতেও পাবেন কিন্তু রাজপুতবা এই মাবামারি কাটাকাটি কখনও থামাতে পাবে না।

আবদুল্লা। আপনি শুধু রাজী হন।

ফারুক। সবই খোদার মর্জ্জি আব আপনাদেব মেহেববাণী। হিন্দু-স্থানেব ভাব নেওযা যদি আমার উচিত হয় নিশ্চয়ই আমি তাতে পশ্চাদপদ হব না।

হুসেন। (কুর্নিশ কবিয়া) হিন্দুস্থানের দাযিত্ব যদি নিতে রাজী থাকেন তবে জানবেন হিন্দুস্থান আপনাবই। আপনি শুধু আমাদের দুভাযের ওপর বিশ্বাস বাখুন, দেখবেন বান্দারা আপনাব জন্য প্রাণ দেবে।

ফারুক। সবই খোদার মর্জি। আমি আপনাদের বিশ্বাস কবি—জানবেন তক্তে তাউস পেলে আপনাদের পরামর্শেই তা পবিচালিত হবে।

আবদুল্লা। (কুর্নিশ কবিযা) তাহলে আসি খোদাবন্দ। তক্তে তাউসেব সামনেই আবার দেখা হবে। (সৈয়দ ভ্রাতারা কুর্নিশ করিয়া চলিয়া গেলে ফারুকসিয়র অন্যমনস্কভাবে পিছন ফিবিয়া বাহিরের জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ফারুকউন্নিসা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল)

উন্নিসা। কি দেখছেন জনাব ?

ফারুক। পাটনার প্রাসাদের ওপর ম্লান জ্যোৎস্নার খেলা দেখছিলাম। (মৃদু হাসিয়া) ঔরংজীবের পর মোঘলসাম্রাজ্যের ওপরও এমনি একটা ম্লান আভা নেমে এসেছে।

উন্নিসা। আজ শাহজাদাকে নতুন মনে হচ্ছে।

ফারুক। আমি কি পুরানো হয়ে পড়েছি তোমার কাছে ?

উন্নিসা। পুরানো হবার কোন প্রশ্নই আসে না, কারণ আপনি আমার দয়িত। আর দয়িতার কাছে প্রেম চিরনূতন। তাই প্রেমিক কি কখনও পুরানো হয় ?

"ক্ষণেক যে গো রইতে নারি
তোমায় ছেড়ে আমি—
পারিজাতের শোভায় মম তৃপ্তি নাহি স্বামী।
সকল ছেড়ে তোমার দ্বারে আসি প্রেমের টানে
বারেক এলে ফিরে যাবার শক্তি নাহি প্রাণে।"

ফারুক। কি ব্যাপার উন্নিসা ? হঠাৎ আবার শেখ সাদীকে মনে পড়ল কেন ? সত্যিই আজ আমার বড ভাল লাগছে উন্নিসা।

উন্নিসা। কেন ?

ফারুক। ভবিষ্যতের এক স্বপ্ন দেখে।

উন্নিসা। কিসের স্বপ্ন শাহাজাদা ?

ফারুক। দিল্লীর তক্তে তাউস।

উন্নিসা। (চমকাইয়া) না, না শাহাজাদা, কাজ নেই। তক্তে তাউস বড় অভিশপ্ত। তক্তে তাউসের স্রষ্টা সম্রাট সাজাহানের কথা ভাবুন। কি বেদনাময় তাঁর শেষ জীবন। ওখানে লোভ আছে, ক্ষমতা আছে কিন্তু প্রেম নেই। আর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভিশাপ,

কান্না, রক্ত। ওখানে বসার গৌরব থাকতে পারে কিন্তু শান্তি নেই। ঐ সিংহাসনের তলায় ষড়যন্ত্র, বন্ধুর বেশে পার্শ্বে শত্রু, বাঁচবার জন্য শুধু যুদ্ধ। অবিশ্বাস, শঠতা, নিষ্ঠুরতাই আজ দিল্লীর মস্‌নদের দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ও সিংহাসনের দিকে লোভের দৃষ্টি দেবেন না শাহাজাদা। আমাদের সুখের—এই প্রেমের নীড় ভেঙ্গে যাবে। হয়তো—হয়তো—দারা, সুজা, মুরাদ, আমার শ্বশুর আজিম্‌ উশ্‌শানের রক্ত—না, না শাহাজাদা দিল্লীর মস্‌নদের স্বপ্ন দেখবেন না। ও বড় পাপের স্থান।

ফারুক। ভুলে যেও না উন্নিসা, আমার মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ তৈমুর ও চেঙ্গিস্‌ খাঁর রক্ত বইছে। মোঘল বাদশাহের সিংহাসনই যে আমাদের চরম সার্থকতা। সে যে আমার জাগ্রতের ধ্যান—নিদ্রার স্বপ্ন। সে স্বপ্ন কি আমি বাদ দিতে পারি ফারুকউন্নিসা?

উন্নিসা। কিন্তু তার পরিণামটাও ভেবে দেখবেন শাহাজাদা। ঐ সিংহাসনের জন্য দারাকে দিতে হয়েছিল শির, মুরাদকে দিতে হয়েছিল তার জীবন আর সুজাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল তার সাধের বাংলা, সাধের হিন্দুস্থান। আর তাছাড়া সিংহাসন পেলেও কি শান্তি পাওয়া যায়? সিংহাসন পেয়ে কি আলম্‌গীর সন্তুষ্ট হতে পেরেছিলেন? রাজদণ্ড গ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের শান্তিও তিনি হারিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তো সে কথা স্বীকার করে গেছেন।

ফারুক। তবু কি জান ফারুকউন্নিসা—বংশের একটা ধারা আছে, রক্তের একটা দাবী আছে। বুঝেও আমরা বুঝতে চাই না। যদি আলম্‌গীর সিংহাসনে বসবার আগেই নিজের ভুল বুঝতে পারতেন তবু তিনি তার আহ্বান কোন মতেই এড়াতে পারতেন না। দিল্লীর তক্তে তাউসের এক বিরাট আকর্ষণ আছে মোঘলের কাছে। তা যদি না হতো দারা নির্ভীকভাবে মরতে পারতেন না। মুরাদ মৃত্যুর মুখোমুখি

দাঁড়িয়েও সিংহাসনের আশা ত্যাগ করতে পারেন নি। সুজা যদি ঔরংজীবের বশ্যতা স্বীকার করতেন, তবে কি তাঁকে আরাকানে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হত? তবু কেন তিনি স্বীকার করলেন না ঔরংজীবের বশ্যতা? কিসের মোহে? সিংহাসনের প্রবল মায়া আমাদের এড়ানো অসম্ভব—বুঝেও আমরা বুঝতে পারি না। (ফারুকউন্নিসা অতি করুণ-ভাবে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল) ব্যথা পেয়ো না প্রিয়তমে, মোঘল হারেমে থাকতে হলে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতেই হবে। যুদ্ধের জন্য, ষড়যন্ত্রের জন্য, রক্তের জন্য, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতেই হবে। (মুখ তুলিয়া তাকাইল ফারুকউন্নিসা। তাহার অশ্রুভরা আঁখির দিকে তাকাইয়া) কি হয়েছে তোমার, এত কি ভাবছ? (ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহার একখানি হাত তুলিয়া ধরিয়া) তোমার হৃদয়ের সিংহাসনের কোন অবমাননা হবে না উন্নিসা। যদি দিল্লীর তক্তে তাউসও পাই, তার ওপর আমি স্থান দেব তোমার হৃদয়সিংহাসনের। তাছাড়া ভয় পেয়ে লাভ নেই। বিপদ থেকে দূরে থাকলেও বিপদ যে আসবে না তা কি বলা যায়? কাজেই বিপদকে গ্রাহ্য না করে এগিয়ে যাওয়াই উচিত। তৈমুরের রক্ত আমাদের মধ্যে সেই এগিয়ে যাবার প্রেরণাই দেয় ফারুকউন্নিসা।

উন্নিসা। অত বিচারের ক্ষমতা আমার নেই। আমি আর ভাববো না, শাহাজাদা। আপনার পথই আমার পথ। হিন্দু নারীর মতই আমিও স্বামীর মতকে অভ্রান্ত বলেই ধরে নেব। যদি আপনি এ পথে সুখী হন, আমিও হব। কিন্তু—

ফারুক। এখনও কিন্তু কেন উন্নিসা?

উন্নিসা। গোস্তাকি মাপ করবেন জনাব। সত্যিই কি আপনি দিল্লীর সিংহাসনে বসতে চান?

ফারুক। কেন বলতো?

উন্নিসা। কারণ জাহান্দার শা এখনও জীবিত। আপনি কি করে দিল্লীর সিংহাসন আশা করতে পারেন?

ফারুক। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে কী সম্ভব নয়?

উন্নিসা। গৃহযুদ্ধ ছাড়া তা সম্ভব নয়।

ফারুক। মোঘল সিংহাসনের জন্য ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ, আত্মীয়ের মধ্যে কলহ তো কম হয়নি।

উন্নিসা। কিন্তু আপনার পক্ষে দাঁড়াবে কে?

ফারুক। এবার বুঝেছি, এত ভয় পেয়ো না। আমার পক্ষে দাঁড়াবার লোকের অভাব হবে না। শুধু মনে রেখ আমি দাঁড়াইনি, আমাকে দাঁড় করানো হচ্ছে। সৈয়দভ্রাতা আবদুল্লা ও হুসেন খাঁ মহা প্রতিপত্তিশালী। তাঁরা জাহান্দার শার ওপর অসন্তুষ্ট। তাঁরা দিল্লীর মসনদ তাই আজিম উশ্শানের পুত্রকে দিতে চান। ওদের সমর্থন পেলে তক্তে তাউসে বসা খুব কঠিন কাজ নয়। (ফারুকউন্নিসা তথাপি করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাইয়া থাকিলে ফারুকসিয়র তাহার নিকটে আসিয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া) ভয় কি ফারুকউন্নিসা? আমি তো আছি।

উন্নিসা। তাইতো ভয়। বাদশা হলে কি এমনি ভাবে আপনাকে পাব?

ফারুক। কেন?

উন্নিসা। তখন কত কাজ, কত ব্যস্ততা। জীবনকে তো নির্ব্বিবাদে উপভোগ করবার সময় নেই সেখানে। কি হবে ময়ুর সিংহাসনে? তার চেয়ে বড় সিংহাসন আমার হৃদয়। আপনি সেখানেই একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে বিরাজ করুন শাহাজাদা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[লালকেল্লা। সময় সন্ধ্যা। শীষ মহল বা আর্শি মহল। ইহা সম্রাট জাহান্দার তৈরী করিয়েছেন নর্ত্তকীদের নৃত্য উপভোগ করিবার জন্য। দেওয়ালে দেওয়ালে আর্শি—তাহাতে নর্ত্তকীর প্রতিবিম্ব প.ড়। সুন্দরী তরুণী নর্ত্তকী লালকুমারীর প্রসাধন সাঙ্গ হইয়াছে তথাপি সে ঘুরিয়া ফিরিয়া আপন সুন্দর মুখ দর্শন করিতেছে। এমন সময় আর একজন তরুণের মুখ ফুটিয়া উঠিল দর্পণে। তাহা জাহান্দার শার। বাদশা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দর্পণের দিকে তাকাইয়া রহিল]

লালকুমারী। কি দেখছেন জাঁহাপনা ?

জাহান্দার। দেখছি, দেখছি খোদাতালার সৃষ্টিকে আর ভাবছি তাঁর অসীম ক্ষমতাকে। কি শক্তি আর কি শিল্প বোধ থাকলে এ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা যায়। আর ভাবছি তুমি মর্ত্ত্যে এলে কি জন্যে ?

লালকুমারী। কেন ? (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আপনারই জন্য জাঁহাপনা।

জাহান্দার। আমার জন্য! তাহলে বলতে হয় আমাকে সুখী করবার জন্য খোদাতালা বেহেস্তকে বঞ্চিত করেছেন।

লাল। কেন ?

জাহান্দার। বেহেস্তের স্বর্গীয় উদ্যানের জন্যই তো হুরীর সৃষ্টি, মর্ত্ত্যের জন্য নয়। তুমি সেই বেহেস্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হুরী—তুমি স্বর্গভ্রষ্ট।

লাল। স্বর্গভ্রষ্ট যদি আমি হয়ে থাকি, সেই আমার সুখ খোদাবন্দ। স্বর্গভ্রষ্ট না হলে তো আমি আপনাকে পেতাম না।

জাহান্দার। বাঃ চমৎকার বলেছ পিয়ারী।

লাল। আচ্ছা স্বর্গ কি খোদাবন্দ ?

জাহান্দার। (ঊর্দ্ধে দেখাইয়া) ঐ দিকে বেহেস্ত। আল্লার দরবার।

লাল। না (বাদশা তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন) ওখানে স্বর্গ নেই, স্বর্গ এই তুনিয়াতেই রয়েছে খোদাবন্দ। প্রেমই স্বর্গ, যে ভালবাসতে জানে সেই স্বর্গ লাভ করে। যে ভালবাসা পায় সেই স্বর্গে বাস করে। (বাদশাহ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল) জাঁহাপনা কি আমার কথা বিশ্বাস কবতে পাবছেন না ?

জাহান্দার। করি, তোমার চেয়েও বেশী বিশ্বাস করি। এত বেশী করি যে তুমি তা ভাবতেও পারবে না।

লাল। কেন সম্রাট ?

জাহান্দার। তুমি প্রেমের মূল্য বোঝনি। হাঁ ঠিকই বলেছি, স্বর্গের সঙ্গে তুলনা কবে তুমি প্রেমের অমর্য্যাদা করেছ।

লাল। সে কি জাঁহাপনা, প্রেমের সঙ্গে স্বর্গের তুলনা করে আমি কি অন্যায় কবেছি ?

জাহান্দার। নিশ্চয়ই। প্রেমের সঙ্গে তুলনা করা অন্যায়। এ তুটোর মধ্যে তুলনাই হয় না।

লাল। বুঝতে পাবলাম না শাহান শা।

জাহান্দার। প্রেম স্বর্গের চেয়েও বড়। (লালকুমারী মাথা নীচু করিয়া রহিল। জাহান্দার শা তাহার মাথা তুলিয়া ধরিয়া) একি লাল, তুমি কাঁদছ ?

লাল। না বাদশা এ আমার আনন্দের অশ্রু। আপনি আমাকে এত ভালবাসেন ?

জাহান্দার। হ্যাঁ।

লাল। কিন্তু আমি যে সামান্য একজন নর্ত্তকী। নর্ত্তকীরা শুধুই নিতে জানে, দিতে জানে না। আপনি ঠিকই বলেছেন জাঁহাপনা, আমি আর আপনাকে কতটুকু দিতে পেরেছি ?

জাহান্দার। অভিমান কোর না লাল। তুমি আমাকে যা দিয়েছ

তক্তে তাউসও আমাকে তা দিতে পারেনি। আমি তোমায় নিজের চেয়েও ভালবাসি।

ধীরে ধীরে শা আলমের প্রবেশ

শা আলম। চমৎকার। অগর ফের দৌস্ত জমিনে হস্ত্। হা-মেনস্ত, হামেনস্ত, হামেনস্ত। এই দুনিয়ায় স্বর্গ যদি থাকে কোনখানে, তবে তা এইখানে এইখানে এইখানে।

জাহান্দার। কে—কে তুই কমবক্ত ?

লাল। কবি শা আলম জাঁহাপনা।

কবি কুর্নিশ করিল

জাহান্দার। কবি, তুমি এখানে এ সময়ে কেন ?

শা আলম। সাকী আর সুরাব মাঝে কি কোন সময়ের ব্যবধান থাকতে পারে জাঁহাপনা—অন্ততঃ কবির কাছে নিশ্চয়ই থাকে না। আর ঠিক এই সময়ে এই শীষমহলে না এলে তো বেহেস্তের এ দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য হত না।

জাহান্দার। হুঁ, এইবার বল কি তোমার প্রয়োজন ?

শা আলম। ওমরাহদের বিবিরা বোধ হয় তাদের তালাক্ দিয়েছে।

জাহান্দার। তার মানে ?

শা আলম। আজ্ঞে তাই তো মনে হচ্ছে। তা না হলে ইয়া বড় বড় ওমরাহরা গোঁপ চুমরে এই রাতের বেলা দেওয়ানী আমে এসে হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায় কেন ?

লাল। তারা কি করে জানলে যে বাদশা এখানে আছেন ?

শা আলম। সূর্য্য অস্ত গেলে যে সন্ধ্যা নামে এ কথা জানতে কি অসুবিধা হয়? আর সন্ধ্যা হলে যে সম্রাট কোথায়—

জাহান্দার। শা আলম!

শা আলম। গোস্তাকী মাপ্ করবেন জাঁহাপনা।

লাল। আশ্চর্য্য। এত রাতে তাদের কি প্রয়োজন থাকতে পারে?

জাহান্দার। প্রয়োজন ওদের অনেক, কারণ ওদের আকাঙ্ক্ষা অফুরন্ত। যতদিন আকাঙ্ক্ষার শেষ না হবে ততদিন ওদেব প্রয়োজনও ফুরোবে না।

লাল। তাহলে কোথাও কি কোন বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে?

শা আলম। বিদ্রোহ কোথায় নেই? ঝড উঠেছে—বাইরে অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই আজ বিদ্রোহ।

জাহান্দার। যদি কোনদিন সত্যিই বিদ্রোহ হয় তবে কবি তুমি কোন পক্ষে যোগদান করবে? তুমিও কি আমায় পরিত্যাগ করবে বন্ধু?

শা আলম। বান্দা সামান্য কবি। তলোয়ার কোনদিকে ধরতে হয় তাই জানে না। যে হাতে কলম ধরি সে হাতে হাতিয়ার ধরতে গেলে উল্টে বিপত্তি হতে পারে জাঁহাপনা। আমার কাজ যে কবিতা লেখা, আর যিনি তক্তে তাউসে বসে থাকবেন তাঁকেই কবিতা শোনান।

লাল। দরবারে যদি আপনার কোন প্রয়োজন থাকে আপনি এখনি যান সম্রাট।

জাহান্দার। না। এ অন্যায়—

শা আলম। কি অন্যায় সম্রাট—আমার এখানে আসা না ওদের দেওয়ানী আমে আসা? কি অন্যায় খোদাবন্দ?

জাহান্দার। ওমরাহদের হঠাৎ দেওয়ানী আমে মিলিত হওয়া—

লাল। কেন জাঁহাপনা?

জাহান্দার। ওরা সম্রাটের আদেশ না নিয়ে এ কাজ করেছে।

শা আলম। কিন্তু সম্রাট যদি সুরা ও সাকীর মাঝে গা ঢেলে দেন ওরা কেমন করে তাঁর নাগাল পাবে?

লাল। হয়ত কোন নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—

জাহান্দার। না, হঠাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের জন্য এমন হয়নি। এর মাঝে আমি বিরাট এক ঔদ্ধত্যের ইঙ্গিত পাচ্ছি। আবদুল্লা আর হুসেন খাঁ—সৈয়দ ভাইদের কাজ নিশ্চয়ই। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ক্রুর সৈয়দ ভাইরা চায় যে দিল্লীর বাদশা ওদেরই তাঁবে থাকবে। তাই ওমরাহদের দিয়ে—কিন্তু জানে না যে জাহান্দার শা শুধু সুরা পানে মত্ত হয়ে নর্ত্তকীর নাচগানেই অভ্যস্ত নয়। কবি, তুমি ওমরাহদের জানিয়ে দাও যে হিন্দুস্থানের দায়িত্ব সম্রাট জাহান্দার শার। আর সে দায়িত্ব-জ্ঞান তাঁর আছে। প্রয়োজন হলে সব ব্যবস্থাই তিনি করবেন, তার জন্য বাদশার অনুমতি ভিন্ন মহামান্য ওমরাহদের দরবারে মিলিত হবার কোন প্রয়োজন নেই। নিজের বাহুবলেই জাহান্দার শা তক্তে তাউস অধিকার করেছেন, নিজের তরবারি দিয়েই তিনি তা রক্ষা করবেন। (শা আলম গমনোদ্যত) হ্যাঁ দাঁড়াও, ওরা চলে গেল কিনা সে খবরটা আমাকে দিয়ে যেও বন্ধু।

কুর্নিশ করিয়া শা আলমের প্রস্থান

লাল। আমার কিন্তু ভয় করছে জনাব।

জাহান্দার। তোমার ভয়! হাঃ হাঃ হাঃ—তোমার আবার ভয় কিসের, হিন্দুস্থানের বাদশা যখন তোমার করতলগত? কিন্তু তুমি কি আজ সব কাজ ভুলে গেলে পিয়ারী? আমার যে বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।

লাল। জল দেব জাঁহাপনা?

জাহান্দার। জল—জল কেন?

লাল। আজ আর সরাব পান নাই বা করলেন জাঁহাপনা!

জাহান্দার। কি ভয় তোমার?

লাল। না না, আজ সরাব থাক। আমার বুক বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে।

জাহান্দার। বেশ সরাব না হয় নাই দিলে কিন্তু আর—

লাল। (হাসিয়া) ও আমার নাচ?

জাহান্দার। তুমি কি জান না প্রতিটি সন্ধ্যা আমি উন্মুখ হয়ে থাকি তোমার নাচ গানের জন্য? সবাই আমাকে জানে আমি লম্পট, আমি সুরাপায়ী—আমি নর্ত্তকীর চটুল নৃত্যগীতে মশগুল্—কিন্তু তুমি, তুমি তো জান যে তোমার নাচের মাঝে আমি সারা দুনিয়াকে দেখতে পাই—তোমার নাচের মাঝে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি। ভুলে যাই যে তক্তে তাউসের নীচেই ঘন অন্ধকার—ভুলে যাই যে মহামান্য ওমরাহরা আমাকে সেখান থেকে নামিয়ে অন্য একজন পুতুলকে সেখানে বসাতে চায়—হয়তো বা ভুলে যাই এই দীনদুনিয়ার মালিক খোদাকে। —নাচো, পিয়ারী নাচো।

(লালকুমারীর অপূর্ব্ব নৃত্যছন্দের মাঝে জাহান্দার শা মশগুল হইয়া রহিলেন)

তৃতীয় দৃশ্য

(পাটনার দরবার। সময় অপরাহ্ন। উচ্চাসনে ফারুকসিয়র, তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আমির-ওমরাহগণ। তাহাদের মধ্যে সৈয়দ ভাইরাও আছে। দিল্লী হইতে ওমরাহ বক্ত খাঁও আসিযাছেন দিল্লীর ওমরাহগণের প্রতিনিধিরূপে)

বক্ত। জাঁহাপনা, মহামান্য আজিম খাঁ আমাকে দিল্লী থেকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

ফারুক। মহামান্য আজিম খাঁ কি মনে করেন যে দিল্লীর বাদশার সমূহ বিপদ ?

বক্ত। সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই জনাব। জাহান্দার শা মোঘল বংশের কলঙ্ক। মসনদে বসে তিনি মদ আর নর্ত্তকী নিয়ে ডুবে থাকেন।

আবদুল্লা। শুনেছি লালকুয়াঁরী নামে—

বক্ত। এ সত্য কথা। সম্রাট আজ লালকুমারীর রূপে উন্মাদ। সারাক্ষণ নর্ত্তকী মহলেই পড়ে আছেন। রাজকার্য্যের কথা বললে তাঁর অত্যন্ত গোসা হয়। সেদিন দেওয়ানী আমে মহামান্য ওমরাহগণ তাঁকে ডেকে পাঠাতে তিনি তাঁদের যারপর নাই অপমান করে বিতাড়িত করেন। অথচ রাজপুতানায় বিদ্রোহ হচ্ছে, এ সময়ে সেদিকে দৃষ্টিপাত করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সম্রাট সেই প্রয়োজন মুহূর্ত্তে যদি এই ভাবে বিলাসে নিমগ্ন থাকেন, তবে মোঘল সাম্রাজ্যের সমূহ বিপদ, বিশেষ করে কাফেররা যে মুহূর্ত্তে স্বাধীন হবার চেষ্টা করছে। তাই এই বিপদের সময়ে জাহান্দার শার ব্যবহারে সকলেই উত্ত্যক্ত।

হুসেন। দিল্লীর ওমরাহরা তাহলে নিশ্চয় সকলেই অসন্তুষ্ট ?

বক্ত। সকলেই।

হুসেন। এবার নিশ্চয়ই তারা লাহোরের যুদ্ধে আজিম উশ্শানের মৃত্যু ঘটানোর জন্য দুঃখিত ?

বক্ত। হ্যাঁ, তারা সবাই তার জন্য লজ্জিত—কিন্তু এখন তো আর তার কোন উপায় নেই। আজিম উশ্শান আজ পরলোকে।

আবদুল্লা। উপায় এখনো আছে। আজিম উশ্শান নেই কিন্তু তাঁর উপযুক্ত পুত্র আজও বর্তমান। আর আজিম উশ্শানের সমস্ত গুণাবলীই রয়েছে তাঁর পুত্রেব মধ্যে। দিল্লী যদি আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে তবে আমরাও দিল্লীর মসনদে একজন যোগ্য প্রার্থীকে দিতে পারি। সমগ্র এলাহাবাদ আমার করতলগত আর আমার ভাইয়ের সঙ্গে আছে হায়দ্রাবাদ। শাহাজাদার সঙ্গে পাটনা প্রস্তুতই আছে।

বকত। দিল্লীও প্রস্তুত আছে।

আবদুল্লা। আমরা তবে প্রস্তুত। আমরা ঠিক করেছি দিল্লীর তক্তে তাউসে জাহান্দার শার মত একজন কম্বক্তকে আর বসতে দেব না। তাই শাহাজাদা ফারুকসিয়রকে আমরা সেই ভাবেই প্রস্তুত করে চলেছি —তিনিও প্রস্তুত।

ফারুক্। আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, তবে হিন্দুস্থানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমি রাজি। তাছাড়া আমি কোনদিন পিতৃহন্তাকে ক্ষমা করতে পারিনি—পারবো না। পাটনাতে আমি স্বাধীন ভাবেই আছি। দিল্লী অভিযানের ইচ্ছা আমার বরাবরই আছে, সুযোগের অপেক্ষায় আছি। সৈয়দ ভাইদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ—তাঁরা যে আমার পিতা আজিম উশ্শানের কথা স্মরণ রেখে তাঁর হতভাগ্য পুত্রকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছেন—

হুসেন। এ আমাদের কর্তব্য শাহাজাদা। আজিম উশ্শানের নিমক

আমরা খেয়েছি। ঔরংজীবেরও নিমক খেয়েছি। তাই মোঘল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যাক এ আমরা দেখতে পারব না তাই—

ফারুক। আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আর লজ্জা দিতে চাই না। তবে আপনাদের বলতে পারি যে আমি অকৃতজ্ঞ নই এবং আপনাদের আজকের সাহায্যের কথা কখনও বিস্মৃত হব না। আল্লার মর্জিতে যদি কখনও মসনদে বসতে পারি আপনাদের পরামর্শ ব্যতীত আমি কিছুই করব না এ কথা আমি প্রতিজ্ঞা করছি। (আবদুল্লা ও হুসেনের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হইল)

আবদুল্লা। (বকৃত খাঁকে) আপনারা যদি মনে করেন তবে শীঘ্রই আমরা দিল্লী অভিযান স্থরু করতে পারি—তবে আপনাদেরও সাহায্য আমাদের প্রয়োজন।

বকত। বলুন কি সাহায্য ?

আবদুল্লা। জাহান্দার শাকে এই সময় ব্যস্ত রাখতে হবে।

বকৃত। কি রকম ভাবে ?

হুসেন। কেন, দিল্লী গিয়েই এমন কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করান, যার ফলে জাহান্দার শা যেন পাটনার দিকে আর দৃষ্টি দেবার অবসর না পান। আর আপনারা দিল্লী থেকে একদল ওমরাহ পাটনায় পাঠিয়ে দেবেন।

বকৃত। তারপর ?

আবদুল্লা। তারপর আমরা আমাদের কাজ করব। কিন্তু মনে রাখবেন, দিল্লী থেকে ওমরাহরা না আসা পর্য্যন্ত আমরা দিল্লীর পথে যাত্রা করবো না।

বকৃত। বেশ সেইভাবেই কাজ হবে। কিন্তু দেখবেন যেন আমাদের বিপদে ফেলবেন না।

আবদুল্লা। তোবা তোবা, এখনো খোদা আছেন, আশমানে চন্দ্র

সূর্য্য উঠছে—সৈয়দ ভায়েরা কখনও মিথ্যা কথা বলে না। তবু যদি আমাদের বিশ্বাস করতে না পারেন, শাহাজাদা ফারুকসিয়রকে নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন।

বক্ত। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

হুসেন। আপনি তাহলে আর দেরী করবেন না, এই মুহূর্ত্তে দিল্লীর পথে যাত্রা করুন আর আমরাও প্রস্তুত হই।

কুর্নিশ করিয়া বক্ত খাঁ দরবার ত্যাগ করিল

আবদুল্লা। এইবার আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে শাহাজাদা।

ফারুক। বলুন কি করতে হবে?

হুসেন। অস্ত্রের চেয়েও আমাদেব এখন বেশী প্রয়োজন অর্থ। আপনাকে প্রথমেই অর্থ সংগ্রহে মনোযোগ দিতে হবে।

ফারুক। কি রকম ভাবে?

আবদুল্লা। বাংলা ধনশালিনী। বাংলার প্রেরিত অর্থই এখন দিল্লীর বাদশার একমাত্র সম্বল। সেই অর্থ দিল্লীতে পাঠানো বন্ধ করতে হবে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অর্থ আপনাকে করায়ত্ত করতে হবে।

ফারুক। তা কি করে সম্ভব?

হুসেন। এই মুহূর্ত্তে আপনি নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করে দিন। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁকে আদেশ করে পাঠান অর্থ পাঠাবার জন্য।

ফারুক। আর যদি তিনি না পাঠান?

আবদুল্লা। যাতে পাঠান তারই ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলা আক্রমণ করব আমরা। মুর্শিদকুলি খাঁর সাধ্য নেই আমাদের বাধা দেন। যদি তিনি অর্থ দিয়ে বিনা যুদ্ধে আমাদের বশ্যতা স্বীকার করেন

ভালই, আর তা না হলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। পেছনে শত্রু রেখে দিল্লীর দিকে এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না জনাব।

ফারুক। বেশ সেই ব্যবস্থাই করুন।

হুসেন। তিমুর বেগকে বাংলায় পাঠান, কিছু সৈন্য নিয়ে সে কার্যোদ্ধার করে আসুক। আর একটা কাজ করতে হবে। নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করুন এই মূহুর্তে।

(একদিকে আবদুল্লা ও অন্যদিকে হুসেন আপন আপন তরবারি খুলিয়া মাথার উপর দিকে দুই তরবারি স্পর্শ করিল। সেইরূপ অন্যান্য ওমরাহগণ দুইদিকে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া তরবারিতে তরবারি স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইল।)

সকলে। জয় সম্রাট ফারুকসিয়রের জয়, জয় সম্রাট ফারুকসিয়রের জয়।

চতুর্থ দৃশ্য

(বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের মন্ত্রণা-কক্ষ। বৃদ্ধ নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ উপবিষ্ট ও তাহার সিপাহ-শালার জনাবৎ খাঁ দণ্ডায়মান। সময় প্রভাত।)

মুর্শিদকুলি। কে কে বাদশা বলে নিজেকে জাহির করেছে ?

জনাবৎ। আজ্ঞে ফারুকসিয়র পাটনায় নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করেছেন আর বাংলায় তাঁর দূত রহমৎ খাঁকে পাঠিয়েছেন।

মুর্শিদ। দাঁড়াও, আমাকে ভাবতে সময় দাও। কি সব বলছ ? ফারুকসিয়র বাদশা হয়েছে ? আমার চিরদুষমন আজিম উশ্‌শানের পুত্র বাদশা হয়েছে ? তাহলে সম্রাট জাহান্দার শা গত হয়েছেন ?

জনাবৎ। আজ্ঞে না, জাহান্দার শা বহাল তবিয়তেই দিল্লীতে আছেন।

মুর্শিদ। তুমি এই সকাল বেলাই কি সব যা তা বলছ জনাবৎ ? আমার বিশ্বাস তুমি প্রকৃত মুসলমান এবং সুরাপানে অভ্যস্ত নও। এক তক্তে তাউসে দুজন বাদশা—হাঃ হাঃ হাঃ, কি সব ছেলেমানুষের মত বলছ জনাবৎ ?

জনাবৎ। আজ্ঞে আমি ঠিকই বলছি। ফারুকসিয়র এখনও দিল্লীর মসনদে আরোহণ করতে পারেননি সত্য কিন্তু তিনি সৈয়দ ভাইয়েদের সাহায্যে পাটনায় নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করেছেন—নিজের নামে খুত্‌বা পাঠ করেছেন।

মুর্শিদ। তাইতো—

জনাবৎ। তিনি বাংলায় দূত পাঠিয়ে আদেশ করেছেন যে বাংলার রাজস্ব এখন থেকে তাঁকেই দিতে হবে।

মুর্শিদ। তা কেমন ক'রে সম্ভব?

জনাবৎ। আমি গোপনে খবর পেয়েছি যে তিনি শুধু দূত পাঠিয়ে ক্ষান্ত হননি। দূতের সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন মহাবীর তিমুর বেগ ও তাঁর সহকারী রসিদ খাঁ। কাজেই এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে রাজস্ব না পেলে তারা বাংলা আক্রমণ করবে।

মুর্শিদ। বাংলা আক্রমণ করবে? আমার সাধের বাংলা—আমার সাধের মুর্শিদাবাদ? তাইতো—

জনাবৎ। আমার মনে হয় জনাব, ফারুকসিয়রের দূতকে কিছুদিন কৌশলে আটক রেখে দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠিয়ে গোপনে সম্রাট জাহান্দার শার কাছে সংবাদ প্রেরণ করি।

মুর্শিদ। সম্রাট জাহান্দার শা? সে কি করবে একটা হিন্দু নর্ত্তকীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সে তো রাজকার্য্য কিছুই দেখে না, কেবল সরাব ও নর্ত্তকী। তাকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি।

জনাবৎ। তবে জনাব, বাংলায় আপনি স্বাধীন নবাব হয়েও তাঁকে রাজস্ব দেন কেন?

মুর্শিদ। রাজস্ব আমি তাকে দিই না, দিই তক্তে তাউসকে—দিই হিন্দুস্থানের বাদশাকে।

জনাবৎ। তাহলে ফারুকসিয়রকে রাজস্ব দিতে আপত্তি কি, আপনি যখন জাহান্দার শাকে ঘৃণা করেন?

মুর্শিদ। না, তা হয় না। যে শাহাজাদাই দিল্লীর সিংহাসনে বসবেন তাকেই মুর্শিদকুলি খাঁ বাদশা বলে কুর্নিশ করবে। বাংলার রাজস্ব পেতে হলে দিল্লীর মসনদে গিয়ে বসুক আগে। ময়ুর-সিংহাসন যার নেই তাকে আমি বাদশা বলে মানি না। ফারুকসিয়র যদি দিল্লী অধিকার না করে এসে আমার কাছে রাজস্বের জন্য জবরদস্তি করতে চায় তবে যুদ্ধ অপরিহার্য্য।

জনাবৎ। ফারুকসিয়রের বিরুদ্ধে, সৈয়দ ভায়েদের বিরুদ্ধে আপনি কি বাংলাকে, আপনার মুর্শিদাবাদকে রক্ষা করতে পারবেন? ভাববেন না যে আমি হুসেন খাঁ বা তিমুর বেগ বা ইব্রাহিম খাঁর ভয়ে একথা বলছি। আপনি যদি চান আমি আমার সৈন্য নিয়ে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিতে পারি কিন্তু এই সামান্য সৈন্য নিয়ে এক বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা কি ঠিক হবে?

মুর্শিদ। তাইতো। কিন্তু—না থাক—কিন্তু না—তাই বা কি করে হয়? তবে তুমি সন্ধিরই ব্যবস্থা কর—কিছু অর্থ উপঢৌকন দিয়ে না হয় এবারকার মত রেহাই পাওয়া যাক!

(মুর্শিদকুলি খাঁর কন্যা জিন্নৎউন্নিসার প্রবেশ। তাহার পরণে শালোয়ার—অনেকটা পুরুষের বেশ। রূপার জরিতে মণ্ডিত তাহার বেণী, কোমর বন্ধে তীক্ষ্ণধার ছুরি)

জিন্নৎউন্নিসা। কখনই না। যে কেউ নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করবে আর আমাদের অমনি অর্থ দিয়ে—রাজস্ব দিয়ে তারই পদলেহন করে বাংলার স্বাধীনতা বিক্রয় করতে হবে? বাংলা আজ এতই হীনবীর্য্য হয়ে পড়েছে যে বিরাট সৈন্য বাহিনীর ভয়ে সে স্বাধীনতা হারাবে? জনাবৎ ভাই, আজ অর্থ দিয়ে ওদের হটিয়ে দিতে পার কিন্তু—তারপর কি আবার ঐ অর্থলালসায় ওরা হানা দেবে না বাংলার বুকে—হানবে না তীব্র আঘাত? সুজলা সুফলা বাংলার ধন-সম্পদের লোভে আবার তাদের রণদামামা বেজে উঠবে না? তবে বাংলার যুবক যদি আজ হীন-বীর্য্য হয়ে থাকে—থাকুক তারা গৃহকোণে। নবাব বৃদ্ধ, স্থবির, অথর্ব্ব—তাই বাংলার যুবকও আজ পঙ্গু অসহায়। কোন ক্ষতি নেই, থাকুক তারা সুখে গৃহকোণে। বাংলার নারীর চক্ষে আজ নিদ্রা নেই। নিজে আমি যাব রণক্ষেত্রে—বাংলার স্বাধীনতাকে ধূলিসাৎ হতে দেব না। পিতা, আপনি বাংলার স্বাধীন নবাব, এই স্বকল্পিত সম্রাট ফারুকসিয়রের

ঔদ্ধত্যের জবাব দিন। তারা জানুক যে মুর্শিদকুলি খাঁ বৃদ্ধ, স্থবির কিন্তু তিনি বাংলার নবাব। ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে তিনি জানেন। স্বাধীনতা রক্ষা করতে তিনি পরাঙ্মুখ নন।

জনাবৎ। ঠিক। আমি এতক্ষণ এ কি করছিলাম! ভগ্নী, তুমি আমায় ক্ষমা কর। বাংলার যুবক আজ হীনবীর্য্য হয়নি—স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য তারা প্রাণ দিতে পারে। ভগ্নী, তোমাদের স্থান আমাদের পরে। যদি রণক্ষেত্রে আমাদের মৃত্যু হয় তবেই—আদেশ করুন জনাব ' ফারুকসিয়রের দূতকে উপযুক্ত জবাব দিয়ে দি।

মুর্শিদ। কিন্তু—

জিন্নৎ। (পিতার নিকটে গিয়া তাঁহাব মস্তকে হস্ত সঞ্চালন কবিতে করিতে) কিছু ভাববেন না পিতা। জনাবৎ খাঁ, করিম খাঁর মত দক্ষ সেনাপতি আমাদের সহায়—আর তাছাড়া আপনার আহ্বানে বাংলার প্রতিটি মানুষ বেরিয়ে আসবে তাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য।

মুর্শিদ। কিন্তু, আচ্ছা তাহলে আমাব জামাতা বাবাজীবন সুজাউ-দ্দিনকে উড়িষ্যা থেকে আসতে বলি ?

জিন্নৎ। না।

মুর্শিদ। সে কি জিন্নৎ, সে তোর স্বামী, আমার জামাই। আমার একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছি, আর ত আমার কেউ নেই। সে তোর মর্য্যাদা রাখেনি, বাইজি আর সুরা নিয়ে মত্ত, তাই কি অভিমান ভরে—

জিন্নৎ। না পিতা, তার এখন উডিষ্যা থেকে চলে আসবার প্রয়োজন নেই, সেখানে আলিবর্দ্দি—

মুর্শিদ। ঠিক বলেছিস মা, ঠিক বলেছিস। উড়িষ্যাতে আলিবর্দ্দির ওপর দায়িত্ব ফেলে আসাটাও যুক্তিযুক্ত নয়। আলিবর্দ্দিকে আমি বিশ্বাস করি না—বাংলার মসনদের দিকে তার লোভ—তার চোখে

আমি লালসার দৃষ্টি দেখেছি। যে কোন সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে সে।

জনাবৎ। কারও সাহায্যের প্রয়োজন হবে না জাঁহাপনা যতক্ষণ আমার আর করিম খাঁর দেহে প্রাণ আছে।

মুর্শিদ। তবে তাই হোক, করিমাবাদের প্রান্তরে তোমরা প্রস্তুত থাক। এই কে আছিস—পাটনার দূত।

(সর্ব্বাঙ্গ কাল কাপড়ে আবৃত, মাথ য পাগড়ী দূতের প্রবেশ)

দূত। আর কতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে? আমার প্রতি আদেশ আছে বাংলার রাজস্ব নিয়ে যাবার।

মুর্শিদ। দিল্লীর সিংহাসনে না বসা পর্য্যন্ত কাউকে হিন্দুস্থানের বাদশা বলে মুর্শিদকুলি খাঁ স্বীকার করেন না।

দূত। (অবজ্ঞার হাসি) কে কি স্বীকার করেন না করেন তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমরা স্বীকার করি ফারুকসিয়র হিন্দু-স্থানের বাদশা, কাজেই রাজস্ব আমরা আদায় করবই।

জনাবৎ। মুর্শিদকুলি খাঁ যদি রাজস্ব না দেন?

দূত। মুর্শিদকুলি খাঁকে গদিচ্যুত করা হবে।

মুর্শিদ। কামবক্ত—

জিন্নৎ। তবে রে পাষণ্ড—(ছুরিকা বাহির করিলেন)।

জনাবৎ। (তরবারি বাহির করিয়া) আদেশ করুন জনাব—

মুর্শিদ। দূত অবধ্য, তাই আজ তুমি শির নিয়ে ফিরে যেতে পারছ। নইলে—

দূত। নইলে—(দূত তাহার কাল আবরণ ও পাগড়ী খুলিয়া ফেলিলে দেখা গেল সেনাপতি তিমুর বেগের বীর মূর্ত্তি, তরবারি কোষমুক্ত করিয়া)

এই তরবারিই তাকে রক্ষা করবে জনাব। আমি দেখতে এসেছিলাম বাংলার বীরত্ব। (অবজ্ঞা ভরে) দেখলাম বাংলা বীরপ্রসবিনী—বাংলার নবাব বৃদ্ধ—অথর্ব্ব—বাংলার সেনাপতি চঞ্চলমতি এক বালক—আর বাংলার মন্ত্রী এক নারী অবলা। বেশ মিলেছে—বালক আর নারী—বাঃ বাঃ (হাস্য) দেখা যাবে জনাব এই বালক আর এই নারী নিয়ে কেমন করে গদি রক্ষা করেন।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

(করিমাবাদের প্রান্তর, রণক্ষেত্র। শিবির। সময় অপরাহ্ন। সেনাপতি তিমুর বেগের শ্যালক এনায়েৎ খাঁ ও তাহার সহকারী সফদরজং। এনায়েৎ বেঁটে মোটা, তাহার বিশাল ভুঁড়ি তাহার আগে আগে চলে এবং সফদরজং রোগা, লম্বা তাহার একজোড়া গোঁফ তাহার মস্তকের তুলনায় বড়। প্রথমে এনায়েৎ খাঁ এবং তাহার পিছনে সফদরজং মুক্ত তরবারি হস্তে প্রবেশ করিল।)

এনায়েৎ। সফদরজং—

সফদর। আজ্ঞে হুজুর—

এনায়েৎ। আজ্ঞে হুজুর। কতদিন ধরে তোকে সহবৎ শেখাব? আমি হলুম মহাবীর তিমুর বেগের শালা মহম্মদ আক্রামুল্লা এনায়েৎ খাঁ। আমাকে জাঁহাপনা বলতে পারিস না? আর কদিন পরেই মুর্শিদকুলি খাঁর গর্দ্দানটা ক্যাচাং করে না কেটে দিয়ে তার মসনদে আমিই বসবো। তখন আমিই হব বাংলার নবাব।

সফদর। আর বে-বে-বেগম হবে কে?

এনায়েৎ। কেন? মুর্শিদকুলি খাঁর একটা খুপসুরৎ মেয়ে আছে না—তাকে আমার চাই।

সফদর। কিন্তু জাঁহাপনা সে যদি আ-আপনাকে সা-সা-সাদি করতে না চায়?

এনায়েৎ। কি বল্লি কামবক্ত? (তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত)

সফদর। আজ্ঞে, আ-আ-আমি নই, আমি আপনাকে সা-সা-সাদি করতে চাই না বলিনি। আ-আপনাকে আমার খুব প-প-পছন্দ।

এনায়েৎ। হাঁ তাই বল। আমার মত খুপসুরৎ চেহারা, আমার

মত নওজোয়ান আর দেখেছিস ? দেখবি ঐ মুর্শিদকুলি খাঁর বেটীটা আমার পায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে।

সফদর। কিন্তু হুজুর সে খবর শুনে সা-সা-সাসারাম থেকে আ-আ-আপনার আর পঁচিশজন বিবি যদি ছুটে আসে ?

এনায়েৎ। কি বল্লি, তারা যদি আসে ? তবেই তো ভাবিয়ে তুল্লি। একেই তো এই বিবাট যুদ্ধের ভাবনা ভাবতে আমি রোগা হয়ে গেলুম।

সফদর। আজ্ঞে হুজুর, আপনি ন-ন-নবাব হলে—

এনায়েৎ। চুপ কর কামবক্ত, নবাব হলে কি রকম—নবাব তো আমি হয়েই গেছি। দয়া করে এখন গদিতে বসলেই হ'ল।

সফদব। আজ্ঞে নবাব সাহেব, আমি তাহলে কি হব ?

এনায়েৎ। কেন তুই আমাব সেনাপতি হবি।

সফদব। সে-সে-সেনাপতি ? না না সে আমি পাবব না। যুদ্ধ করা—

এনায়েৎ। সে কি রে বেয়াকুফ, যুদ্ধকে তোর এত ভয় ? আরে যুদ্ধ করা খুবই সোজা। সে আমি তোকে শিখিয়ে দোব এখন কেমন করে তিন তুড়িতে যুদ্ধ জয় করতে হয়। শোন, এদিকে আয়—আরও একটু কাছে আয়—

সফদর। আরও ? গ-গ-গর্দ্দানটা নেবেন না তো ?

এনায়েৎ। না না, কাছে আয় তোকে একটা চুপি চুপি কথা বলি। এ যুদ্ধে বাদশা যদি তিমুর বেগকে সেনাপতি না করে আমাকে সেনাপতি করতেন তাহলে আমি বাংলাকে তিন তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতুম।

সফদর। তিন তুড়ি, তিন তুড়ি (তরবারি নাচাইতে নাচাইতে) বাঃ বাঃ সে বেশ হত।

এনায়েৎ। আচ্ছা সফদরজং, তুই সব সময়ে তলোয়ার খুলে হাতে রাখিস্ কেন ?

সফদর। আজ্ঞে বাদশা—

এনায়েৎ। বাদশা, বাদশা, তা মন্দ বলিসনি, নবাব যখন হয়েই গেছি তখন বাদশা হওয়ার আর বেশী দেরী নেই। দেখ, তোকে আমি সেনাপতি করে দোব।

সফদর। আজ্ঞে হুজুর, তা-তা-তার চেয়ে আমাকে বরং উ-উ- উজির করে দেবেন।

এনায়েৎ। বেশ, বেশ, তাই হবে, তোর যখন যুদ্ধের এত ভয়। তা হ্যাঁরে সফদরজং, তুইতো বললি না কেন সব সময়ে তলোয়ার খুলে রাখিস ?

সফদর। আজ্ঞে হুজুর এই বা-বা- বাঙ্গালী পল্টনগুলো লোক বড় সুবিধের নয়—ওরা বড় বে-বে-বেয়াড়া। যদি আমার তলোয়ার কেড়ে নিয়ে আ-আমার গ-গ-গর্দ্দানটা ক্যাচাং করে কেটে নেয় তো আমার সাধের এই গোঁ-গোঁ-গোঁফের কি হবে ?

এনায়েৎ। (হাসিয়া) হাঃ, হাঃ, আরে মূখ্যু, গর্দ্দানটা যদি চলে গেল তো গোঁফের কি হবে ?

সফদর। তা বটে কিন্তু—

এনায়েৎ। কিন্তু-টিন্তু আর নয়। বড় ক্ষিধে পেয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ বোধ হয় আমাদের বাবুর্চি কচিমিঞা ভেড়ার কাবাব বানিয়েছে।

(নেপথ্যে কোলাহল—' আল্লা হো আকবর', 'জয় সোনার বাংলার জয়', 'জয় মুর্শিদকুলি খাঁর জয়' প্রভৃতি নানা রকম আওয়াজ ভাসিয়া আসিতে লাগিল)

সফদর। আর গোস্তের কাবাব ! একেবারে আমাদের না কা-কা-কাবাব বানিয়ে ছেড়ে দেয়। হুজুর গতিক বড় সুবিধার নয়। ঐ ঐ আবার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। হুজুর এলো যে ! (সফদরজং এনায়েতের পিছনে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং এনায়েৎও

তাহার পিছনে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বেগে বাচ্চিখাঁর প্রবেশ)

বাচ্চিখাঁ। হুজুর সর্ব্বনাশ হয়েছে।

সফদর। হ হ-হয়েছে? তখনই জানি বা-বা-বাঙ্গালী প-প-পল্টন বড সাংঘাতিক। কি হবে হুজুর। (পুনরায় লুকাইবার চেষ্টা করিল)

বাচ্চিখাঁ। হুজুর ভীষণ যুদ্ধ—

সফদর। ভী-ভী-ভীষণ। ওরে বাবারে কোথায় যাব? বিভীষণের বেটা ভীষণ কি সাঙ্ঘাতিক যো-যো-যোদ্ধারে। হুজুর আ-আমার যে একটা মাত্র বি-বিবি, তার কি হবে হুজুর?

এনায়েৎ। আরে মুখ্যু নিজে কি করে বাঁচবি আগে তাই ভাব, বিবির ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে।

বাচ্চিখাঁ। হুজুর, বাঙ্গালীরা ভীষণ যুদ্ধ করছে।

এনায়েৎ। আর আমাদের সৈন্যরা?

বাচ্চিখাঁ। তাদের তো একেক জনকে কচুপাতার মত কেটে কেটে ফেলছে—

সফদর। ক-ক-কচু কাটা। ওরে বাবারে আমার ত-ত-তলোয়ার—

এনায়েৎ। তোর তলোয়ার হাতে থাকতে তোর আবার ভয় কি? আমার যে আবার হাতিয়ার সঙ্গে নেই।

সফদর। না হুজুর, এই তলোয়ারটাকেই তো ভয়। যদি এটা দিয়েই কচুকাটা করে? তার চেয়ে এটা—

(বেগে জনাবৎ ও তাহার সহকারী করিম খাঁ র মুক্ত তরবারি হস্তে প্রবেশ)

জনাবৎ। কোথায় সেই পাষণ্ড, কোথায় সেই পামর? বাঙ্গালীর বীরত্ব দেখতে চেয়েছিল? স্পর্দ্ধিত তিমুরবেগের উপযুক্ত জবাব দিতে এসেছি। (তাহাদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চিখাঁর পলায়ন। করিমখাঁ

সফদরজংকে ধরিয়াছে এবং এনায়েৎকে ধরিয়াছে স্বয়ং জনাবৎ) ওহে উদরসর্ব্বস্ব মহাপুরুষ, তুমি কে ?

এনায়েৎ। আমি এনায়েৎ—

জনাবৎ। ও তুমিই এনায়েৎ—সেই স্পর্দ্ধিত তিমুর বেগের শালা ?

এনায়েৎ। দোহাই হুজুর, তিমুর বেগ আমার চৌদ্দ পুরুষের কেউ হয় না হুজুর। আমি কারও শালাটালা নই হুজুর—না না আমি আপনার শালা হুজুর—আমাকে প্রাণে মারবেন না হুজুর। (ভূঁড়ি লইয়া তাহার পদপ্রান্তে গড়াগড়ি খাইতে লাগিল)

করিম। (সফদরজংকে) তুই বেটা কেরে ?

সফদর। আজ্ঞে—আ-আ-আমি—

করিম। আজ্ঞে আমি, আরে বেটা তোর নাম কি তাই বল না !

সফদর। আজ্ঞে আজ্ঞে—(কাঁপিতে কাঁপিতে) তলোয়ার।

করিম। দূর গাধা, তলোয়ার আবার নাম হয় নাকি ?

সফদর। আজ্ঞে আজ্ঞে এই ত-ত-তলোয়ার হুজুর ! (তাহার ঘাড়ে এক রদ্দা মারিতে সে তলোয়ার ফেলিয়া দিয়া হাউ মাউ করিয়া করিমখাঁর পদপ্রান্তে পড়িয়া গড়াইতে লাগিল)

জনাবৎ। এই সব বীরপুরুষ এসেছে বাংলা জয় করতে ! নাঃ এদের ছেড়ে দাও। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ বাঙালী করে না। চলো কোথায় সেই বর্ব্বর তাতার তিমুর বেগ, তার ছিন্নমুণ্ড আমার চাই-ই চাই।

(জনাবৎ ও করিম খাঁর প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(লাল কেল্লার দেওয়ানী আমের দরবার। ময়ূরসিংহাসনে সম্রাট জাহান্দার শা উপবিষ্ট। উজির, আমির ও ওমরাহরা যথাস্থানে উপবিষ্ট। তথাপি বহু ওমরাহ অনুপস্থিত]

জাহান্দার। বহুকাল পরে আমি দরবারে এসে বিস্মিত হচ্ছি, কারন বহু আমির ওমরাহ্‌কেই অনুপস্থিত দেখছি। এর কারণ কি? (বকত্‌ খাঁকে) আপনি এর কোন কারণ নির্ণয় করতে পারেন বকত্‌খাঁ?

বকত্‌। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ, বেছে বেছে আমাকেই জিজ্ঞেস করে কেন? তবে কি সব জানতে পেরেছে নাকি? নর্ত্তকীমহল থেকে হঠাৎ আজ দরবারেই বা এল কেন?

শা আলম। মহামান্য ওমরাহ হয়ত ঠিক উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না জাঁহাপনা। কিন্তু আমি এর উত্তর জানি।

জাহান্দার। বলো, তুমি বলো কবি।

শা-আলম। প্রদীপ যখন নিভে আসে তখন বুঝতে হবে তৈলের অভাব হয়েছে—আর তৈলের অভাব হলেই গৃহস্থকে তৈলের সন্ধানে ঘুরতে হবে।

জাহান্দার। বাঃ বাঃ বেশ বলেছ শা আলম, এতো কবির মতোই কথা। তবে কিনা আমাদের মত এই দুনিয়ার বাসিন্দারা ঠিক তোমার হেঁয়ালীভরা কথা বুঝতে পারে না।

বকত্‌। (স্বগতঃ) আঃ ভাগ্যে বুঝতে পারে নি। না হলে সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি। ব্যাটা কবিকে আমি দেখে নেব।

শা-আলম। জাঁহাপনা প্রদীপের কার্য্য হল অন্ধকার দূর করা—এটা ঠিক বোঝা যায়।

জাহান্দার। হ্যাঁ তা বোঝা আর শক্ত কি?

শা-আলম। কিন্তু জাঁহাপনা, প্রদীপের ঠিক নীচেই সর্ব্বাধিক অন্ধকার।

(উজির বৃদ্ধ জুলফিকার খাঁ উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

জুলফিকার। জাহাপনা, প্রকাশ্য দরবার রহস্যের যোগ্য স্থান নয়। অনেক কাজ জমা হয়ে আছে।

জাহান্দার। বলুন উজির সাহেব, কি করতে হবে?

জুলফিকার। (নিম্নস্বরে) এই মুহূর্ত্তে দরবারকে জানিয়ে দিন যে হারেমে থাকলেও একটা দিনও আপনি ঘুমিয়ে ছিলেন না। সাম্রাজ্যের সমস্ত খবরই আপনি রাখেন এবং সাম্রাজ্য রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন হলে নির্ম্মম ও কঠোর হতেও আপনি পারেন। আপনার প্রতি বিশ্বাসের অভাবে ওমরাহদের মন এখন দোদুল্যমান। ওদের পূর্ব্বেকার সেই বিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্য এটুকু করতেই হবে আপনাকে।

জাহান্দার। বেশ তাই হবে। (উচ্চৈঃস্বরে) আমি জাহান্দার শা, আল্লার প্রতিনিধি। আমার মধ্যে রয়েছে তৈমুর আর চেঙ্গিসের রক্ত। মোঘল সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষার জন্য আমি আমার সমস্ত যত্ন প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হব না। আবার প্রয়োজন হলে শয়তানের মত নিষ্ঠুর হব। আজ আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে হারেমে বাস করলেও সাম্রাজ্যের সর্ব্বদিকেই আমার দৃষ্টি ছিল। বিদ্রোহীকে ধ্বংস ও নির্ভরকারী প্রজাকে রক্ষা করবার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি। আর সে দায়িত্ব ন্যায্য হস্তেই গ্রহণ করেছে বাদশা জাহান্দার শা, আশা করি এ বিশ্বাস আপনাদের আছে। (বাদশা আসনগ্রহণ করিলে জুলফিকার উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

জুলফিকার। সম্রাটের বাণীকে আমরা শ্রদ্ধাবনত শিরে গ্রহণ

করলাম। এইবার দরবারের কার্য্য আরম্ভ করা যাক। আমীর ওমরাহগণ, আপনারা আপনাদের বিচার্য্য বিষয় দরবারে উপস্থিত করুন। মহামান্য বাদশা যোগ্য বিচার করবেন।

শা-আলম। (আপন মনে) কে বিচার করবে, কার বিচার করবে? (নেপথ্যে ঘোষক ঘোষণা করিল—'বাংলার স্থবেদার মুর্শিদকুলিখাঁর দূত হাজির।' জুলফিকার বাদশার দিকে তাকাইলে বাদশা মস্তক সঞ্চালন করিয়া অনুমোদন করিলেন।)

জুলফিকার। দূতকে পাঠিয়ে দে (মুর্শিদকুলিখাঁর দূত করিম খাঁ প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিয়া উজিরের হস্তে পত্র প্রদান করিল।)

জাহান্দার। কি সংবাদ?

জুলফিকার। ফারুকসিয়র আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন সম্রাট। তিনি নিজের নামে খুত্‌বা পাঠ করেছেন। বাংলা আক্রমণ করেছিলেন রাজস্বের জন্য।

জাহান্দার। তারপর?

জুলফিকার। করিমাবাদের প্রান্তরে তাঁর সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়েছে বাংলার সৈন্যের নিকট।

জাহান্দার। তারপর?

জুলফিকার। বাংলার স্থবেদার সন্দেহ করেন যে ফারুকসিয়র পুনরায় বাংলা আক্রমণ করবেন প্রচণ্ড বিক্রমে। তাই সম্রাটের নিকট তিনি সাহায্য প্রার্থনা করেছেন।

জাহান্দার। নিশ্চয়ই সাহায্য পাবেন। বাংলা আক্রমণ করবার দ্বিতীয় সুযোগ সেই কামবক্ত পাবে না। তার পূর্ব্বেই আমরা পাটনা আক্রমণ করবো।

শা-আলম। একা রামে রক্ষা নাই তায় সুগ্রীব দোসর।

জাহান্দার। কি যা তা আওড়াচ্ছ কবি?

শা-আলম। আজ্ঞে জাঁহাপনা ও হিন্দুর কিতাবের একটা বয়েৎ।

জুলফিকার। সৈয়দ ভায়েরা, আবদুল্লা আর হুসেন খাঁ ফারুকসিয়রের পক্ষে যোগ দিয়েছেন —এ বিদ্রোহের মূলে তাঁরাই।

জাহান্দার। (সিংহাসন হইতে উঠিয়া) সভাসদ্‌গণ! মোঘল সাম্রাজ্যের বল ভরসা সবই আপনারা। আপনি জুলফিকার খাঁ, মিরজুমলা, বহমৎউল্লা,—আপনারা মোঘল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ। মহামতি আকববশাহেব মত আমিও হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমান ব্যবহার করে এসেছি। দিনের পর দিন হারেমে নৃত্যগীতে মশ্‌গুল হয়ে যদি অপরাধ করে থাকি তা মিলিত হিন্দু মুসলমানের কাছেই করেছি। তাই আমার বিশ্বাস আপনারা নিশ্চয়ই আমার বিপক্ষাচরণ করবেন না। এইমাত্র সংবাদ পেলাম পূর্ব্বদিকে বিদ্রোহ হয়েছে। দুষমনেরা মোঘল শক্তি অস্বীকার করবাব চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা জানে না যে হিন্দুস্থানে মোঘল শক্তি কত দুর্নিবার—শুধু হিন্দুস্থান নয়, সমগ্র দুনিয়া মোঘল ইচ্ছা করলে পদানত করে রাখতে পারে! আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি সম্রাট জাহান্দার শা এই মুহূর্ত্তে ঘোষণা করছি যে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হবে, তাদের শাস্তি বিধান করা হবে। তারা জানুক যে জাহান্দার শা প্রেমিক কিন্তু সে সম্রাট।

(অনুমোদনের ভঙ্গিতে দরবারস্থ সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় বসিল। কেবল দূত করিম খাঁ দাঁড়াইয়া রহিল।)

জুলফিকার। (করিমকে) আপনার এ সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে?

করিম। সম্রাটের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলব এরূপ স্পর্দ্ধা আমার নেই। তবে—

জুলফিকার। বলুন কি বলতে চান।

করিম। আমার আরও একটা সংবাদ জানাবার আছে সম্রাট্।

জাহান্দার। নির্ভয়ে বল বাংলার দূত!

করিম। আমি দিল্লী আসবার পথে দেখেছি একদল ওমরাহ দিল্লী ছেড়ে পাটনার পথে চলেছেন বোধহয় ফারুকসিয়রের সঙ্গে যোগদান করতে। তাঁরা যে বাদশার হিতাকাঙ্ক্ষী নয় তা বেশ বোঝা যায়। আমার অনুরোধ সম্রাট আর কালবিলম্ব না করে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। (সম্রাট ও উজিরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হইল।)

বকত্। (স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ! এইবার ধনেপুত্রে মারা গেলাম।

জাহান্দার। (উঠিয়া) বন্ধুগণ, আমার হিন্দুমুসলমান ভাইগণ। আজ দিল্লীর বাদশা বাংলার দূতকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তার এই মূল্যবান সংবাদের জন্য (দূতের কুর্নিশ)। আমি স্থির করলাম যে পাটনার বিরুদ্ধে আমি নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করবো—বিদ্রোহকে সমূলে ধ্বংস করতে আমাকে স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করতে হবে। তারা দেখুক জাহান্দার শা শুধু কোমল নন্, প্রয়োজন হলে তিনি বজ্রের মত কঠোর হতে পাবেন। আর আপনারা চিরকাল আমাকে সাহায্য করে এসেছেন। তাই আপনারাও এই অভিযানে আমার সঙ্গী হবেন। উজীর সাহেব, আজকের মত দরবার ভঙ্গ হোক।

(শা আলম ও জাহান্দার শা ছাড়া সকলে প্রস্থান করিলে জাহান্দার শা সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া)

জাহান্দার। সকলে চলে গেল, তুমি তো গেলে না বন্ধু?

শা আলম। আমার যাবার সময় এখনও হয়নি জনাব।

জাহান্দার। সে কি কবি, তুমি কি আমাকে এমনি করে সকল

স্থানে সব সময়ে ঘিরে থাকবে! তুমি কি আমাকে কথনও ত্যাগ করে যাবে না?

শা আলম। আমরা হলাম কবি—ভ্রমরের জাত জনাব। যেথানে মধু সেথানেই আমরা থাকি। আজ তক্তে তাউসে আপনি আছেন তাই আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছি—আপনার গুণগান ক'রি। আবার যখন মসনদে অন্য কোন শাহাজাদা আসবে—আপনার নিমক ভুলে গিয়ে আপনাকে বেমালুম ভুলে যাব। কবিকে বিশ্বাস করবেন না জনাব, তাহলে ঠকবেন।

জাহান্দার। মানুষকে বিশ্বাস করেই ঠকেছি। আজ না হয় কবিকে বিশ্বাস করেও ঠকবো।

শা-আলম। ঠিক বলেছেন জনাব। খোদাতালার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। আর একটা নিকৃষ্ট জীব সাপ। কিন্তু মানুষ যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে, ছলনার আশ্রয়ে ক্রুর হয়ে ওঠে তখন সাপে আর মানুষের মধ্যে কিছুই তফাৎ থাকে না —এ কথাটাই আমি মাঝে মাঝে ভাবি জাঁহাপনা।

জাহান্দার। বন্ধু, তুমি তো জান লালবাই আমাকে জোর করে দরবারে পাঠিয়ে দিলে। তাই আজ এতকাল পরে দরবারে এসে বুঝতে পারলাম যে বারুদের স্তূপের উপর আমি বসে আছি, এ ময়ূরসিংহাসন নয়—কণ্টকাসন। এসো বন্ধু, যুদ্ধযাত্রা করবার আগে তোমার মত আমার অকৃত্রিম সুহৃদকে একবার আলিঙ্গন করে নিই। হয়তো এই আমাদের শেষ দেখা। (আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থান)

শা-আলম। খোদা তোমায় সেলাম। বেহেস্ত থেকে এমন একটা মহৎ প্রাণ পাঠিয়েছিলে এই দুনিয়ায়! হায় রে দুনিয়া, তবু একে চিনতে পারলি না।

"হৃদয়ে আজ দেখছি তোমায় ওগো পরাণ প্রিয়
জীবনমরণ মিলনভূমে দেখছি তোমার হাসি,
আমার মাটীর দেহ তোমার ওষ্ঠে তুলে নিও
নিপুণ করে বাজিও তাহে হাজার সুরের বাঁশী।
মৃত্যু যেদিন ডাকবে এসে ওগো জীবন-স্বামী
গানের ফুলে ফুটিয়ে দিয়ে গোপন প্রেমের ভাষা—
শেষের কুটীর বাঁধবো গিয়ে তোমার দ্বারেই আমি
ধন্য হবে অঙ্গে মেখে তোমার ভালবাসা।"

সপ্তম দৃশ্য

(পাটনায় ফারুকসিয়রের মন্ত্রণাকক্ষ। প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। কেবল চাঁদের আলোর পরিবর্তে অমাবস্যার অন্ধকার বাহিরে। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। ঝড়জলের পূর্বলক্ষণ। মন্ত্রণাকক্ষে প্রধান উজির আবদুল্লা, প্রধান সেনাপতি হুসেন ও সহকারী ইব্রাহিম খাঁর সহিত স্বয়ং ফারুকসিয়র।)

হুসেন। সম্রাটকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।

ফারুক। হ্যাঁ খাঁ সাহেব। বাংলার সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি স্থির হতে পারছি না।

হুসেন। ভয়ের কিছুই নেই সম্রাট। মুর্শিদকুলি খাঁ নিশ্চয়ই আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হবেন।

ফারুক। কেন?

হুসেন। তিনি প্রকৃত মুসলমান। জাহান্দার শা হিন্দুনারীর প্রেমে মশ্‌গুল তা কখনই তিনি সহ্য করতে পারবেন না। কাফেরকে কখনও তিনি ক্ষমা করেন না।

ফারুক। কিন্তু তিনি আমার পিতৃশত্রু ছিলেন। কাজেই আমার পক্ষাবলম্বন নাও করতে পারেন।

আবদুল্লা। তাতেই বা ভাববার কি আছে জনাব, রসিদ খাঁ আর তিমুর বেগ তো শুধু হাতে যায়নি।

ফারুক। কিন্তু আমি জানি মুর্শিদকুলি খাঁর অধীনে এক বিরাট শিক্ষিত সৈন্য-বাহিনী আছে যার সাহায্যে তিনি স্বাধীন নবাবীর স্বপ্ন দেখেন।

আবদুল্লা। আমার কিন্তু মনে হয় না সম্রাট, যে তিনি আমাদের

বিরুদ্ধাচরণ করবেন। আপনার পক্ষে আমার এলাহাবাদী ফৌজ রয়েছে, আর তাছাড়া হুসেন খাঁ আর ইব্রাহিম খাঁর রণনীতির কথা তাঁর অবিদিত নয়।

হুসেন। যদি তিমুর বেগ আর রসিদ খাঁ ব্যর্থও হন, রয়েছেন ইব্রাহিম খাঁ আর এই বান্দা। কেমন হে খাঁ সাহেব?

ইব্রাহিম। নিশ্চয়ই। বাদশার হুকুম তামিল করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

আবদুল্লা। তাছাড়া বাংলা এখন প্রশ্নই নয়। দিল্লী অধিকার করার প্রশ্নই এখন প্রধান। দিল্লী একবার হাতে পেলে তখন বাংলা বহুদূর থাকবে না জাঁহাপনা।

(নেপথ্যে ঘোষক ঘোষণা করিল—'সেনাপতি তিমুর বেগ।' তিমুর বেগ প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইল। তাহার কেশ ও বেশবাস অবিন্যস্ত।)

আবদুল্লা। বাংলার খবর কি?

তিমুর। ভাল নয় জনাব।

হুসেন। মুর্শিদকুলি খাঁ কি রাজস্ব দিতে প্রস্তুত নন?

তিমুর। না জনাব। তিনি বলেন দিল্লীর মসনদে যিনি বসেন নি তিনি বাদশা নন, কাজেই তাঁকে রাজস্ব দেবার প্রশ্নই ওঠে না।

হুসেন। রাজস্ব না দিলে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের কথা বলেছিলাম তার কি করেছ?

(তিমুর বেগ নীরব, মস্তক আরও অবনত)

আবদুল্লা। কৈ উত্তর দাও।

তিমুর। মুর্শিদাবাদে আমরা যেতে পারিনি জনাব। করিমাবাদের প্রান্তরেই তিনি আমাদের বাধা দেন।

হুসেন। তারপর?

তিমুর। আমরা পরাজিত।

(ফারুকসিয়র চঞ্চল হইয়া পদচারণা করিতে লাগিল)

হুসেন। আপনি উত্তেজিত হবেন না জাঁহাপনা।

(ফারুক পুনরায় আসন গ্রহণ করিল)

আবদুল্লা। রসিদ খাঁ কোথায় ?

তিমুর। তিনি নিহত।

হুসেন। খামোশ। এত দূব। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ্ বলে তুমি না গর্ব্ব কবতে ? এই কি তার পরিণাম ?

আবদুল্লা। তোমাব সহকাবী রসিদ খাঁকে নিহত দেখেও তুমি শৃগালের মত পালিয়ে আসতে পাবলে ?

হুসেন। বাংলার নবাবকে পরাজিত করা দূরে থাকুক তার সামান্ত সৈন্যেব কাছে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসতে পারলে ? নগণ্য দুর্ব্বল বাঙ্গালীর কাছে—

তিমুর। ক্ষমা করবেন জাঁহাপনা। এতদিন আমারও স্পর্দ্ধা ছিল—শত্রুকে চিরদিন অবজ্ঞাই কবে এসেছি। সমগ্র ভারতে আমার সমকক্ষ বীব কাউকেই ভাবতাম না। এই অসিমাত্র সহায় করে সুদূর তাতার হতে ঝঞ্ঝাব মত ধেয়ে এসেছি হিন্দুস্থানে। পথের মাঝে কোন শক্তিই আমার দুর্ব্বার গতি রোধ করতে পারে নি। আমার অশ্বপদতলে নিষ্পেষিত হয়েছে কতশত শত্রুশির। বিদ্যুতের মত চমকে আমার অসি দ্বিখণ্ডিত করেছে বহু রাজমস্তক। আমার এই দুর্ব্বার গতি প্রথম বাধা পেল বাংলায়—যে বাংলাকে আমি চিরদিন দুর্ব্বল মনে করে এসেছি—যে বাঙ্গালীকে আমি ভীরু কাপুরুষ বলে ঘৃণা করেছি—যে বাংলার শাসনকর্ত্তা একজন বৃদ্ধ স্থবির—যে বাংলার সেনাপতি একজন কিশোর বালক—যে বাংলার মন্ত্রী একজন অবলা নারী। সেই বাংলার কাছেই আমি পেলাম আমার চরম লাঞ্ছনা। আমার গোস্তাকি মাপ্ করবেন

জাঁহাপনা। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি সত্য। যুদ্ধে সহকারীকে নিহত হতে দেখেছি সত্য। কিন্তু জাঁহাপনা! তিমুর বেগ ভীরু নয়— তিমুর বেগ—কাপুরুষ নয়! দেখুন জাঁহাপনা! প্রতি অঙ্গ আজ আমার সাক্ষ্য দেবে আমার সেই লাঞ্ছনার। আজ আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করবো—বাঙ্গালী একটা জাত বটে। মহামান্য উজির সাহেব! তিমুর বেগ যুদ্ধ করতে জানে কিন্তু সে আজ পরাজিত। (দুঃখে ক্ষোভে তাহার স্বর বন্ধ হইল। ফারুক পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিতে গেলে)

হুসেন। বসুন সম্রাট্!

ফারুক। তাহলে এবার কি করা যায়?

আবদুল্লা। হতাশ হয়ে পড়লে তো চলবে না সম্রাট্। আবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ফারুক। কি আর ব্যবস্থা করবেন? আমি এবার নিজেই মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হব পিতৃশত্রুকে বধ করতে। আর তার সঙ্গে আমি নিজে দেখতে চাই এই বাঙ্গালী জাতটাকে। কোন শক্তি বলে তারা মহাবীর তিমুর বেগকে পরাজিত করে, কোন মায়াবলে আমার অজেয় সৈন্য পরাজিত হয় বাঙ্গালী সেনানীর কাছে।

আবদুল্লা। ওকে শাস্তি দিতে হবে ঠিকই কিন্তু তাই বলে সম্রাটের নিজের যাবার প্রয়োজন নেই। এখনও বান্দারা বেঁচে রয়েছে জাঁহাপনার হুকুম তামিল করবার জন্য।

ফারুক। কিন্তু আমি নিজে হাতে ওকে শাস্তি দিতে চাই।

আবদুল্লা। সম্রাটের যোগ্য কাজই বটে। কিন্তু যে কোন মুহূর্তে দিল্লীর ডাক আসতে পারে, তার জন্য আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

হুসেন। মুর্শিদকুলি খাঁকে শাস্তি দেবার জন্য আমরা অন্য ব্যবস্থা করছি জাঁহাপনা।

ফারুক। বলুন।

হুসেন। ইব্রাহিম খাঁ অভিজ্ঞ সেনাপতি, ওঁকেই বাংলায় পাঠান যাক।

ইব্রাহিম। (কুর্নিশ করিয়া) জাঁহাপনা, আপনার জন্য আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

তিমুর। জাঁহাপনা, ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে আমাকেও রণক্ষেত্রে যাবার আর একটা সুযোগ দিন যাতে অন্ততঃ যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েও প্রমাণ করতে পারি যে তিমুর বেগ ভীরু নয়, তিমুর বেগ কাপুরুষ নয়।

ফারুক। মুর্শিদকুলি খাঁকে শাস্তি দিতে পারবেন ইব্রাহিম খাঁ?

ইব্রাহিম। খোদা জানেন। তবে আপনাকে আমি কথা দিতে পারি, হয় বাংলার রাজস্ব না হয় মুর্শিদকুলি খাঁর শির আমি আপনাকে উপহার দেব।

ফারুক। বেশ তবে তাই হোক। বাংলা অভিযানে এবার আপনাকেই সেনাপতি নিযুক্ত করলাম। তিমুর বেগও আপনাকে সাহায্য করবেন। আপনি এই মুহূর্তে বাংলার দিকে অগ্রসর হউন। মুর্শিদকুলি খাঁর ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে হবে।

(ইব্রাহিম ও তিমুর বেগ কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান করিল)

হুসেন। এইবার আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন জনাব।

(নেপথ্যে ঘোষক ঘোষণা করিল—"দিল্লীর দূত।" দূত প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইল)

আবদুল্লা। কি সংবাদ দূত?

(দূত একখানি পত্র প্রদান করিল। আবদুল্লা উহা গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিল।)

ফারুক। কি সংবাদ উজির সাহেব?

আবদুল্লা। সংবাদ খুবই খারাপ জনাব। আমাদের সমর্থক একদল

ওমরাহ যখন দিল্লী ত্যাগ করে পাটনার পথে আসছিলেন তাঁদের পথে আটক করেছেন জাহান্দার শা। বকত্ খাঁ জানিয়েছেন যে সমস্ত চক্রান্ত ধরা পড়ে গেছে।

ফারুক। তাহলে কি হবে ?

হুসেন। ভয় পাবেন না জাঁহাপনা। আমরা দুভাই যখন আপনার পক্ষে আছি জয় আপনার সুনিশ্চিত।

আবদুল্লা। এই মুহূর্ত্তে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে দিল্লী যাত্রা করতে হবে।

ফারুক। তাহলে বাংলার ব্যবস্থা কি হবে ?

হুসেন। আপাততঃ বাংলার আশা ত্যাগ করতে হবে।

আবদুল্লা। আরও বড প্রয়োজন আমাদের দিল্লীতে।

ফারুক। তাহলে কি করব আমরা ?

হুসেন। এই মুহূর্ত্তে ইব্রাহিমকে পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে আমাদের দিল্লী অভিযান করতে হবে।

ফারুক। বেশ, তবে সেই ব্যবস্থাই করুন। আর আমাদের সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন নেই।

(কুর্নিশ করিয়া দুই ভায়ের প্রস্থান)

(ফারুকসিয়র বাহিরের অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বিদ্যুৎ আরও বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়-জল আরম্ভ হইল। নানা রকম আওয়াজ ভাসিয়া আসিতে লাগিল।)

ধীরে ধীরে ফারুক উন্নিসার প্রবেশ

উন্নিসা। এ শুধু জাহান্দার শার বিরুদ্ধে ফারুকসিয়রের অভিযান নয়—দুর্ব্বলের বিরুদ্ধে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভিযান।

ফারুক। কে? ফারুক উন্নিসা তুমি?

উন্নিসা। হ্যাঁ জাঁহাপনা আমি। কি দেখছেন?

ফারুক। দেখছি কি দুর্যোগপূর্ণ রাত।

উন্নিসা। বাইরে ভিতরে আজ দুর্য্যোগ। এ দুর্য্যোগ হিন্দুস্থানের ভাগ্যাকাশে নয়—আমার হৃদয়েও। আর কি ভাবছেন জনাব?

ফারুক। ভাবছি? কেমন করে সফল হব? বাংলার অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। দিল্লীর চক্রান্ত ধরা পড়েছে। তাই এবার হয় এস্পার নয় ওস্পার—হয় দিল্লীর মসনদ, না হয় মৃত্যু।

উন্নিসা। আপনি এসব ত্যাগ করুন জনাব। চলুন আমরা জাহান্দার শার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাতে আমাদের অপমান হবে না, তিনি আপনার পিতৃব্য—আপনাকে স্নেহ করেন।

ফারুক। অসম্ভব। পিতৃহন্তার কাছে ক্ষমা? অসম্ভব। যা হবার তা হয়েছে। ভুল হলেও এই ভুল নিয়েই চলতে হবে—তাছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু তোমার হৃদয়ে কেন দুর্য্যোগ তা তো বুঝতে পারলাম না। আমি দিল্লীর তক্তে তাউসে বসি তা কি তুমি চাও না?

উন্নিসা। আচ্ছা জনাব, জাহান্দার শাকে আপনারা ঘৃণা করেন শুধু সে লালকুমারীকে ভালবাসে বলে তো?

ফারুক। সে চরিত্রহীন, সে লম্পট—

উন্নিসা। চরিত্রহীন? ভালবাসাটা কি চরিত্রহীনতার চিহ্ন?

ফারুক। বিধর্ম্মীর প্রতি আসক্ত হওয়া অন্যায়—অমার্জ্জনীয়।

উন্নিসা। প্রেমের কি কোন ধর্ম্ম আছে জনাব?

ফারুক। তাছাড়া জাহান্দার শার এটা যদি প্রেম হত তাহলেও অন্য কথা হ'ত। লালকুমারীকে তিনি বেগমের মর্য্যাদা দেননি, শুধু

ভোগের সামগ্রী করে রেখেছেন। সুরা ও নারীর বশবর্ত্তী হওয়া মোঘল বাদশার উচিত নয়।

উন্নিসা। আচ্ছা জনাব, আপনি যদি সিংহাসনে বসেন, আমার সঙ্গে কি কোন সংস্রবই রাখবেন না?

ফারুক। সে কি কথা? তুমি আমার বেগম, কোরাণ সাক্ষী করে তোমাকে বিবাহ করেছি।

উন্নিসা। আপনি যদি কখনও দিনের পর দিন আমার সঙ্গে হারেমে কাটান?

ফারুক। নিশ্চয়ই কাটাব, তোমাকে আমি প্রাণের চেয়ে বেশী ভালবাসি।

উন্নিসা। তখন যদি ওমরাহরা আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে আপনাকে স্ত্রৈণ বলে? যদি সেই কারণে আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করতে চায়?

ফারুক। এই দুটো বাহুই তার প্রতিবিধান করবে উন্নিসা।

উন্নিসা। তাহলে বলুন প্রেম অপ্রেমের কথা এখানে অবান্তর। বাহুবলই মূলকথা। জাহান্দার শার অন্যায়টা লালকুমারীর প্রতি ভালবাসা নয়—দুর্ব্বলতা। কাজ নেই জনাব! কিসের আমাদের অভাব? আমাদের এই নীড় ভেঙ্গে দেবেন না জনাব।

ফারুক। দিল্লীর মসনদে বসলেই আমাদের প্রেমে ভাঁটা পড়বে একথা ভাবছ কেন?

উন্নিসা। একথা ভুলবেন না জনাব, দিল্লীর তক্তে তাউসে বসলে জীবনকে, প্রেমকে উপভোগ করবার সময় থাকবে না। বাঁচবার জন্য তখন শুধু রাজনীতির মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হবে। তখন—

ফারুক। (তাহাকে নিকটে আকর্ষণ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া) তখনও তুমি তুমিই থাকবে উন্নিসা।

উন্নিসা। তবু, তবু আমার বড় ভয় করে জনাব।

ফারুক। কোন ভয় নেই তোমার উন্নিসা যতক্ষণ আমি আছি। আব তাছাড়া এবারে যুদ্ধে জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

প্রস্থান

উন্নিসা। যুদ্ধ জয়ই তো আমার ভয়। সাম্রাজ্য যে প্রেমকে দূরে সবিয়ে দেবে স্বামী।

"মৃত্যু যেদিন নিদান কালে আসবে নিতে মোরে।

তোমার সাথে মিলন আশায় রাখবো হৃদয় ভরে।"

———

অষ্টম দৃশ্য

[লালকেল্লার নর্ত্তকীমহল। সময় সন্ধ্যা। লালকুমারী গান গাহিতেছে।]

গান

লালকুমারী।

পিযা বিন র'হ্যা ন জাঈ
তনমন মেরো পিয়া পর বারূ
বারবার বলি জাঈ।
নিখদিন জোঁউ বাট পিয়াকো
কব্ রে মিলাগে আঈ।
মীরাকে প্রভু আস তুমারী,
লাজ্যো কণ্ঠে লগাঈ।

(লালকুমারী গান গাহিতে গাহিতে রূপবিন্যাসে মন দিয়াছিল। তাহার যৌবনপুষ্ট দেহটিকে প্রস্ফুটিত গোলাপের চেয়ে সুন্দর করিয়া সজ্জিত করিতেছিল। এমন সময় দর্পণে জাহান্দার শার মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। বাদশার চোখে আজ আর লালসার দৃষ্টি নাই—আছে এক বিষাদমাখা করুণাঘন দৃষ্টি)

জাহান্দার। বাঃ লাল, চমৎকার!

লাল। কি চমৎকার সম্রাট? আমার সৌন্দর্য্য না আমার গান?

জাহান্দার। দুইই পিয়ারী। আমি মুসলমান—আলমগীরের রক্ত আমার মধ্যে প্রবাহিত। তবু তোমার মুখে এই হিন্দুর গান আমার বড় ভাল লাগে। এই গানের সঙ্গে সঙ্গে যেন নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া যায়।

লাল। আমার ওপর কি রাগ করেছেন জাঁহাপনা?

জাহান্দার। কেন ?

লাল। আপনাকে আমি জোর করে দরবারে পাঠিয়েছি বলে ?

জাহান্দার। না লাল, আমি তোমার উপর সন্তুষ্টই হয়েছি। তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ। দেহসুখের মধ্যে আমাকে ভুলিয়ে রাখলেই বরং অন্যায় করতে। সেখানেই তুমি বাঈজীর পরিচয় দিতে ; আর এখন তুমি প্রেয়সীর কাজ করেছ।

লাল। সম্রাট—

জাহান্দার। হ্যাঁ প্রেয়সী, উপযুক্ত মুহূর্তেই তুমি আমার চেতনা ফুটিয়ে তুলেছ। এরপর দরবারে না গেলে খুবই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল। রাজকার্য্যে অবহেলা—আমার খুবই অন্যায় হয়েছিল। আমার অনুপস্থিতিতে দেশ অরাজক হতে চলেছিল। চারিদিকে বিদ্রোহের সূচনা দেখা গেছে।

লাল। বিদ্রোহ ?

জাহান্দার। ভয় পেও না লালকুমারী। আমি নিজে যাব—বিদ্রোহী-দের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করব। তাদের দেখিয়ে দিতে চাই যে জাহান্দার শা প্রেমিক হলেও তুর্কি, আর মোঘল রক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত। জাহান্দার শা সম্রাট—সাম্রাজ্য রক্ষা করতে সে জানে। এমন শাস্তি আমি ওদের দেব যে শয়তানও কল্পনা করতে শিউরে উঠবে। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক প্রেমিক জাহান্দার শা—নারী-বিলাসী জাহান্দার শার মধ্যে এক নূতন রূপ দেখতে পাবে।

লাল। আজ গর্ব্বে আমার বুক ভরে উঠছে জাঁহাপনা।

জাহান্দার। লাল—

লাল। আদেশ করুন সম্রাট !

জাহান্দার। তোমাকে ছেড়ে থাকতে হবে কয়েকদিন লাল।

লাল। কেন খোদাবন্দ ?

জাহান্দার। আমি যে নিজে যুদ্ধে যাব।

লাল। দূরে গেলেই কি ছেড়ে যাওয়া হয়? দূরই যে আরও নিকট করে। দেহের সান্নিধ্যের চেয়ে আকাঙ্ক্ষার পাওয়াই যে বড় জাঁহাপনা। আমি কি আপনার আকাঙ্ক্ষার জগৎ থেকে দূরে চলে যাব?

জাহান্দার। না লাল, তুমি আমার আজন্ম মানস-সঙ্গিনী।

লাল। তবে দূরে যেতে ভয় কেন? জেনে রাখুন সম্রাট লালকুমারী নর্ত্তকী হলেও নারী। আপনি তাকে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়েছেন—সে সম্পদ ভালবাসা। সে ভালবাসার মর্য্যাদা দিতে সেও জানে। নিকটে দূরে, জীবনে মরণে, লালকুমারী চিরদিনই আপনার কাছে থাকবে।

জাহান্দার। (লালকুমারীকে আলিঙ্গন করিয়া) আজ আর আমার ভয় নেই লাল—মৃত্যুতেও আমার ভয় নেই। সামান্য তরবারিতে আমার কিসের ভয়?

কবি শা-আলমের প্রবেশ

শা-আলম। ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা, তরবারিতে আপনার কিসের ভয়?

"স্যায়র করনা হ্যায় তো চমন কি কর
বাজার মে ক্যায়া রাখ্যা হ্যায়।
কতল করনা হ্যায় তো আঁখসে কর
তলোয়ার মে ক্যায়া রাখ্যা হ্যায়।

জাহান্দার। তুমি এ অসময়ে কেন কবি?

শা-আলম। অসময় নয় জাঁহাপনা, আমি ঠিক সময়েই এসেছি।

জাহান্দার। বেশ! কাল প্রাতেই আমি যুদ্ধযাত্রা করছি। এস বন্ধু, আমায় বিদায় দাও।

শা-আলম। যুদ্ধ আর কার সঙ্গে করবেন জনাব? ফারুকসিয়র, আবদুল্লা আর হুসেন আলীর সাহায্যে আপনার প্রাসাদ দুর্গ অবরোধ করেছে।

লাল। কি বলছ তুমি, কবি? তাহলে সম্রাটের দেহরক্ষীরা আর আমার খোজা প্রহরীরা—

শা-আলম। তারা সকলেই বন্দী। জাঁহাপনা, আমি এসেছি আপনার সঙ্গে বেশ ও স্থান পরিবর্ত্তন করবার জন্য। এই সুন্দরী নর্ত্তকী লালকুমারীর সঙ্গে আমাকে রেখে আপনি এই মুহূর্ত্তে আমার বেশ গ্রহণ করে এই প্রাসাদ ত্যাগ করুন জনাব। রাতের অন্ধকারে কেউ আপনাকে সন্দেহ করবে না। আপনি অযোধ্যার পথে যাত্রা করুন। অযোধ্যার নবাব নিশ্চয়ই আপনাকে আশ্রয় দেবেন।

জাহান্দার। কি বলছ তুমি কবি? আমি এভাবে চলে গেলে হয়তো আমি বাঁচবো কিন্তু তোমার কি অবস্থা হবে?

শা-আলম। কেন জনাব! এই বিবির নাচগানে আমি মশগুল হয়ে থাকব। কি বিবি আমাকে পেয়ার করবে না?

জাহান্দার। বুঝেছি! তুমি আমার জন্য প্রাণ দিতে চাও। না, তা হয় না বন্ধু। আমি সম্রাট জাহান্দার শা, এখনও তক্তে তাউসের অধিকারী, আমি কবি আর নর্ত্তকীর সাহায্যে পালিয়ে যাব?

[মুক্ত তরবারি হস্তে ফারুকসিয়র, আবদুল্লা ও হুসেন আলীর প্রবেশ]

আবদুল্লা। আর পালিয়ে যেতে হবে না ভূতপূর্ব্ব সম্রাট জাহান্দার শা!

ফারুক। কোথায় সেই কাফের—আমার পিতৃহন্তা?

(ফারুকসিয়র কর্ত্তৃক জাহান্দার শাকে হত্যা)

শা-আলম। পারলাম না! এতবড় একটা মহৎপ্রাণ—শিল্পিপ্রাণ রক্ষা করতে পারলাম না।

আবদুল্লা। আয় কসবী তোকেও শেষ করি (আবদুল্লার তরবারি লালকুমারীর বক্ষে উদ্যত)

ফারুক। না না, নারীহত্যা নয়।

(আবদুল্লা লালকুমারীকে ছাড়িয়া দিল)

লাল। নিজের প্রাণ দিয়েও যদি আপনাকে বাঁচাতে পারতাম সম্রাট! বাঈজি শুধু নিতে জানে দিতে জানে না। কিছুই দিতে পারলাম না। হ্যাঁ আমি নর্ত্তকী—হিন্দু নারী—কিন্তু কসবী নই—যদি সতী হই তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি—নির্ম্মমভবে আজ এই মহানুভবকে হত্যা করে যে তক্তে তাউসের পথ মুক্ত করলে—সেই তক্তে তাউস তোমার ভোগে আসবে না। যে চক্ষে তুমি এই নির্ম্মম মৃত্যু দাঁড়িয়ে দেখলে সে চক্ষে আর বেশীদিন দুনিয়ার আলো দেখতে হবে না—অতি নির্ম্মম ভাবেই তোমার মৃত্যু হবে।

ফারুক। তক্তে তাউস, তোমার সেলাম!

(নেপথ্যে মাইকে ফারুকউন্নিসার কণ্ঠ ভাসিয়া উঠিবে—"তক্তে তাউস বড় অভিশপ্ত। ওখানে লোভ আছে, ক্ষমতা আছে, আর তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভিশাপ, কান্না, রক্ত।")

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[দিল্লীর দেওয়ানী আমে তক্তে তাউসে ফারুকসিয়র। আমির ওমরাহরা যথাযোগ্য আসনে আসীন]

আবদুল্লা। বাদশার অনুমতি নিয়ে আমি আপনাদের জানাতে চাই যে রাজপুতানায় আজ মুসলিম ধর্ম্ম বিপন্ন। সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করবার জন্য সম্রাট আজ আপনাদের স্মরণ করেছেন।

ফারুক। সে কথা ঠিক। কিন্তু তারও আগে আমার আরও একটু কাজ বাকী আছে। মহামান্য ওমরাহগণ, আপনারা জানেন মহামতি আবদুল্লা ও তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা হুসেন আলীর বীরত্ববৈভব ও বাদশার প্রতি আনুগত্যের কথা। সেই সব স্মরণ করেই আমি আবদুল্লা খাঁকে আজ "কুতুব-উল-মূলুক" উপাধিতে ভূষিত করছি।

সকলে। জয় সম্রাট ফারুকসিয়রের জয়।

আবদুল্লা। (কুর্নিশ করিয়া) বান্দা জাঁহাপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

ফারুক। আর বীরবর হুসেন আলীকে "আমির-উল-উমরা" উপাধি দিলাম।

সকলে। জয় সম্রাট ফারুকসিয়রের জয়।

হুসেন। (তরবারি বাহির করিয়া) এই তরবারি চিরদিনই জাঁহাপনার সেবায় নিয়োজিত হবে।

ফারুক। সম্রাট আলমগীরের দক্ষিণহস্ত জনাব মীরজুমলা বৃদ্ধ হয়েছেন কিন্তু আজও তিনি দরবারে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁর মহামূল্য উপদেশের

প্রয়োজন আজও মোঘল সাম্রাজ্যের আছে। তাই তাকে আমি উজির নিযুক্ত করলাম। আর বৃদ্ধ তকী খাঁ, বাদশা আওরংজেবের পার্শ্বচরকে আমি দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করলাম। (এইবার কিন্তু সকলে জয়ধ্বনি করিল না—হয়তো সকলের মনোমত হয় নাই। সৈয়দ ভ্রাতারা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করিল)

মীরজুমলা। বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি। কিন্তু সম্রাটের আদেশ শিরোধার্য্য। এখনও আমার যা কিছু শক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি আছে সবই সাম্রাজ্যের কল্যাণে নিয়োজিত হবে।

তকী খাঁ। সম্রাটের আদেশ আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করলাম।

শা-আলম। বাঃ বাঃ চমৎকার। যোগ্য ব্যক্তিই যোগ্য স্থানে স্থান পেয়েছে।

ফারুক। তোমার পরিচয় কি যুবক ?

শা-আলম। আজ্ঞে আমি একজন—অতি নগণ্য—অতি ক্ষুদ্র দীনহীন প্রজা। পেশা কবিতা লেখা—আর তক্তে তাউসে যিনি বসেন তাঁরই গুণপনা করা। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট বান্দাকে খুবই ভালবাসতেন।

ফারুক। বুঝেছি। যদি মোঘল সাম্রাজ্যকে ভালবেসে থাকো, যদি মোঘলকে ভাই বলে গ্রহণ করে থাকো তাহলে তুমিও আমাকে পরিত্যাগ করে যেও না—তুমি আমার সভাকবি হয়েই বিরাজ কর।

শা-আলম। আব্‌রু গর আবে জেন্দগী বারদ্
হরগেজ্‌ আজ্‌ শাখে বেদ্ বর্ না যুরি
বা ফেরোমায়াহ রোজ্‌গার মবর
কাজ নায়ে বুরিয়া শক্‌র না যুরি।

মীরজুমলা। এর অর্থটাও বলে দাও কবিবর।

শা-আলম। মহাকবি শেখ সাদীর গুলিস্তাঁ। নিশ্চয়ই খাঁ সাহেবের অজানা নয়। তবু আমি এর অর্থ বলছি—

জীবনের বারি যদি করে মেঘ বরিষণ
ফলহীন বেদশাখে তবু ফল ধরে না—
নীচজন সহবাস করিও না কদাচন
নিমগাছে মিঠাফল কেহ খোঁজ করে না।

আবদুল্লা। মূর্খ, তোমার কবিতা শোনাবার এ উপযুক্ত স্থান নয়। আমরা আজ এখানে সমবেত হয়েছি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করবার জন্য।

ফারুক। হ্যাঁ উজির সাহেব, এবার আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুন।

আবদুল্লা। রাজপুতানায় আজ মুসলিম ধর্ম্ম বিপন্ন। তিনজন কাফের রাজপুত মিলিত হয়ে সেখানে মসজিদ ভাঙছে, মোঘল সম্রাটের বিচার-প্রতিনিধি কাজীকে হত্যা করছে। হিন্দুস্থানের শাসনকর্ত্তা হয়ে এ বিষয়ে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। ইসলামের এই বিপদের কথা স্মরণ করে আমি বলছি মহামান্য বাদশা অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

হুসেন। রাজপুত রাজারা সম্রাট বাহাদুর শাকে যুদ্ধ করে অপমান করেছিলেন। দীর্ঘদিন মুসলিম প্রাধান্য স্বীকার করবার পর স্বাধীন হবার স্পষ্টতঃই চেষ্টা করছেন। উদয়পুরের রাণা অমরসিংহের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন অম্বর অধিপতি আর মারবার-রাজ অজিতসিংহ।

বকত্। স্পষ্টই তাঁরা ঘোষণা করলেন মোঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধই রাখবেন না। এমন কি মহামতি সম্রাট আকবর যে বৈবাহিক সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাও তাঁরা অস্বীকার করছেন।

ফারুক। (মীরজুমলাকে) জনাব মীরজুমলা, রাজনীতিতে আপনি অভিজ্ঞ লোক, আপনিই বলুন এই মুহূর্ত্তে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য।

(মীরজুমলা উঠিয়া দাঁড়াইলে সৈয়দভ্রাতারা তাঁহার প্রতি কুটীল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করিল।)

মীরজুমলা। সম্রাট ইসলামের জন্য যে কোন যুদ্ধই ধর্ম্মযুদ্ধ একথা বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা দেখেছি সব সময় উন্মাদনায় লাভ হয় না। আলমগীর সারা জীবন যুদ্ধ করেও হিন্দুস্থান থেকে কাফেরকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন নি। সুতরাং আমার অভিমত—যুদ্ধ করবার পূর্ব্বে যদি অন্যভাবে কার্য্যসিদ্ধি হয় সেটা ভেবে দেখা উচিত। আর সে বিচারের ভার স্বয়ং জাঁহাপনার।

আবদুল্লা। (ক্রুদ্ধ হইয়া) কিন্তু আমি মনে করি—

তকী খাঁ। কুতুব-উল-মূলুক কিন্তু সৌজন্য বোধটুকু হারিয়ে ফেলেছেন। সম্রাটের অনুমতির প্রয়োজন হয় দরবারে আবেদন পেশ করতে হলে—একথা কি উজির সাহেব ভুলে গেছেন ?

আবদুল্লা। (অবজ্ঞাভরে) ও আমি দুঃখিত, (ততোধিক অবজ্ঞাভরে) মহামান্য বাদশা, (মীরজুমলা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল)—মহামান্য বাদশা, ইসলাম যখন বিপন্ন তখন ব্যবস্থা গ্রহণে দ্বিমত হওয়া উচিত নয়। সম্রাট আলমগীরের সঙ্গে থেকেও একথা কি বৃদ্ধ মীরজুমলাকে আজ স্মরণ করিয়ে দিতে হবে ? আমরা যদি এ মুহূর্ত্তে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করি তবে বিদ্রোহীরা মনে করবে মোঘল শক্তি দুর্ব্বল। ফলে নানাস্থানে আরও বিদ্রোহ দেখা দেবে।

হুসেন। তখন সকলেই মনে করবেন বাদশার শক্তির অভাবেই আজ মোঘল সাম্রাজ্য বিশৃঙ্খল।

আবদুল্লা। শিখরাও আজ দিল্লীর ক্ষমতাকে মেনে নিতে চাচ্ছে না। তাই এই মুহূর্ত্তে আমাদের দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে আমরাও দুর্ব্বল নই—মোঘল সম্রাট শক্তিহীন নন।

ফারুক। আপনি কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন ?

আবদুল্লা। অবিলম্বে রাজপুতানার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠানো দরকার—আর হুসেন আলীকে সে বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হোক। যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হুসেন আলীর মত বোধহয় দ্বিতীয় সেনাপতি বাদশার আর নেই।

ফারুক। এই সামান্য কাজে আমির-উল-উমরার মত মানী ব্যক্তিকে পাঠাতে চাই না। আমার মনে হয় এটা ঠিক তাঁর যোগ্য কাজ নয়। তার চেয়ে বরং জনাব মীরজুমলাকে পাঠানো হ'ক।

আবদুল্লা। (প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়া পরে বুঝিতে পারিয়া) বেশ, জাঁহাপনার যেরূপ অভিরুচি, কিন্তু এর জন্য কোন বিপর্য্যয় হলে বাদশা যেন আমাকে দোষী সাব্যস্ত না করেন।

ফারুক। বেশ, কুতুব-উল-মুলুক যদি মনে করেন যে আমির-উল-উমরাকে পাঠানই যুক্তি সঙ্গত তবে তাই হ'ক। আপনাদের হস্তেই মোঘল সাম্রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের ভার।

আবদুল্লা। (কুর্নিশ করিয়া) এ বান্দাকে বাদশা সব সময়েই বিশ্বাস করতে পারেন। আমাদের দ্বারা সাম্রাজ্যের মঙ্গল বই অমঙ্গল হবে না।

ফারুক। বেশ তবে আমির-উল-উমরাকেই পাঠান।

শা-আলম। চিরদিন যিনি নানা উপকার
করিলেন তব যতনে
তিনি যদি কভু করেন জুলুম
রেখ না তা কভু স্মরণে।

আবদুল্লা। সম্রাটের আদেশ হলে হুসেন আলী নিশ্চয়ই যাবে কাফেরদের শাস্তিবিধান করতে। তবে অভিযানের পূর্ব্বে জাঁহাপনাকে মেহেরবানী করে একটি কাজ করতে হবে।

ফারুক। বলুন।

আবদুল্লা। আমির-উল-উমরাকে সেনাবিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব দিতে হবে।

ফারুক। পূর্ণ দায়িত্ব—পূর্ণ দায়িত্ব—(মনে মনে চিন্তা করিয়া) বেশ তাই হোক। আজ থেকে আমির-উল-উমরা মোঘল সম্রাটের প্রধান সেনাপতি। সেনাপতি, আপনি এই মুহূর্ত্তে রাজপুতানা অভিযানে অগ্রসর হোন। বিদ্রোহীদের সমুচিত শাস্তিবিধান করুন। তারা জানুক যে মোঘল শক্তি আজও বীর্য্যহীন নয়। তৈমুর বাবরের বংশধর আজও তক্তে তাউসে আসীন।

সকলে। জয় সম্রাট ফারুকসিয়রের জয়। জয় সম্রাট ফারুক-সিয়রের জয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[লাল কেল্লার আর্শিমহল। সময় সন্ধ্যা। কারক উন্নিসা আপন মনে গান গাহিতেছে]

গান

উন্নিসা।—

"ওগো দ্বারী খোল দ্বার
খোলো খোলো একবার
দেখাও আমারে পথ
পূর্ণ করো মনোরথ।
ওগো যারা চলে গেছ আগে
ধরেছিল তারা হাতে
যা টানি তাদের সাথে
মানুষের করুণা কে মাগে?
আমি চাই ওগো নাথ
তোমার অভয় হাত
প্রলয়ের প্রবল প্লাবনে
জগৎ ডুবিয়া গেলে
যে হাত রাখিবে মেলে
ভালবেসে জীবনে মরণে।
জীবনে মরণে ধরো হাত সবাকার।"

(গান শেষ হইলে কারকসিয়রের ধীরে ধীরে প্রবেশ)

কারক। সমগ্র প্রাসাদে এতটুকু শান্তি নেই—চারিদিকে যেন

কিসের ষড়যন্ত্র—কিসের ইঙ্গিত। তাই পালিয়ে এলাম এই নিভৃত প্রকোষ্ঠে। কে—কে ওখানে? লালকুমারী? একি তুমি—

উন্নিসা। বাদশা!

ফারুক। তুমি এখানে?

উন্নিসা। জেনানা মহলের গম্ভীর পরিবেশে চারিদিকে ঔদ্ধত্যের সুরে, অভিনন্দনে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠল জনাব, তাই পালিয়ে এসেছি জাহান্দার শার এই প্রমোদ কক্ষে। এখানে এসে দেখলাম সমস্ত মহলটাই যেন জাগ্রত শিল্প—জীবনের উন্মাদ কোলাহলের বাইরে কবির ধ্যানের জগৎ। এ মহল জাহান্দার আর লালকুমারীর স্বপ্ন দিয়ে গড়া। কিন্তু আপনি এখানে কেন সম্রাট?

ফারুক। প্রায়শ্চিত্ত করতে এলাম।

উন্নিসা। কিসের প্রায়শ্চিত্ত জাঁহাপনা?

ফারুক। হত্যার—ভালবাসা হত্যার প্রায়শ্চিত্ত। কি রকম মনে হচ্ছে এই শিশমহল তোমার?

উন্নিসা। ঠিক পাখীর নীড়ের মতই জাঁহাপনা।

ফারুক। ঠিক বলেছ উন্নিসা। মানুষের নীড়ে এত শান্তির স্পর্শ থাকতে পারে না। কিন্তু কি আছে বলো তো এখানে যা এমন স্নিগ্ধ করে গড়ে তুলেছে এই শিশমহলকে?

উন্নিসা। প্রেম।

ফারুক। (স্থির দৃষ্টিতে দেখিয়া) উন্নিসা—

উন্নিসা। আদেশ করুন সম্রাট।

ফারুক। এস আমরা এখানেই থাকি। (ফারুক উন্নিসা আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়াছিল) কেন ভাল লাগল না আমার প্রস্তাব? এসো আমরা এখানে থেকে জাহান্দার শার আর লালকুমারীর প্রেমকে সার্থক পরিপূর্ণ দিই। (নিকটে আসিয়া তাহার একটি হস্তধারণ করিয়া)

আমরা এখান থেকে সেই প্রণয়ী শিল্পীকে শ্রদ্ধা জানাবো আর বলবো—ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমাদের।

উন্নিসা। (দৃঢ়ভাবে) না। না—তা হয় না।

ফারুক। সে কি? তুমিই তো পাটনা প্রাসাদে কতদিন আমায় বলেছো সাম্রাজ্য প্রেমকে ছোট করে। এসো আমরা সে ভুল ভেঙ্গে দিই।

উন্নিসা। না না জাঁহাপনা, তা হয় না—প্রেম সম্রাটের শত্রু।

ফারুক। কি বলছ তুমি?

উন্নিসা। ঠিকই বলছি জাঁহাপনা। চলুন আমরা এখুনি প্রাসাদে ফিরে যাই।

ফারুক। কেন?

উন্নিসা। লালকুমারীর এ প্রাসাদে অভিশাপ আপনাকে স্পর্শ করবে। আপনি চলুন। প্রেমের জন্য আমি আমার স্বামীকে হারাতে পারব না। না, না, তা কিছুতেই হবে না—চলে আসুন জাঁহাপনা।

ফারুক। তুমি যাও উন্নিসা, আমি বড়ই ক্লান্ত। আমি চাই বিশ্রাম।

উন্নিসা। কি হয়েছে জাঁহাপনা?

ফারুক। এখন বুঝতে পারছি সিংহাসন গ্রহণ করে ভুল করেছি।

উন্নিসা। সে কি জাঁহাপনা?

ফারুক। সাম্রাজ্য একটা কয়েদখানা, সম্রাট তার মাঝে কয়েদী ছাড়া আর কিছুই নয়। পাটনায় আমার যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, দিল্লীতে আমার আজ সেটুকুও নেই। সৈয়দ ভায়েদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছি।

উন্নিসা। ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না সম্রাট। সম্রাট যখন হয়েছেন তখন সম্রাটের মতই হতে হবে।

ফারুক। আমি কিন্তু কোন পথই দেখতে পাচ্ছি না।

উন্নিসা। দরবারের কি সকলকেই সৈয়দ ভায়েদের দলে বলে মনে হয়?

ফারুক। জনাব মীরজুমলা ও তকী খাঁকে ওদের দলের বলে মনে হয় না।

উন্নিসা। ওদের প্রতিপত্তি কি রকম?

ফারুক। সম্রাট ঔরংজীবের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন ওঁরা, কাজেই প্রচুর প্রভাব ওঁদের আছে বৈকি।

উন্নিসা। তবে আর হতাশ হবার কি আছে?

ফারুক। আছে। আজই হুসেন আলীকে মোঘল সৈন্য বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক করতে বাধ্য হলাম আমি। রাজপুতানায় তাকেই পাঠাতে হল।

উন্নিসা। তবে তো ভালই হল—খোদাতালা বোধ হয় মুখ তুলে চেয়েছেন।

ফারুক। কি বলছ তুমি?

উন্নিসা। ঠিকই বলছি খোদাবন্দ, হুসেন আলীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিন।

(বাদশার খাস ভৃত্য বৃদ্ধ রফিকের প্রবেশ)

রফিক্। (কুর্নিশ করিয়া) খোদাবন্দ, দ্বারে জনাব মীরজুমলা ও তকী খাঁ সম্রাটের দর্শন প্রার্থী।

ফারুক। ওদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করবো বলেই ডেকে পাঠিয়ে-

ছিলাম। তুমি ঠিকই বলেছ। সেই মতই পরামর্শ করা যাবে। তুমি এখন মহলে যাও। (ফারুক উন্নিসার প্রস্থান ও মীরজুমলা ও তকী খাঁ প্রবেশ করিয়া সম্রাটকে কুর্নিশ করিল) আসুন আসুন, আপনাদের আমি বিশেষ প্রযোজনেই ডেকেছি।

মীবজুমলা। আদেশ করুন সম্রাট। এ বান্দারা আপনার হুকুম তামিল করবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

ফারুক। দরবাবের ব্যাপারটা আপনারা লক্ষ্য করেছেন ?

তকী। কোন ব্যাপাবটা জাঁহাপনা ?

ফারুক। রাজপুতানা অভিযানে আবদুল্লার কোন অভিসন্ধি আছে বলে মনে হয় আপনাদের ?

মীবজুমলা। এ তো খুবই স্পষ্ট। সামরিক শক্তি হাত করতে চায় সৈযদ ভায়েরা, আর আপনাকে দিযে তা করিযেও নিয়েছে। আপনি ভুল কবেছেন জাঁহাপনা।

তকী খাঁ। না না, আপনি ঠিকই করেছেন জাঁহাপনা। আপনার অবস্থা উপলব্ধি করতে পাবছি। সেই মুহূর্ত্তে চাপ দিতে গেলে বিপরীত ফল হতো।

ফারুক। কিন্তু এখন কি করা যায় বলুন ?

মীবজুমলা। আমাব মনে হয় খুব ভয়েব কারণ নেই সম্রাট। হুসেন আলীব রাজপুতানা অভিযান আমাদের পক্ষে মঙ্গলই হবে।

ফারুক। কি রকমে ?

মীরজুমলা। তার অনুপস্থিতিতে আমরা নিজেদের শক্তিশালী করতে পারবো।

তকী খাঁ। কি করে ?

মীরজুমলা। আমার আর তকী খাঁর শক্তি নিয়ে যদি আমরা আপনার পিছনে দাঁড়াই তাহলে জাঁহাপনা খুব দুর্ব্বল থাকবেন না। তাছাড়া

এই মুহূর্তে আপনি গোপনে মারাঠাদের সঙ্গে চুক্তি করুন। ওরাই সৈয়দ ভায়েদের জব্দ করতে পারবে। আর রাজপুতানায়ও এই মুহূর্তে বিশেষ দূত পাঠানো দরকার।

ফারুক। কার কাছে?

মীরজুমলা। রাজা অজিতসিংহের কাছে।

তকী খাঁ। কেন?

মীরজুমলা। আপনারা অজিতসিংহকে চেনেন না কিন্তু আমি তাকে খুব ভাল করেই চিনি। এত শঠ—এত কুচক্রী—এত স্বার্থপর রাজপুত সমগ্র মারবারে আর দ্বিতীয় হয়নি, হবেও না। আপনি তার সঙ্গে গোপনে মিত্রতা করুন। তাকে জানিয়ে দিন যেন হুসেন আলীকে তিনি আর ফিরতে না দেন। অজিতসিংহ যদি হুসেন আলীকে আটকে রাখতে পারেন তো আবদুল্লাকে আর ভয় করি না।

তকী খাঁ। ঠিক বলেছেন জনাব মীরজুমলা। আবদুল্লার অবস্থা হবে তখন বিষহীন সাপের মত।

ফারুক। তবে তাই হ'ক। আমার ভৃত্য রফিক্ বৃদ্ধ বটে কিন্তু খুবই বিশ্বাসী। ওকেই পাঠাই অজিতসিংহের কাছে। ওকে আমি বিশ্বাস করতে পারি, কারণ ও ছোটবেলা থেকে আমায় মানুষ করেছে। ওরে কে আছিস, রফিক্‌কে পাঠিয়ে দে।

[রফিকের প্রবেশ ও কুর্নিশ]

রফিক্। আমাকে ডাকছেন খোদাবন্দ?

ফারুক। হাঁ রে। তুই তো বৃদ্ধ হয়েছিস, আমার একটা কাজ খুব গোপনে করতে পারবি? খুব বিপদের ঝুঁকি নিতে হবে কিন্তু।

রফিক্। জনাব, আজ আমাকে বিপদের ভয় দেখাচ্ছেন? কে

কোথায় ছিল সেদিন যখন শাহাজাদা আজিম উশ্‌শান নিহত হল তখন চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত পুরীর মাঝখান থেকে কে জাঁহাপনাকে বুকের আড়ালে রেখেছিল? কে বুকের রক্ত জল করে জাঁহাপনাকে এত বড়টা করেছে? আর আজ—আজ তুমি আমাকে বিপদের ভয় দেখাচ্ছ? বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি—তাই—(ক্রন্দনে ভাঙ্গিয়া পড়িল)

ফারুক। ঠিক বলেছিস রফিক, তাই বোধ হয় দিল্লীর মসনদে বসে ভুলে যাই যে আমি হিন্দুস্থানের সম্রাট হতে পারি কিন্তু তোর কাছে যে আমি আজও ফারুক—তোর আদরের ফারুক। রফিক, না জেনে তোর মনে আঘাত দিয়েছি, তুই আমাকে ক্ষমা কর (আলিঙ্গন)। তোর মত সুহৃদ আর আমার কে আছে!

রফিক্। তুমি তো আমার কাছে শুধু হিন্দুস্থানের বাদশা নও—এই দুনিয়ার বাদশা (কুর্নিশ)।

তৃতীয় দৃশ্য

(মারবারে মহারাজ অজিত সিংহের মন্ত্রণাকক্ষ। সময় প্রভাত। সমবেত রাঠোর সর্দারগণের সহিত মহারাজ চিন্তিতভাবে বসিয়া আছেন এবং কখনও পদচারণা করিতেছেন।)

অজিতসিংহ। মেবার, অম্বর, মারবার—রাজপুতানার এই তিন শক্তি মিলে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—মোঘলের বশ্যতা স্বীকার করবো না। মোঘলের সঙ্গে আত্মীয়তা করবো না—রাজপুতানা থেকে মোঘল-শক্তি বিতাড়িত করে এক স্বাধীন রাজস্থানের সৃষ্টি করবো। কিন্তু বুঝতে পারছি না যে এই তিন বিদ্রোহশক্তির মধ্যে কেবল মারবারের ওপর মোঘলের আক্রোশের কারণ কি? দিল্লীর সৈন্যবাহিনী একমাত্র মারবারের বিরুদ্ধেই বা ধেয়ে আসছে কেন?

বসন্তসিংহ। তাইতো মহারাজ! এ ভাবনার কথা বই কি। তিন শক্তির মধ্যে মারবারের ওপরই বা নেকনজর পড়লো কেন? এটা তো বড় সুবিধাজনক ঠেকছে না।

সমরসিংহ। তবে রাজপুতের এই ত্রয়ীর মধ্যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? তবে মেবার—

অজিতসিংহ। না না, মেবার আর যাই করুক বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করবে না কোনদিন। মহারাণা সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহের বংশধররা বিশ্বাসঘাতক হতে পারে না।

বসন্তসিংহ। কিন্তু মহারাজ, তাহলে মারবারের বিরুদ্ধেই বা দিল্লীর ফৌজ ধেয়ে আসছে কেন? এটা তো একটা ভাববার কথা। আমাদের

এই রাঠোর জাতিকে একেবারে শেষ করে দেবে না তো ? এ বড়ই ভাববার কথা মহারাজ।

অমরসিংহ। ভুলে যেও না বৃদ্ধ, বীরত্বে রাঠোর কম যায় না। সম্রাট্ আলমগীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাঠোর বীর দুর্গাদাস সে কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

বসন্তসিংহ। তা না হয় হলো, কিন্তু এ বড়ই ভাববার কথা মহারাজ, পঙ্গপালের মত সৈন্য নিয়ে ঐ হুসেন আলীই বা মারবারের দিকে ধেয়ে আসছে কেন ?

সমরসিংহ। কিন্তু মহারাজ, শত্রু যখন দ্বারদেশে তখন তো আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যায় না। আসুন মহারাজ, আমাদের এই ক্ষুদ্র রাঠোর শক্তি নিয়ে পররাজ্যলোভী হীন মোঘলকে জানিয়ে দিই যে মারবার ক্ষুদ্র হলেও তার শক্তি তুচ্ছ নয়—তার শক্তি হেয় নয়।

অমরসিংহ। আপনার আহ্বানে মহারাজ, এখনই সমগ্র মারবার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মতই জ্বলে উঠবে। আর বৃথা কালক্ষেপ করবার মত সময় আমাদের নেই।

অজিতসিংহ। ফারুকসিয়র সিংহাসনে বসেই দ্বিতীয় আলমগীর হবার চেষ্টা করছেন। হিন্দুস্থানকে মুসলমান রাষ্ট্র করতে চান তিনি। রাজপুতদের মধ্যে মারবারই এখন শ্রেষ্ঠ। আমার মনে হয় আমির-উল্-উমরাকে তাই পাঠানো হয়েছে মারবারের বিরুদ্ধে—মারবারকে দমন করে সমগ্র রাজপুতনাকে পদানত করতে চায় মোঘল। মোঘল এর আগেও বহুবার মারবারকে মুসলমান কবলিত করবার চেষ্টা করেছে—কিন্তু পারে নি। আর আমি আশা করি এবারও পারবে না। মারবার জয় করবার হুসেন আলীর স্বপ্ন আমরা ভেঙ্গে দেব। মারবার আজও বীরশূন্য নয়। মারবার প্রদেশে প্রবেশ করবার পূর্বে আমরাই আক্রমণ করবো মোঘলকে। একটি মুসলমান সৈন্যও যেন প্রাণ নিয়ে দিল্লী ফিরে যেতে না পারে।

সমরসিংহ। জয় মহারাজ অজিতসিংহের জয়।

বসন্তসিংহ। কিন্তু মহারাজ! একথা সত্য যে দিল্লীবাহিনী এসেছে মারবারের বিরুদ্ধে কিন্তু তাই বলে কি আমরা আমাদের সন্ধিভঙ্গ করে মেবার ও অম্বরকে যুদ্ধে আমন্ত্রণ জানাবো না? এটাও ভাববার কথা মহারাজ।

অমরসিংহ। মারবারের রাঠোরই হুসেন আলীর পক্ষে যথেষ্ট। তা না হলে মোঘল ভাববে মারবার ভয় পেয়েছে।

অজিতসিংহ। না সর্দ্দার, তা হয় না। আমিও প্রথমে সন্দেহ করেছিলাম যে রাজপুতনার মধ্যেই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। মেবার ও অম্বরকে সংবাদ দিতেই হবে, কারণ ওদের সঙ্গে আমাদের চুক্তি রয়েছে। অবশ্য এ কথা আমিও স্বীকার করি যে একা রাঠোরই মোঘলের পক্ষে যথেষ্ট।

সমরসিংহ। তাহলে এই স্থির রইলো যে কোনক্রমেই মোঘলের বশ্যতা আমরা স্বীকার করবো না এবং মোঘলের এই ঔদ্ধত্যের জবাবে আমরা তাদের আক্রমণ করবো মারবার প্রবেশের পূর্ব্বেই।

(দৌবারিক ভগ্নসিংহ প্রবেশ করিল)

অজিতসিংহ। কি সংবাদ দৌবারিক?

ভগ্নসিংহ। বাদশা ফারুকসিয়রের দূত অপেক্ষা করছে।

বসন্তসিংহ। বাদশার দূত? এখানে? ব্যাপারটা তো বড় সুবিধার মনে হচ্ছে না। এটাতো ভাববার কথা মহারাজ।

অমরসিংহ। এক দিকে অভিযান প্রেরণ করে অন্যদিকে দূত প্রেরণ!

বসন্তসিংহ। মহারাজের কি মনে হয়?

অজিতসিংহ। নিতান্ত ঘোরালো ব্যাপার সন্দেহ নেই। আলোচনার দ্বারা আমাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি বন্ধ করে অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করতে পারে মোঘল। আবার এও হতে পারে—

সমরসিংহ। আলোচনার পূর্ব্বে বাদশার দূতের সঙ্গে দেখা করে নেওয়াই ভাল।

অজিতসিংহ। দূতকে নিয়ে এসো। (দৌবারিকের প্রস্থান ও দূত রফিককে লইয়া আসিয়া পুনরায় প্রস্থান। মহারাজ অজিতসিংহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া) কি সংবাদ দূত?

রফিক। বাদশা ফারুকসিয়রেব ব্যক্তিগত কার্য্যেই আমি এসেছি আপনার কাছে।

অজিতসিংহ। আমার ধারণা তার জন্য তো আমির-উল্-উমরাকেই পাঠানো হয়েছে।

রফিক। মহারাজের ধারণার ওপর আমাদের কোনই হাত নেই। তবে বাদশার বক্তব্য শোনবার পরই ধারণাটা করলে ভাল হয়।

অজিতসিংহ। বেশ। বলুন বাদশার কি বক্তব্য।

রফিক। বক্তব্য খুবই গোপনীয়, ব্যক্তিগতভাবে শুধু আপনাকেই জানাতে বলেছেন বাদশা।

অজিতসিংহ। (ভ্রূকুটি করিয়া) সর্দ্দারগণ, আপনারা পাশের ঘরে অপেক্ষা করুন। (সকলে প্রস্থান করিলে) এইবার বলুন বাদশার কি বক্তব্য।

রফিক। মহারাজ, সম্রাট আপনাকে জানাতে বলেছেন যে, এ অভিযান সম্পূর্ণ তাঁর ইচ্ছায় হয় নি। সৈয়দভায়েরা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মারবারের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেছেন।

অজিতসিংহ। (চিন্তিতভাবে) হুঁ। তারপর?

রফিক। বাদশার ইচ্ছা আপনি হুসেন আলীকে এখানে

যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখুন—তার বিনিময়ে সম্রাট আপনাকে পুরস্কৃত করবেন।

অজিত। হুঁ, কি রকম পুরস্কার ?

রফিক। মোঘল দরবারে আপনি উচ্চ আসন পাবেন। আপনাকে দশহাজারী মনসবদার নিযুক্ত করা হবে।

অজিত। কিন্তু আপনি জানেন কি যে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি দিল্লীর দরবারের সঙ্গে আর কোনই সম্বন্ধ রাখবো না ?

রফিক। স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে বাদশার সঙ্গে মিত্রতা করতে বাধা কি ?

অজিত। হুঁ। আচ্ছা আমি ভেবে দেখি। আপনাকে পরে জানাবো।

রফিক। সময়ের নিতান্ত অভাব। সিদ্ধান্ত একটু দ্রুতই নিতে হবে মহারাজ। যদি আপনি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন, আপনি সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত হবেন।

অজিত। আচ্ছা।

রফিক। তাহলে আমি বাদশাকে কি জানাবো ?

অজিত। আমার স্বার্থরক্ষা হলে আমিও তাঁর বিপক্ষে যাব না।

রফিক। ধন্যবাদ মহারাজ। আপনার মঙ্গল হক।

প্রস্থান করিলে সর্দারগণের পুনঃ প্রবেশ

সমরসিংহ। তাহলে মহারাজ কি সিদ্ধান্ত করলেন ?

অজিত। আমির-উল্-উমরার সঙ্গে সসৈন্যেই সাক্ষাৎ করবো।

বসন্ত। ব্যাস্ ব্যাস্ সব লেঠা মিটে গেল। চল হে সব আমরাও প্রস্তুত হইগে।

(অজিত সিংহ ব্যতীত সকলের অভিবাদন করিয়া প্রস্থান)

অজিত। একদিকে মোঘলের বিপুলবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ, আর এক দিকে মোঘল বাদশার বন্ধুতা। পাল্লায় কোন দিক ভারী তা কি অজিত সিংহকে বলে দিতে হবে? (দৌবারিকের পুনঃ প্রবেশ) আবার কি সংবাদ?

ভগ্নসিংহ। মোঘল সেনাপতি হুসেন আলী—

অজিত। কি বল্লে? মোঘল সেনাপতি—স্বয়ং আমির-উল্-উমরা? তাঁকে সসম্মানে নিয়ে এসো। না না চলো আমি নিজেই যাচ্ছি। (দুজনেরই প্রস্থান এবং হুসেন আলীকে লইয়া অজিত সিংহের পুনঃ প্রবেশ) আসুন আসুন, আমির-উল্-উমরা। আসুন জনাব। আপনার শারীরিক কুশল তো? কি সংবাদ বলুন? আপনি স্বয়ং—

হুসেন। আপনাদের সঙ্গে দিল্লীর সম্বন্ধটা দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে, তাই এলাম আর কি।

অজিত। এর জন্য আওরংজীবই দায়ী ছিলেন। তিনি যদি আমাকে গদিচ্যুত করে ধর্ম্মান্তরিত করবার চেষ্টা না করতেন তাহলে হয়তো এ রকমটা হতো না।

হুসেন। সে যা হবার হয়েছে। সে সব অতীতকে আর টেনে এনে লাভ কি? বরং আসুন বর্ত্তমানে আমরা নতুন করে আবার দোস্তি করি।

অজিত। কি সর্ত্তে?

হুসেন। সর্ত্ত আর এমন কি? এই আপনি আমাদের সঙ্গে প্রতি-পত্তির ভাগ পাবেন। তাতে আপনার প্রতিপত্তি আরও বাড়বে বই কমবে না। (মহারাজ নীরব) কেমন তাহলে আমার প্রস্তাবে রাজী তো? হাঁ, নতুন দোস্তি যাতে পাকা হয় তার জন্য কিন্তু একটা কাজ করতে হবে মহারাজ।

অজিত। কি কাজ?

হুসেন। না, সে এমন কিছু কাজ নয়—এই একটা আত্মীয়তা স্থাপন করতে হবে।

অজিত। কি রকম আত্মীয়তা?

হুসেন। এই আকব্‌র বাদশা যে রকম করেছিলেন সেই রকম আর কি।

অজিত। অর্থাৎ, বৈবাহিক সম্বন্ধ?

হুসেন। আজ্ঞে হাঁ, ঠিক তাই। আপনার একটি অবিবাহিতা সুন্দরী কন্যা আছে শুনেছি। আর হিন্দুস্থানের বাদশা রূপে গুণে নিশ্চয়ই পাত্র হিসাবে কিছু খারাপ নয়?

অজিত। কিন্তু—

হুসেন। এতে আর কিন্তুর কি আছে? একবার ভাবুন অম্বরপতি মানসিংহের কথা। বাদশার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে তিনি কি প্রচুর লাভবান হন নি? অন্যদিকে ভাবুন রাণা প্রতাপসিংহের কথা। কি জঘন্য দরিদ্র জীবন যাপন করতে হয়েছে তাঁকে। কে বলতে পারে মানসিংহ যা পারেন নি অজিতসিংহ হয়তো তা পারবেন। হয়তো একদিন মোঘল সাম্রাজ্যের ভাগ্যবিধাতাও হওয়া আশ্চর্য্য নয়। (মহারাজ নীরব) কি, আমার প্রস্তাব কি মনোমত হয় নি মহারাজের?

অজিত। না, হাঁ, তা না হবার মত কিছু নয়, তবে—

হুসেন। বলুন তবে কি?

অজিত। আপনি তো জানেন যে আমি মেবার ও অম্বরের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছি মোঘলের সঙ্গে কোন প্রকার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করবো না।

হুসেন। হাঃ হাঃ, মহারাজকে ধুরন্ধর রাজনৈতিক বলেই জানি।

রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞার ক্ষমতা কতদূর আশা করি সেটা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

অজিত। তবে কি জানেন, মারবার বড় ক্ষুদ্র রাজ্য, এতে ঠিক—

হুসেন। ঠিক আছে। এর জন্য চিন্তার কি? অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্য-গুলি বাদশার শ্বশুররাজ্য মারবারের তাবেদারভুক্ত হয় সে বিষয়ে নিশ্চয়ই বাদশার ফারমান্ জারি হবে।

অজিত। তাহলে, তাহলে অবশ্য বাদশার সঙ্গে এ ঐতিহাসিক বিবাহে আমাদের ধন্য মনে করা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।

হুসেন। (হাস্য করিয়া) বেশ বেশ। আসুন মহারাজ, আজ আমাদের নতুন দোস্তির স্বরূপ আমাদের মধ্যে শিরস্ত্রাণ বিনিময় করি। (হুসেন মহারাজের শিরস্ত্রাণ পরিধান করিল এবং মহারাজ হুসেন আলীর টুপি পরিধান করিল)

চতুর্থ দৃশ্য

(আগ্রার পথ। দূরে তাজমহল দেখা যাইতেছে। সময় পূর্ব্বাহ্ন। মলিন ও ছিন্ন-বেশভূষায় সজ্জিত এনায়েৎ খাঁ ও সফদরজং-এর প্রবেশ।]

সফদরজং। হুজুর !

এনায়েৎ। আরে চুপ্ বেয়াকুফ্, গাধা, গিধ্বোড। আমি হুজুর টুজুর নই।

সফদরজং। সে কি হুজুর ? আপনি হুজুর যদি না হবেন তো বেয়াকুফ্, গাধা, গিধ্বোড়—এমন চমৎকার চমৎকার শব্দ কেমন করে বলবেন ? আপনি হলেন কিনা ম-ম-মহাবীর তিমুরবেগের সাক্ষাৎ শা-শা-শালা।

এনায়েৎ। কি বললি বেয়াকুফ্ ? আমি কারও শালা টালা নই। আমি বলে পেটের জ্বালায় মরছি আর উনি এলেন মসকরা করতে। পাজী, বদমাইস্, গাধা, গিধ্বোড।

সফদরজং। বাঃ বাঃ, এদিকে সেনাপতি তিমুরবেগের শা-শালাও নন, আমার ম-ম-মহামান্য হুজুরও নন্ অথচ অমন চ-চ-চমৎকার বোল্—গাধা, গি-গি-গিধ্বোড়। আবার তার সঙ্গে ফাউ—পাজী, ব-ব-বদ-মাইস্। বাঃ বাঃ।

এনায়েৎ। দেখ্ সফদরজং, বাঙ্গালী লোকগুনো খুব খারাপ নয় কি বল্ ? আমাদের বন্দী করেও প্রাণে মারলে না।

সফদরজং। তা হুজুর, মা-মারলেই হল। আপনি হলেন কিনা ছোট হুজুর। কিন্তু হুজুর—

এনায়েৎ। কি বলবি বল্ না, তা নয় কেবল—হুজুর হুজুর।

সফদরজং। আজ্ঞে হুজুর। ওরা লোক ভাল, তবে মোটেই খে-খেতে জানে না।

এনায়েৎ। আরে মূর্খ, না খেয়ে কি বেঁচে থাকা যায়?

সফদরজং। আজ্ঞে হুজুর, ওরা গো-গো-গোস্ত রুটিও খেতে জানে না, আর কাবাব কাকে বলে তাও জানে না। মো-মোরগা মশল্লাম্ কাকে বলে তা শোনেই নি। কে-কেবল উরদাকা ডাল, ঘাসকা চচ্চড়ী আর কাঁ—কাঁ—কাঁঠাল বাচ্চার তরকারী।

এনায়েৎ। আরে মূর্খ, কাঁঠাল বাচ্চা আবার কি জিনিস রে?

সফদরজং। আজ্ঞে হুজুর, কাঁঠাল বাচ্চা জানেন না? যাকে বাঙ্গালীরা বলে—এঁ-এঁ-এঁচোড, এঁচোড়।

এনায়েৎ। এঁচোড়, এঁচোড় (হাসিতে হাসিতে) তা বেশ বলেছিস্।

সফদরজং। আজ্ঞে হুজুর, ওরা আবার ঠাট্টা করে বলে—এঁচোড়ে পাকা।

এনায়েৎ। আরে বেয়াকুফ্, এঁচোড় পাকলে তো কাঁঠাল হয়ে গেল, তবে আর এঁচোড় রইল কি করে? এটাও বুঝতে পারলি না মূর্খ?

সফদরজং। আজ্ঞে হুজুর, তা বটে। তবে কি জানেন ওরা এই ছো-ছো-ছোট্ট জিনিষ, মানে এই আপনার আমার মত লোক পে-পে-পেকে গেলেই ঠা-ঠা-ঠাট্টা করে বলে এঁচোড়ে-পাকা।

এনায়েৎ। রাখ্ তোর খাবার গল্প—রাখ্। আজ এত বেলা হয়ে গেল এখনও পর্য্যন্ত পেটে কিছু পড়লো না। ব্যাটারা আমাদের ভয়ে ছেড়ে দিলে কিন্তু কোথায় বা তিমুরবেগ্, কোথায় বা কি?

সফদরজং। আজ্ঞে হুজুর, তিনি তো ক্যাচাং।

এনায়েৎ। আজ আমাদের নোকরী নেই—পরনে কাপড় নেই—

ক্ষুধায় খাবার নেই। কি যে হবে? সেই বাংলা মুল্লুক থেকে হাঁটছি তো হাঁটছি। শেষে একেবারে আগ্রায় এসে পড়েছি।

সফদরজং। আজ্ঞে হুজুর, এটা যে আগ্রা তা বুঝতে পেরেছি আপনার ঐ ছেঁড়া না-না-নাগরা দেখেই।

এনায়েৎ। দেখ্ মূর্খ, আমার তবু তো একটা নাগরা আছে— তোর তো তাও নেই। আর তোর চেহারা যা বীরপুরুষের মত দেখতে হয়েছে, কে আর আমাদের সৈন্য বাহিনীতে চাকরী দেবে বল্?

সফদরজং। কি ঠাট্টা করছেন? আমি বী-বা-বীরপুরুষ নই? এখনও যদি ত-ত-তলোয়ার ধরি তো সব ক্যাচাং—একেবারে তু-তু-তুমূল করে দেব হাঁ।

এনায়েৎ। ওরে ও সফদরজং, ওটা এদিকে কি আসছে রে?

সফদরজং। কৈ—কৈ—

এনায়েৎ। ঐ যে সাদা মতন, এদিক্ পানেই তো আসছে।

সফদরজং। ওরে বাবা রে, এ যে একটা ডা-ডা-ডাইনী। ওরে বাবারে—(এনায়েতের পিছনে লুকাইবার চেষ্টা)

এনায়েৎ। ডাইনী না পেত্নী রে, কোন কবর থেকে বেরিয়ে এল বুঝি? (সফদরজং-এর পিছনে লুকাইবার চেষ্টা) ওরে বাবারে। (এমন সময় নেপথ্যে গান শোনা গেল)

সফদরজং। ও হুজুর, ঐ যে গান শোনা যাচ্ছে। পে-পে-পেত্নীতে তো আর গান গায় না। ও বোধহয় তাহলে ডাইনী।

এনায়েৎ। ওরে এই কোণটায় আয়, আমরা এখান থেকে দেখি ডাইনীটা কি করে।

(গান গাহিতে গাহিতে এক রমণীর প্রবেশ। তাহার বেশভূষা বিস্রস্ত, চুলে জট্ পড়িয়াছে। দেখিলে পাগলিনী বলিয়া মনে হয়। পরণে হিন্দু রমণীর মত সাড়ী, তাহার ছিন্ন অঞ্চল পথে লুটাইতেছে,

তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে আপন মনে গান গাহিতেছে আর মধ্যে মধ্যে চক্ষু বিস্তৃত করিয়া তাকাইতেছে। তাহার চক্ষুতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—তাহা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার মুখে স্পট্-লাইট্ পড়ায় আরও ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে। এনায়েৎ ও সফদরজং-এর ভয়ে জড়াজড়ি করিয়া নীরবে একপার্শ্বে অবস্থান)

লালকুমারী। গান

আমি কেঁদে কেঁদে গাই
হেসে হেসে যাই,
আমার নাইকো ঠিকানা।
আমি ঘরে ঘরে ঘুরি, পথে পথে ফিরি
আমাব নাইকো নিশানা।
আমার যা কিছু ছিল
সকলি হারায়ে গেল
আঁখি হতে জল সবই মুছে নিল
আমার না আছে ঘর না আছে পথ না আছে নিশানা।

তোমরা ওদিক পানে দুজনে কি করছো? এসো, এদিকে এসো।

এনায়েৎ। ওরে ও সফদরজং, কি হবে?

সফদরজং। দোহাই ডাইনী হুজুর, তোমায় জোড়া মুরগী দেব, আমাদের ছে-ছে-ছেড়ে দাও হুজুর।

লাল। (উচ্চ হাস্য করিয়া) জোড়া মুরগী? ডাইনী? হাঃ হাঃ!

সফদরজং। দোহাই ডাইনী হুজুর, অমন করে হেসোনা হুজুর, আমার বুক ধ-ধ-ধড়ফড় করছে হুজুর।

এনায়েৎ। এর চেয়ে যে না খেতে পেয়ে মরা চের ভাল ছিল রে! শেষকালে কি ডাইনীর পেটে যেতে হবে? কি হবে ওরে সফদরজং!

(সফদরজং ধীরে ধীরে পলায়ন করিতে উদ্যত) ওরে সফদরজং, আমাকে একলা ফেলে যাস্ নি রে।

লাল। দাঁড়াও, পালাবার চেষ্টা কোর না। তাহলে সর্ব্বনাশ হবে। তোমাদের মত পুরুষজাতকে ধ্বংস করবার জন্যই আজও আমি বেঁচে আছি, না হলে সে যে আমাকে ডাকে, রোজই ডাকে—কেউ শুনতে পায় না।

সফদরজং। দোহাই ডাইনী বাবা, আমাকে খেয়ে ফেল না বাবা, আমি আর পা-পা-পালিয়ে যাব না।

লাল। তোমরা না খেয়ে মরবার কথা বলছিলে কেন?

এনায়েৎ। (ঢোক গিলিয়া) মানে, মানে, কদিন আমাদের খাবার জোটে নি কি না—আমাদের চাকরী বাকরী নেই, একেবারে বেকার।

লাল। তা বেশ, তোমরা চাকরী করবে?

সফদরজং। আজ্ঞে হুজুর, ছেলেধরার কাজ কি? তা-তা আমি খু-খুব পারবো।

লাল। (হাসিয়া) না, ছেলে ধরার কাজ নয়। (এনায়েৎকে) তোমাকে দেখে তো মনে হয় খুব খানদানী বংশের ছেলে। এমনি এক খানদানী বংশের ছেলের মোসাহেবী করতে হবে। তাকে একেবারে মদে চুর করে রাখতে হবে। পারবে?

এনায়েৎ। কি যে বলেন, তা আর পারবো না তবে পেসাদী সরাপ একটু আধটু আমিও পাব তো?

লাল। (হাসিয়া) পুরুষজাতটাই এমনি লোভী।

সফদরজং। আর আমি কি করবো ডাইনী হুজুর?

লাল। তোমাকে দেখে তো বেশ বীরপুরুষ বলেই মনে হয়। (সফদরজং গোঁফে তা দিল) দরকার হলে তুমি লোকের বুকে ছুরি বসাতে পারবে তো?

সফদরজং। পায়ের ধুলো দাও, পায়ের ধুলো দাও ডা-ডাইনী বাবা। এইতো ঠিক কাজ পেয়েছি—একেবারে ক্যাচাং—বাছাধন টে-টে-টেরও পাবে না।

এনায়েৎ। আরে মূর্খ, পায়ের ধুলো কিবে? তুই না মুসলমান?

সফদরজং। ঠিকই তো। এই বাংলাদেশে থেকে ঐ বদ্ অভ্যাসটা শিখে ফেলেছি। কিছু মনে কোর না ডা-ডা-ডাইনী হুজুর। বহুত বহুত সেলাম্।

লাল। দেখো, ঐ যে কবরখানা দেখছো—ঐ তাজমহল। ওরই পাহারাদারের বেটী আমি। ওখানে তোমরা অপেক্ষা করো—ওখানে খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম করো। আমি এখনই যাচ্ছি। তারপর তোমাদের চাকরীস্থলে পাঠাব। ঐ দিক থেকে কে একজন আসছে। তোমরা সরে পড। (তাহারা চলিয়া গেলে আপন মনে কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে শা-আলমের প্রবেশ।)

শা-আলম। "পুণ্যে আমাব নাইবা যদি
ঘটেই সখি স্বর্গবাস,
না হয় হবো নরকপুরে
আজ্ঞাবহ পাপের দাস।
ভাগ্যে যদি যশ না জোটে
কলংকটাই কিনবো আমি,
আসতে না চায় সুখ যদি লো
দুঃখটাকেই করবো দামী।"

লাল। একি কবি শা-আলম, তুমি এখানে?

শা-আলম্। কে, কে, কে তুমি? লালকুমারী—তুমি?

লাল। কে লালকুমারী? লালকুমারী মরে গেছে। তুমি যাকে দেখছো সে তার প্রেতাত্মা।

শা-আলম্। লাল, তুমি আজও বেঁচে আছ? আমি যে তোমার খোঁজেই চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। লাল, তোমার এ রকম চেহারা কেন? চোখদুটো যেন অগ্নিশিখাব মত জ্বলছে। শান্ত হও লাল। চলো আমরা ফিরে যাই।

লাল। ফিরে গেলে তুমি আমার প্রতিশোধে সহায় হবে? আমি চাই শয়তান ফারুকসিয়রের মৃত্যু। তার মৃত্যুতেই আমাব আত্মা শান্তি লাভ করবে। আমি জানি কবি, একদিন তুমি আমাকে খুবই স্নেহ করতে—ভালবাসতে। আজও যদি তার কিছুমাত্র অবশেষ থাকে তো তুমি আমার সহায় হও।

শা-আলম্। ছিঃ লাল, হত্যার প্রতিশোধ হত্যায় হয় না। প্রতিশোধ যদি নিতে হয় তার অন্য উপায় আছে।

লাল। কি সে উপায়?

শা-আলম্। ওদিকে কি দেখতে পাচ্ছ?

লাল। ও তো তাজমহল।

শা-আলম্। হাঁ। ঐ তাজমহল আমাদের কি শিক্ষা দেয় জান? প্রেম। হত্যার প্রতিশোধ হত্যায় নয়—প্রেমে। ভালবাসো, সকলকে ভালবাসো, জগৎকে ভালবাসো। নিজেকে ভালবাসো। জাহান্দার শার মৃত্যুর পর আমিও ভেবেছিলাম দিল্লী ছেড়ে দুনিয়ার পথে বেরিয়ে পড়বো। কিন্তু পারলাম না। বড়ই হতভাগ্য এই ফারুকসিয়র। সম্রাট্ হয়েছে কিন্তু সে তো সৈয়দ-ভায়েদের ক্রীড়নক। এমন কি তারা তার রাজত্বের ওপর হস্তক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হয় নি, তার ব্যক্তিত্বের ওপরও কুঠারাঘাত করেছে। তার প্রেমনীড়ে আঘাত হেনেছে।

লাল। কি বললে—তার প্রেমের নীড়ে আঘাত হেনেছে? তবে ফারুকউন্নিসা আজ ভিখারী?

শা-আলম্। শোন লাল। যা বলছিলাম। তারা স্থির করেছে

রাঠোর নন্দিনী, মহারাজ অজিতসিংহের কন্যা রায় ইন্দর কুনয়ারকে বিবাহ করতে হবে বাদশা ফারুকসিয়রকে। ভেবে ভেবে আর রোগে আক্রান্ত হয়ে সম্রাট্ আজ একেবারে শয্যাশায়ী—প্রাণ আজ তার সন্ধিক্ষণে।

লাল। না না রোগে মরলে তো তার চলবে না। তাকে আমি তিলে তিলে হত্যা করবো। অসহ্য যন্ত্রণায় দিনের পর দিন অতিবাহিত হবে—তারপর ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে সে ঢলে পড়বে। লালকুমারীরও প্রাণ আছে—লালকুমারী কসবী নয়—লালকুমারী সতী। সেও প্রতিশোধ নিতে জানে। (বেগে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(লালকেল্লার দেওয়ানীআম। আমির ওমরাহরা যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট। তক্তে তাউস্ শূন্য। সময় অপরাহ্ন)

আবদুল্লা। আচ্ছা সাহেব, তোমাদের দেশে সবাই কি চিকিৎসা শাস্ত্র জানে?

উইলিয়ম্ হ্যামিল্টন্। Oh no, no, হামরা সবাই ফিসিসিয়ান না আছে। তবে হামার মতো আরও বহুত্ ফিসিসিয়ান্ আছে।

হুসেন। তা সাহেব, তারা কি সবাই তোমার মত বড় হকিম্?

হ্যামিল্টন্। Sure, yes, হামরা এটাকে সাধনা বলিয়া মনে করি, কিন্তু হামি দেখিয়াছে কিতাব না পড়িয়া এদেশে বহুত ডাংদার বনিয়াছে।

শা-আলম। আমরা শুনেছি সম্রাট্ আপনার চিকিৎসার গুণে কাল-রোগ থেকে মুক্ত হয়েছেন। বহুকাল তো তিনি দরবারে আসতে পারেন নি।

হ্যামিল্টন্। Yes, His Majesty is completely cured now He is free from piles. তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। আজ প্রভাতেই আমি পরীক্ষা করিয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলে আজই দরবারে আসিতে পারেন।

(নেপথ্যে নকিব ঘোষণা করিল—দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা। ফাররুকসিয়রের প্রবেশ ও সিংহাসনে উপবেশন। বাদশা সিংহাসনে বসিলে সকলে পুনরায় উপবেশন করিল)

ফারুক। বহুদিন অসুস্থ থাকায় আমি দরবারে উপস্থিত থাকতে পারি নি, আশা করি আপনারা সকলেই কুশলে আছেন।

শা-আলম্। আজ্ঞে আমরা সবাই ভাল আছি, তবে উজির সাহেব কিঞ্চিৎ চিন্তাগ্রস্ত।

আবদুল্লা। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শা আলমকে নিরীক্ষণ করিয়া) তা না, হাঁ, মানে সম্রাট্ অসুস্থ হাওযায আমরা চিন্তিত তো বটেই। তাছাড়া অসুস্থ থাকায় সম্রাটের বিবাহ স্থগিত রাখতে হয়েছে। বাদশার মাতুল শায়েস্তা খাঁ নিজে গিয়ে যোধপুর থেকে মহারাজ অজিতসিংহের কন্যাকে —আমাদের ভাবী বেগমসাহেবাকে নিয়ে এসেছেন দিল্লীতে। আজ মহারাজ অজিতসিংহও এই দরবারে উপস্থিত আছেন।

হুসেন। মহারাজের নিকট আমরা ঋণী। মহারাজকে পুরস্কৃত করা কর্ত্তব্য।

অজিতসিংহ। দিল্লীশ্বরের সঙ্গে আত্মীযতা হওয়ায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। সমগ্র মারবার সম্রাটের পতাকাতলে সমবেত হবে। আশা করি রাজপুতদের বীরত্বের কথা সম্রাট্ সম্যক অবগত আছেন।

ফারুক। হাঁ মহারাজ। রাজপুতজাত বীরের জাত। তারা জনে জনে প্রকৃত যোদ্ধা—দেশভক্ত। আমরা আজ থেকে মহারাজকে দশহাজারী মনসব্দাররূপে গ্রহণ করলাম। শুধু মনসব্দারই নয় আমরা মহারাজকে আজ থেকে মোঘল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ বলেই মনে করবো।

অজিতসিংহ। (কুর্নিশ করিয়া) আমার এই তরবারি আজ হতে মোঘল সাম্রাজ্যের জন্য নিযুক্ত থাকবে।

আবদুল্লা। আমি সম্রাটের অনুমতি নিয়ে সানন্দে ঘোষণা করছি যে আগামী জুম্মাবারে সম্রাট রাঠোর নন্দিনী রায় ইন্দর কুনয়ারকে বিবাহ করে লালকেল্লায় নিয়ে আসবেন।

ফারুক। আমার আর একটা কাজ বাকী আছে। আপনারা জানেন আমাকে সুস্থ করবার জন্য তামাম্ হিন্দুস্থানের চিকিৎসকগণ

এগিয়ে আসেন কিন্তু কারও সাধ্য হয় না আমাকে রোগমুক্ত করতে। আর এই সাহেব নিজে থেকে আমার চিকিৎসার ভার নিয়ে অতি অল্প সময়েই আমাকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলতে সক্ষম হন। বলুন সাহেব, আপনি আমার নিকট কি পুরস্কার প্রার্থনা করেন?

হ্যামিল্টন্। Your Majesty, যদি আপনি হামার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আপনি হামাদের—ইংরেজদের প্রার্থনা পূরণ করুন।

ফারুক। আরে, সে তো হবেই। তোমার ব্যক্তিগত কি চাই বল।

হ্যামিল্টন্। Your Majesty, জাতির প্রশ্নে ইংরেজের কোন ব্যক্তি-গত প্রশ্ন থাকিতে পারেনা। আপনি হামাদের—ইংরেজদের প্রার্থনা পূরণ করিলেই হামি সুখী হইব।

ফারুক। বেশ, বল তোমরা কি চাও।

হ্যামিল্টন্। হামরা, ইংরেজরা সাতসমুদ্র তের নদী পার হইয়া বাণিজ্য করিতে আসিয়াছে আপনার সাম্রাজ্যে। লেকেন পা রাখিবাব মত হামাদের কোন স্থান নাই। তাই হামার প্রার্থনা ইংরেজদের জন্য কিছু জায়গা দিন যেখানে হামরা কুঠি নির্ম্মাণ করিতে পারে।

ফারুক। বেশ, আমার সাম্রাজ্যের মধ্যে যে কোনও স্থান তুমি বেছে নাও।

শা-আলম্। বেগর তক্ত আউর্ জাফ্রান্।

মিরজুমলা। তার অর্থ কি হল কবি?

শা-আলম্। তার অর্থ—দুটি স্থান বাদ দিয়ে যেখানে খুসী নিতে পার। প্রথমে, যেখানে তক্ত অর্থাৎ ঐ ময়ূর সিংহাসন আছে সেই স্থান ছাড়া, কারণ তাহলে ময়ূর সিংহাসন হারাতে হয় সম্রাটকে। আর দ্বিতীয়তঃ, যেখানে জাফরান্ হয় অর্থাৎ কাশ্মীর। আপনারা জানেন

জাফরানের জন্য কাশ্মীর থেকে সাম্রাজ্যের বেশীর ভাগ রাজস্ব আসে। সেটা বন্ধ হলে মোঘল সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ভেঙ্গে যাবে।

ফারুক। ঠিক বলেছো কবি, তোমায় ধন্যবাদ।

হ্যামিল্টন। Your Majesty, আপনি আদেশ করুন যাতে সুতানটি, গোবিন্দপুর আর মাদ্রাজের কাছে কিছু স্থান হামরা কিনে নিয়ে বাস করতে পারি। আব আপনার সাম্রাজ্যেব যে কোন স্থানে I mean হিন্দুস্থানে ব্যবসাবাণিজ্য করিতে পারি। আর যদি Your Majesty ইচ্ছা করেন তবে বাংলায় হামাদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিন। We shall ever pray for Your Majesty. প্রতি-বৎসর হামাদের কোম্পানী আপনাকে তার জন্য তিনহাজার টাকা দিবে। আর সুরাট্ থেকেও হামাদের Custom duty উঠাইয়া লইতে হইবে —হামরা তার জন্য আপনার দেওয়ানীতে বছরে দশহাজার টাকা দিবে। আউর হামাদের কোনই প্রার্থনা নাই।

আযদুল্লা। সম্রাট্ এই সঙ্গে বাংলাব মুর্শিদকুলি খাঁর কথাটাও স্মরণ রাখবেন। করিমাবাদের প্রতিশোধ—

ফারুক। (উঠিয়া) সাহেব, সত্যই তুমি মহাত্মা—নিজের জন্য কোন কিছু না চেয়ে তোমার স্বজাতির জন্য প্রার্থনা করছো। কে জানে ভারতবাসী কবে এমনি করে স্বজাতির জন্য চিন্তা করবে। বেশ, তোমার সর্ব প্রার্থনাই আমি পূর্ণ করবো। এখনি ফরমান জারী করছি —আজ থেকে ইংরেজ আমার সাম্রাজ্যে—সমগ্র হিন্দুস্থানে বাণিজ্য করতে পারবে আর বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করতে পারবে। (হ্যামিল্টনের ইঙ্গিতে নেপথ্যে ইংরেজদের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সম্রাট্ সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিতে আসিতে) জানি না ভুল করলাম কি ঠিক করলাম বিদেশীকে বাণিজ্যের অবাধ অধিকার দিয়ে। কিন্তু আমি সম্রাট ফারুকসিয়র—যে আমার প্রাণ দিয়েছে তাকে আমার

অজেয় কিছুই নেই। আল্লা, তুমি দেখো—আমার হিন্দুস্থান, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাসভূমি যেন কখনও বিদেশীর হস্তে না যায়—কখনও যেন স্বাধীনতা না হারায়। যদি আমার ভুলের জন্য মা, কোন-দিন তোমায় শৃঙ্খলিত হতে হয় তবে আবার আমি জন্মগ্রহণ করবো—আবার আমি তোমার কোলে ফিরে আসবো—নিজের প্রাণ দিয়েও জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা দিয়ে তোমার শৃঙ্খল মোচন করবো।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[লালকেল্লার অন্দরমহলের একটি সুসজ্জিত কক্ষ। সময় সন্ধ্যা। ফারুক-উন্নিসা কুর্নিশ করিয়া বাদশা ফারুকসিয়রকে আমন্ত্রণ করিল নিজ কক্ষে।]

উন্নিসা। আসুন আসুন সম্রাট্। আপনাকে আজ এত ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে কেন জনাব? নতুন সাদী করেছেন, এ সময়ে কি এত বিষণ্ণ থাকতে আছে?

ফারুক। তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ?

উন্নিসা। না জাঁহাপনা।

ফারুক। তবে নতুন সাদী করে আমি যে খুব সুখী হয়েছি এ ধারণাই বা তোমার হ'ল কেমন করে?

উন্নিসা। আমি ঠিক সে অর্থে বলিনি। আপনার কর্ত্তব্যের কথাই শুধু স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলুম। রাঠোর নন্দিনী তো কোন দোষ করেনি, কাজেই তাকে অবজ্ঞা করবার কোন অর্থই হয় না। এখানে না এসে আপনার এখন তার মহলেই যাওয়া উচিত ছিল।

ফারুক। জানি উন্নিসা, রায় ইন্দর কুনয়ার এখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী—বাদশার বেগম। কিন্তু তিনি ফারুকসিয়রের কেউ নন্। মোঘলহারেমে তাঁর অমর্য্যাদা হবে না। বাদশা যেমন ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়েছেন তিনিও তেমনি রাজনৈতিক কারণে নিজেকে বলি দিয়েছেন। সুতরাং—

উন্নিসা। তবু বলবো জাঁহাপনা, আপনার এখন তার মহলেই যাওয়া উচিত।

ফারুক। কেন?

উন্নিসা। রাষ্ট্রের স্বার্থে।

ফারুক। রাজপুতদের সঙ্গে মিত্রতা করে নিজেকে শক্তিশালী করতে—এই তো?

উন্নিসা। হাঁ। সেই মিত্রতাকে দৃঢ় করতে হলে রাঠোর নন্দিনীকে সন্তুষ্ট রাখতে হবে বৈকি। মনের দিক দিয়ে না হলেও মানের দিক দিয়েও তার প্রয়োজন আছে।

ফারুক। হয়তো আছে। তুমি হয়তো মহারাজ অজিতসিংহের কথা ভেবেই এ কথা বলছো। মানুষ চেনবার যদি এতটুকুও আমার ক্ষমতা থাকে তবে আমার ধারণা একমাত্র নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কারও স্বার্থের প্রতি তাঁর নজর নেই। কন্যার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র মমতা আছে কিনা সন্দেহ। ইন্দর কুনয়ারের জন্য দুঃখ হয়। তাকে আমি যোগ্য মর্য্যাদা দিলেও তার পিতার মনস্তুষ্টি হবে কি না সন্দেহ।

উন্নিসা। সে দিক্ দিয়ে বিচার করতে বলছি না। তাঁর কন্যাকে আপনি ভালবাসছেন এটা নিয়ে মাথা না ঘামালেও তাকে মর্য্যাদা দিয়ে যোধপুরকেই মর্য্যাদা দিচ্ছেন কি না এটা নিশ্চয়ই তিনি লক্ষ্য রাখবেন।

ফারুক। তুমি শুধু আমার বেগম নও উন্নিসা, তুমি আমার মন্ত্রীও। বেশ, তোমার পরামর্শ মতই চলবো। কিন্তু আজ আমি বড়ই ক্লান্ত।

উন্নিসা। কেন, কি হয়েছে?

ফারুক। তোমার কথাই ঠিক উন্নিসা। তক্তে তাউসের নীচে ষড়যন্ত্র, হীন চক্রান্ত আর হিংসা—শান্তির স্থান নেই ওখানে। তাই আমি ক্লান্ত—বড়ই ক্লান্ত। এবার আমি বিশ্রাম চাই, ভুলে থাকতে চাই এই জঘন্য রাজকার্য্য। তুমি—তুমি আমায় বিশ্রাম দাও উন্নিসা।

উন্নিসা। আজ আর তা সম্ভব নয় জাঁহাপনা।

ফারুক। ভুল করেছি বলে তুমিও শাস্তি দেবে?

উন্নিসা। না না, সে জন্য নয়। এখন আপনার ফিরে আসা চলে না। জীবনে সমাপ্তি আছে, থামা চলে কিন্তু পিছনে ফিরে যাওয়া যায় না।

ফারুক। কেন?

উন্নিসা। মানুষ প্রথমে ক্ষমতার লোভেই রাজকার্য্য গ্রহণ করে। কিন্তু ক্ষমতা পাওয়ার পরই দেখা যায় ক্ষমতা রক্ষা করা খুবই কঠিন। তাকে রক্ষা করতে হলে দায়িত্ব পালন করতে হয়। আর সে দায়িত্ব পালন করতে হলে নিজের সুখ শান্তি বিসর্জন দিতে হয়। সুতরাং দায়িত্ব যখন গ্রহণ করেছেন ক্লান্ত হলেও বিশ্রাম নেওয়া চলবে না।

ফারুক। এমন কোন দাসখৎ লিখে দিই নি।

উন্নিসা। ক্ষমা করবেন জাঁহাপনা, আপনাকে উপদেশ দেওয়ার স্পর্দ্ধা আমার নেই। কিন্তু সুখে দুঃখে যখন আমাকে সহধর্ম্মিণী বলে গ্রহণ করেছেন তখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি—দায়িত্ব গ্রহণ করে তা পালন না করা অন্যায়। সেটা শুধু রাষ্ট্রের নয়, শাসকেরও সর্ব্বনাশ ডেকে আনে। যুগে যুগে এরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। বেশী দিনের কথা নয়—জাহান্দার শা নিজের জীবন দিয়ে কি দেখিয়ে যান নি যে দায়িত্ব গ্রহণ করে তা পালন না করার কি পরিণাম?

ফারুক। জাহান্দার শা দুর্ব্বল ছিলেন।

উন্নিসা। দায়িত্ব পালন না করলে দুর্ব্বলতা যে আপনিই আসে জাঁহাপনা।

ফারুক। তুমি বুঝতে পারছো না, আমি বড়ই ক্লান্ত।

উন্নিসা। ক্লান্তির কাছে নতি স্বীকার করলে চলবে না জাঁহাপনা।

ফারুক। না, না আমি আর পারছি না। তুমি আমাকে সিরাজী দাও। কিছুক্ষণের জন্য আমাকে সব ভুলে থাকতে দাও।

উন্নিসা। কি হয়েছে এবার বলুন জাঁহাপনা।

ফারুক। (দৃঢ়তার সঙ্গে) অন্দর মহল বিলাসের স্থান, রাজ-কার্য্যের নয়।

উন্নিসা। কিন্তু স্ত্রী তো শুধু নর্ম্মসহচরী নয়—সে অর্দ্ধাঙ্গিনী, দায়িত্বের ভাগ তারও।

ফারুক। (বিদ্রূপের স্বরে) স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী খৃস্টানদের—হিন্দু বা মুসলমানদের নয়—কারণ তারা বহুবিবাহ করে।

গমনোদ্যত

উন্নিসা। যাবেন না সম্রাট্।

ফারুক। আমার বিশ্রামের প্রয়োজন। তোমার এখানে যখন সে প্রয়োজন মিটবে না তখন আমি নর্ত্তকীমহলে চললাম। সেখানে সুরা আর নারী আমাকে সব ভুলিয়ে দেবে।

উন্নিসা। কিন্তু পাটনার প্রাসাদে আপনি আমাকে কি কথা দিয়েছিলেন?

ফারুক। কি?

উন্নিসা। আমাকে অস্বীকার করবেন না।

ফারুক। অস্বীকার তোমাকে আমি করি নি, তুমি আজ আমাকে করলে। (পুনরায় গমনোদ্যত)

উন্নিসা। একটু অপেক্ষা করুন জাঁহাপনা, আমি আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করছি। (প্রস্থান)

ফারুক। "প্রিয় পরিচিত যত চারুমুখগুলি
বলো আজ লুকালো কোথায়?

বলো কোথা কোন দেশে গেল বুলবুলি—
গোলাপ সে ঝরে কোথা যায় ?
জিজ্ঞাসিনু এই প্রশ্ন জ্ঞানীরে যে দিন
কহিল সে দ্বিধালজ্জাহীন
সুরা পানে চিন্তা করো দূর,
তারা যেথা চলে যায়—চিরদিন অজ্ঞাত সে পুর।"

(রায় ইন্দর কুনয়ারের হস্তধারণ করিয়া ফারুকউন্নিসার প্রবেশ)

উন্নিসা। জাঁহাপনা, আমার ভগ্নী ইন্দর আপনার বিশ্রামের ব্যবস্থা করবে। আসি ভগ্নী।

(প্রস্থান)

ফারুক। ইন্দর, (ইন্দর নীরবে বাদশার দিকে চাহিল) আমাকে তোমার ভাল লেগেছে ইন্দর ? (ইন্দর লজ্জায় মাথা নত করিয়া হাসিল) মোঘল বাদশা বহুপত্নীক জেনে তোমার দুঃখ হয় না ?

ইন্দর। রাজপুতরাও বহুদাব জাঁহাপনা।

ফারুক। তোমার কাছে আমি যাইনি বলে অভিমান হয়েছে ?

ইন্দর। আমি জানি সম্রাট্।

ফারুক। জান—কি জান ?

ইন্দর। আপনি সম্রাট। আপনার বহু কাজ। বেগমদের মনো-রঞ্জন করা সম্রাটের পক্ষে সব সময়ে সম্ভবপর নয় আর অভিপ্রেতও নয়। আর আমাদের জীবনও যে বিলাসের জন্য নয় এ শিক্ষাও আমরা পেয়েছি।

ফারুক। আচ্ছা ইন্দর, একটা প্রশ্ন করবো ?

ইন্দর। আদেশ করুন জাঁহাপনা।

ফারুক। এই মুহূর্ত্তে তোমার সবচেয়ে আপনার কে ?

ইন্দর। এ প্রশ্ন কেন খোদাবন্দ ?

ফারুক। ধরো এমনিই।

ইন্দর। আপনি কি রাজপুত রমণীদের কথা শোনেন নি ? আপনি কি জানেন না যে স্বামী ছাড়া তাদেব অন্য কোন ধারণা নেই ? জীবনে মরণে তাদের সমস্তই কেবল স্বামী ?

ফারুক। ধরো, যদি কখনও আমি তোমাকে অনাদর করি ?

ইন্দর। অনাদর কবলেও স্বামী স্বামীই। অন্য কোন কথা রাজপুত রমণী শেখে নি জাঁহাপনা। যতো অনাদরই পাক্ তবু রাজপুত রমণী হাসতে হাসতে তাব স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জ্জন দেয়। বিবাহিতা রাজপুত নারী যে স্বামী ছাডা আর কিছু ভাবতে পারে না জাঁহাপনা।

ফারুক। আচ্ছা ইন্দর, আমার জন্য প্রয়োজন হলে তুমি কি করতে পার ?

ইন্দর। আপনার জন্য প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে পারি—আবার প্রয়োজন হলে আত্মবিসর্জ্জনও দিতে পারি।

ফারুক। (তাহাকে আরও নিকটে আকর্ষণ করিয়া) আচ্ছা ইন্দর—

ইন্দর। বলুন সম্রাট্।

ফারুক। তোমার পিতাকে তোমার কিরূপ মনে হয় ?

ইন্দর। এ প্রশ্ন কেন জাঁহাপনা ?

ফারুক। তোমার পিতা কি প্রয়োজন হলে তোমার জন্য সব কিছুই করতে পারেন ?

ইন্দর। জাঁহাপনা, আপনি আমার স্বামী—সুতরাং আপনার

কাছে কিছুই গোপন রাখা উচিত নয়। আমার পিতা নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বোঝেন না। যেদিন আমার বিবাহ হয়েছে সেদিনই— আমি পর হয়ে গেছি। (বাদশা নত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিল) জাঁহাপনা—

ফারুক। বলো।

ইন্দর। সম্রাট্, আমার পিতা যাই হন্ আমি তো আপনার। প্রয়োজন হলে পিতার বিরুদ্ধেও আমি আপনার জন্য অস্ত্র ধারণ করতে পারি।

ফারুক। আমি তা জানি ইন্দর, আমি তা জানি। এইটুকুই আমার সান্ত্বনা। চারিদিকে শঠতা, হীনচক্রান্ত আর নানা পঙ্কিলতার মধ্যেও তুমি আর ফারুকউন্নিসা—দুটি নিষ্কলঙ্ক নিষ্পাপ কমল চেয়ে আছে আমারই দিকে—এটাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বাংলার নবাবের অন্তঃপুরের একটি কক্ষ। জিন্নৎউন্নিসা আপন সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতে প্রসাধনে মগ্ন। সময় সন্ধ্যা]

জিন্নৎ। বাংলার নবাবের একমাত্র কন্যা হয়েও আজ আমি সুখী নই। রূপ, যৌবন—কোনটাই বা আমার অভাব? আমার কৃপাকটাক্ষ লাভ করতে বাংলার যুব সম্প্রদায় আজ ব্যাকুল। অথচ নিজের স্বামী—সুজাউদ্দৌলা একবার ফিরেও চাইলে না। উড়িষ্যায় সুরা আর নর্ত্তকী নিয়ে সে মশ্‌গুল্‌। যাক্‌—যাক্‌ সে নরকের পথে—তার কথা আর ভাববো না। তালাক সে দেয় না কেন—কেন? বোধহয়—বোধহয় কেন নিশ্চয়ই বাংলার মসনদের দিকে তার নজর। যাক্‌ তার কথা আর ভাববো না। কিন্তু সেনাপতি শোভনলাল এখনও এলো না কেন? জনাবৎ খাঁর মৃত্যুর পর করিম খাঁ আজ বাংলার সিপাহ্‌শলার আর তারই সহকারী এই শোভনলাল। কি বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা—কিন্তু কি উদার। আমারই কৃপায় সাধারণ সৈনিক থেকে আজ সে একজন সেনাপতি, কিন্তু তবুও তাকে আমার কৃপাভিখারী বলে মনে হয় না—আমার কথাটাও সে উপেক্ষা করে। আমি দেখতে চাই কত সাহস এই হিন্দু যুবকের—বাংলার নবাব-নন্দিনী সুন্দরী জিন্নৎউন্নিসার প্রেম সে উপেক্ষা করে।

[ধীরে ধীরে শোভনলালের প্রবেশ)

শোভনলাল। সাহাজাদী, আমায় স্মরণ করেছেন?

জিন্নৎ। এসো এসো শোভনলাল—তোমার জন্যই অপেক্ষা করে আছি।

শোভনলাল। আদেশ করুন—

জিন্নৎ। আদেশ না করলে কি আসতে নেই?

শোভনলাল। তা কেমন করে সম্ভব? আপনি বাংলার নবাবের আদরিণী কন্যা—বাংলার ভাবী উত্তরাধিকারিণী। নবাবের পুত্র নেই—তার ওপর বৃদ্ধও হয়েছেন। তাই তো তিনি বুদ্ধিমতী কন্যার পরামর্শেই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আর নবাবনন্দিনীও রাজকার্য্যে অন্তঃপুর পরিত্যাগ করে সর্ব্বজন সমক্ষে আসতে পেরেছেন। কাজেই আমার মত একজন সামান্য সৈনিকের পক্ষে কেমন করে নবাবনন্দিনীর পবিত্র হারেমে প্রবেশ করা সম্ভব? আর সে স্পর্দ্ধাও আমার নেই।

জিন্নৎ। সে কি শোভনলাল? তুমি তো আজ সামান্য সৈনিক নও?

শোভনলাল। তা জানি সাহাজাদী। আপনারই কৃপায় আজ আমি বাংলার সেনাপতি। তার জন্য আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।

জিন্নৎ। কৃতজ্ঞ—কৃতজ্ঞ—কে চেয়েছে তোমার কৃতজ্ঞতা? শোভনলাল, তুমি এত ছেলেমানুষ নও যে বাংলার নবাবনন্দিনীর কৃপাকটাক্ষের পরিবর্ত্তে দেবে কেবল কৃতজ্ঞতা। আমার রূপ—আমার যৌবন কি তোমাকে মুগ্ধ করতে পারে না? শোভন, (তাহার নিকটে আসিয়া) শোভন, আর আমাকে দূরে রেখ না। তোমার জন্য—(শোভনলাল মস্তক অবনত করিল) একি তথাপি নীরব? এসো শোভন—(তাহার হস্ত ধারণ করিল)।

শোভনলাল। ক্ষমা করুন সাহাজাদী, তা হয় না। আমি হিন্দু, যবন কন্যা গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জিন্নৎ। সে কি শোভনলাল, প্রেমের কাছে কি জাত তুচ্ছ নয়? তাছাড়া এ কথা ভুলো না আমার কৃপায় তুমি আজ বাংলার সেনাপতি। বাংলার নবাব বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর পুত্র নেই। জামাতা সুরাসক্ত—কে বলতে পারে একদিন বাংলার মসনদ তোমার হবে না?

শোভনলাল। না, তা হয় না। যবনকন্যা গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমাকে আর লোভ দেখাবেন না।

(গমনোদ্যত)

জিন্নৎ। দাঁড়াও, তোমাকে মাথায় রাখতে চেয়েছিলুম কিন্তু তুমি তার উপযুক্ত নও—তোমাকে পদদলিত করাই কর্ত্তব্য। এই মুহূর্ত্তে যদি তোমায় পদদলিত করি কে তোমাকে রক্ষা করবে ?

শোভনলাল। ভয় দেখাচ্ছেন ? আমি বাঙ্গালী—আমি হিন্দু—ভয় কাকে বলে তা আমরা শিক্ষা করিনি। এই তরবারি সর্ব্বক্ষেত্রে আমার সহায়—বহু যুদ্ধক্ষেত্রে এই তরবারিই আমাকে রক্ষা করেছে—এই তরবারিই আমাকে রক্ষা করবে নবাবনন্দিনী—

(দ্রুত প্রস্থান)

জিন্নৎ। এতো স্পর্দ্ধা এই কাফের কুত্তার ! জানে না যে জিন্নৎ-উন্নিসার বিরুদ্ধভাজন হয়ে একদিনও এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা যায় না ! মূর্খ জানে না যে সাপের লেজে পা দিলেই সেই দলিতভুজঙ্গিনী ফণা বিস্তার করে ওঠে। আর তার সেই দংশনের তীব্র জ্বালা কোন মানুষের পক্ষেই সহ্য করা সম্ভব নয়। এই কে আছিস ? (বৃদ্ধ নবাবের উত্তেজিতভাবে একটি ফরমান্ লইয়া প্রবেশ) একি, আব্বাজান, আপনি—আপনি এতো উত্তেজিত কেন ? বসুন পিতা—

মুর্শিদকুলি। বসবো ? বসবো—হাঁ এবার আমাকে বসতেই হবে।

জিন্নৎ। কি হয়েছে পিতা

মুর্শিদকুলি। গেল, গেল—সব গেল। আমার সাধের বাংলা—সাধের মুর্শিদাবাদ আর রক্ষা করা গেল না।

জিন্নৎ। সে কি? কে আক্রমণ করেছে বাংলা?

মুর্শিদ। আক্রমণ, আক্রমণ তো কেউ করেনি জিন্নৎ। কিন্তু এ যে আক্রমণের চেয়েও ভীষণ। আর তো বাংলাকে রক্ষা করা গেল না। আমার সাধের বাংলা—আমার সোনার বাংলা—

জিন্নৎ। উত্তেজিত হবেন না পিতা। বলুন কি হয়েছে?

মুর্শিদ। ও, তোকে এখনও বলা হয়নি। আমার চিরশত্রু ফারুকসি'র সম্রাট হয়েই ফরমান্ জারী করেছে—ইংরেজ বেনিয়া বিনাশুল্কে বাংলায় অবাধে বাণিজ্য করতে পারবে। আর—

জিন্নৎ। আর কি পিতা?

মুর্শিদ। গঙ্গার ধারে সুতানটি ও গোবিন্দপুর গ্রামে তারা কুঠি নির্ম্মাণ করতে পারবে।

জিন্নৎ। ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানা আমাদের বিনা অনুমতিতে বাংলার বুকে কুঠি নির্ম্মাণ করবে?

মুর্শিদ। তাই তো, বড়ই বিপদ জিন্নৎ। তারা এখনও আসছে না কেন? (করিম খাঁ ও শোভনলাল প্রবেশ করিয়া কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইল। জিন্নৎউন্নিসা শোভনলালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইল। শোভনলাল নতমস্তকে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।) এসো, এসো, তোমরা এসেছো—তোমাদের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।

করিম। আদেশ করুন নবাব সাহেব।

মুর্শিদ। আদেশ করবো? আদেশ করবার দিন বোধহয় ফুরিয়ে এসেছে। তুমি শুনেছো তো করিম খাঁ, বাদশা ফারুকসিয়র, আমার চিরশত্রু ফারুক আবার নতুন এক ফরমান্ জারী করেছে। তুমি শুনেছো শোভনলাল?

শোভনলাল। এইমাত্র সৈন্যাধ্যক্ষ করিম সাহেবের নিকট অবগত হলাম জনাব।

মুর্শিদ। ফারুকশিয়র পাটনা থেকে একবার আদেশ করে পাঠায় যে বাংলার রাজস্ব বাদশা জাহান্দার শাকে না দিয়ে ওকেই দিতে হবে।

করিম। তার জবাব তো সে করিমাবাদের প্রান্তরেই পেয়ে গেছে।

মুর্শিদ। হাঁ, সে কথা সে ভোলেনি। তাই তক্তে তাউসে বসেই সে এই ফরমান্ জারী করেছে। এই ফরমান্ মেনে নিলে—

জিন্নাৎ। কি বলছেন পিতা, এতবড় অপমান বাংলার নবাব মেনে নেবেন? বাংলার নবাব মোঘলকে রাজস্ব দেন বটে কিন্তু তিনি স্বাধীন—বাংলা আজ স্বাধীন সুবা—দিল্লীর অন্তর্গত নয়। তার সেই স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে—বাংলার নবাবের সঙ্গে পরামর্শ না করে ইংরেজ বেনিয়াকে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করবার অধিকার দিয়ে সম্রাট অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করেছেন।

করিম। আমার মনে হয় নবাব কখনও এই অন্যায় আদেশ মাথা পেতে নেবেন না।

শোভনলাল। তাতে যদি বাদশার বিরুদ্ধে—ফারুকশিয়রের বিরুদ্ধে আর একবার যুদ্ধ করতে হয় বাংলার নবাব দ্বিধা করবেন না।

জিন্নৎ। শুধু তাই নয়। আপনি কি মনে করেন পিতা যে ইংরেজ বেনিয়া শুধু অবাধ বাণিজ্য করে আর বাংলার বুকে কুঠি নির্ম্মাণ করে নীরবে বসে থাকবে? পররাজ্যলোভী এ বেনিয়া যে একদিন বাংলাকে গ্রাস করবে না কে বলতে পারে?

মুর্শিদ। তাহলে কি আমরা এই ফরমান্ মেনে নেব না?

জিন্নৎ। কিছুতেই নয়। এই ফরমান্ মেনে নেওয়া মাত্রেই

বাংলার সর্ব্বনাশ করা। এই ফরমানের জবাবে আজ থেকে আমরাও মোঘল বাদশাকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করবো।

মুর্শিদ। তার অর্থ আমরা বিদ্রোহ করবো?

জিন্নৎ। বিদ্রোহ! এর নাম কি বিদ্রোহ করা? সম্রাট্ যদি মতিচ্ছন্ন হয়ে হিন্দুস্থানের একেকটা সুবা বিলিয়ে দেন তাহলে কি সেই সুবেদার তাঁর সেই আদেশ মেনে নিতে বাধ্য? আর তাছাড়া দিল্লীর বাদশা এখন একদিকে মারাঠা, একদিকে রাজপুত আর এক দিকে শিখ—এই তিন শত্রু নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এই সুযোগে—

করিম। ঠিক কথা নবাবসাহেব, বাদশা আজ মতিচ্ছন্ন, কাজেই তাঁর এই অন্যায় জুলুম আমরা মেনে নিতে পারি না।

মুর্শিদ। বেশ, তবে তাই হক। দিল্লীর বাদশাকে, আমার চিরশত্রু ফারুকসিযরকে জানিয়ে দি, আমরা তোমার আদেশ, তোমার ফরমান্ মানি না—আমরা বিদ্রোহী।

শোভনলাল। স্বাধীন বাংলার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার জবাব আমি নিজে দিল্লী গিয়ে দিয়ে আসতে চাই জনাব। আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন নবাবসাহেব।

মুর্শিদ। সে কি যুবক, তোমায় যে আমি পুত্রতুল্য স্নেহ করি। দিল্লীতে এই বার্ত্তা নিয়ে যাওয়া যে কিরূপ বিপদের কার্য্য তা কি তুমি বুঝতে পারছঁ না? না না, তা হয় না শোভনলাল। দিল্লীতে অন্য কোন দূত পাঠালেই চলবে।

জিন্নৎ। সে কি পিতা? হিন্দু শোভনলাল বীর—সে যখন নিজেই এই কার্য্য করতে উৎসুক তখন তাকেই পাঠান হক। দাঁড়ান পিতা, আমি আপনার পত্র লিখে নিয়ে আসি, আপনি শুধু দস্তখৎ করে দেবেন। (প্রস্থান)

করিম। (স্বগত) তাইতো, শোভনলাল এই কার্য্য কেন করতে

চায় আর নবাবনন্দিনীই বা তাকে এই সাক্ষাৎ মৃত্যুর পথে ঠেলে দিতে ব্যস্ত কেন? অথচ এই জিন্নৎউন্নিসাই একদিন—তবে কি, না, তাই বা কি করে সম্ভব। জনাব, আমারও মনে হয় এই কার্যে অন্য কাউকে পাঠালে ভাল হয়। এ যে মৃত্যুর হাতে শোভনলালকে ঠেলে দেওয়া। তার চেয়ে—

(জিন্নৎউন্নিসার পত্র লইয়া প্রবেশ)

জিন্নৎ। এই নিন পিতা, এইখানে দস্তখৎ করুন।

মুর্শিদ। দস্তখৎ করছি। কিন্তু এই বিপদের কাজে শোভনলালকে না পাঠালে কি চলতো না?

শোভনলাল। দিন্ দিন্, আমি এখনই দিল্লী যাত্রা করছি। (পত্র লইয়া দ্রুত প্রস্থান)

মুর্শিদ। চলে গেল। কি জানি, ভাল করলাম কি মন্দ করলাম। খোদা তুমি দেখো।

করিম। আমি তাহলে আসি জনাব। (কুর্নিশ করিয়া প্রস্থান)

জিন্নৎ। আসুন পিতা, এইবার বিশ্রাম গ্রহণ করবেন চলুন। [প্রথমে জিন্নৎ, পিছনে মুর্শিদকুলি খাঁ অগ্রসর হইয়া চলিতে চলিতে]

মুর্শিদ। একদিকে চিরশত্রু ফারুকসিয়র, আর একদিকে ইংরেজ বেনিয়া কোম্পানী। জানি না খোদা, আমার সোনার বাংলার স্বাধীনতা থাকবে কি না।)]

———

তৃতীয় দৃশ্য

(লালকেল্লার শিস্‌মহল। লালকুমারী নাই কিন্তু শিস্‌মহল ঠিক পূর্ব্বের মতই সজ্জিত। সেখানে স্থান পাইয়াছে প্রধানা বাঈজী রোসেনারা। সৌন্দর্য্যে লালকুমারীর চেয়ে কোন অংশে হীন নয়, হয় তো আরও একটু উজ্জ্বল। সম্রাট ফারুকসিয়র তাহার নতুন মোসাহেব কাবলেশ খাঁর সহিত প্রবেশ করিল। কাবলেশ খাঁ আর এনায়েৎ খাঁ একই ব্যক্তি। সময়—সন্ধ্যা।)

কাবলেশ। আসুন সম্রাট্, আসুন। আজ এমন আমোদের ব্যবস্থা করেছি—

ফারুক। চমৎকার! তোমার কথাবার্ত্তায় আমার বেশ আমোদ হয়।

কাবলেশ। আজ্ঞে সে তো নিরামিশ।

ফারুক। নিরামিশ—নিরামিশ কি রকম?

কাবলেশ। আজ্ঞে জাঁহাপনা, সে অনেকটা এই হিঁদুদের মাংস খাওয়া। তারা মাংস খাবে তবু পেঁয়াজ খাবে না। বলে নিরামিশ মাংস।

ফারুক। বেশ বলেছ, হাঃ হাঃ হাঃ, বেশ বলেছ—নিরামিশ মাংস।

কাবলেশ। আজ্ঞে জাঁহাপনা, তাই বলছিলাম আমার কথায় যদি খোদাবন্দ্ আমোদ পান সে তো ঐ নিরামিশ মাংস। তার সঙ্গে যদি টাক্‌না না দেওয়া হয়—মানে তার সঙ্গে যদি সুন্দরীর নাচ আর সরাপ না থাকে তো সে ঐ নিরামিশ মাংস। তাইতো জাঁহাপনাকে নিয়ে এলাম এই শিস্‌মহলে। এখানে হুজুর এমন আমোদের ব্যবস্থা করে রেখেছি যে জাঁহাপনার আর কিছুতেই মন বসবে না।

ফারুক। বসো, বসো। তোমার নামটা এখনও আমার ঠিক রপ্ত হয়নি। কি যেন বল্‌লে—কাবুল খাঁ—

কাবলেশ। আজ্ঞে না হুজুর, এই বান্দার নাম কাবলেশ খাঁ, আমার পিতার নাম মবলেশ খাঁ, আর আমার পিতামহ কমলেশ্—

ফারুক। সে কি কাবলেশ্ খাঁ, তোমার পিতামহের নাম কমলেশ্? ও নামটায় যেন হিঁদু হিঁদু গন্ধ রয়েছে।

কাবলেশ। ঠিক ধরেছেন জাঁহাপনা। আমার নানা হিঁদু ছিলেন। তাইতো আমি ঐ হিঁদুদের দেখতে পারি না। আমি যদি বাদশা হতাম তো ঐ হিঁদুদের একেবারে কাবাব বানিয়ে ফেলতাম।

রোসেনারা। সম্রাটের জয় হ'ক (কুর্ণিশ করিয়া)—জাঁহাপনা কি পথ ভুলে এই নর্ত্তকীমহলে?

ফারুক। কেন বাঈজী, মোঘল বাদশারা কি কখনও নর্ত্তকীমহলে আসেন নি?

রোসেনারা। আসবেন না কেন? অনেকেই এসেছেন। কিন্তু তার ব্যতিক্রমও ছিল। সম্রাট্ আলমগীর ছিলেন সেই ব্যতিক্রম। তিনি কখনও সুরা স্পর্শ করেন নি, আর নর্ত্তকীমহলের পথেও পা বাড়ান নি। জাঁহাপনাকেও আমরা সেই রকম ব্যতিক্রম বলেই ধরে নিয়েছিলাম কারণ আলমগীরের মতই জাঁহাপনাও গোঁড়া মুসলমান। তাঁর মতো আপনিও জিজিয়া—

ফারুক। জিজিয়া, জিজিয়া, এখানেও জিজিয়া? কি বলতে চাও বাঈজী?

কাবলেশ। কিছু না, কিছু না। ও সব বাজে ঝুট্‌ঝামেলায় কান দেবেন না হুজুর। আমি এখনই আপনার জন্য সিরাজী নিয়ে আসছি।

ফারুক। বলো বাঈজী, তুমি কি বলতে চাইছিলে?

রোসেনারা। গোস্তাকি মাপ্ করবেন খোদাবন্দ্। আমি ভেবে-ছিলাম আপনি যখন আবার জিজিয়া কর স্থাপন করেছেন তখন আপনিও আলমগীরের মত গোঁড়া মুসলমান। কাজেই আপনিও নর্ত্তকীমহলে আসবেন না।

ফারুক। আমি মুসলমান, কিন্তু আলমগীরেব মত চির বৃদ্ধ নই। আমি যৌবনকে উপভোগ কবতে চাই। শাকী আর সিবাজী আমি অবহেলা করি না। দাও বাঈজী, আমাকে সিরাজী দাও।

কাবলেশ্। এই যে জাঁহাপনা, আমি দিচ্ছি।

বোসেনাবা। (কাবলেশের হস্ত হইতে সিরাজীর পাত্র লইয়া) আসুন সম্রাট্। (সম্রাট পানপাত্র গ্রহণ করিয়া সবটুকু এক সঙ্গে পান কবিল।)

ফারুক। আঃ, চমৎকাব। চাবিদিকে চক্রান্ত আব ষডযন্ত্রের মাঝে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। দাও দাও, আবও সিরাজী দাও—আমায় ভুলে থাকতে দাও যে আমি হিন্দুস্থানের বাদশা।

রোসেনারা। এই নিন জাঁহাপনা।

ফারুক। আঃ, বড সুন্দর তোমাব সিবাজী আর তাব চেয়েও সুন্দর তুমি। তুমি কি বেহস্তের হুরী ?

রোসেনারা। না জাঁহাপনা। আমি সামান্য নর্ত্তকী। নাম রোসেনারা।

ফারুক। রো-সে-না-রা ?

কাবলেশ। আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা। দেখছেন না সমস্ত শিস্‌মহলটাই একেবারে রোসনাই করে রেখেছে।

ফারুক। কাবলেশ্ খাঁ ঠিকই বলেছে রোসেনারা। দেখো এই রোসনাই যেন কোনদিন আমার জীবন থেকে মুছে না যায়। আমি বড ক্লান্ত রোসেনারা—আমার শান্তি দাও, বিশ্রাম দাও।

কাবলেশ। ব্যাস্, আর বাজে কথা নয়। নাও বাঈজী, এইবার তোমার মনমোহিনী নৃত্য সুরু কর।

রোসেনারা। জাঁহাপনাকে আনন্দ দিতে এই বাঁদী কিছুমাত্র কসুর করবে না। (নৃত্য আরম্ভ হইল। কাবলেশ খাঁ তারই মাঝে মাঝে সরাপের পাত্র হস্তে লইয়া বাঈজীর নকল করিয়া নাচের নানা ঢং করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বাদশাকে সরাপ্ পরিবেশন করিতে লাগিল। নৃত্য শেষ হইলে)

ফারুক। চমৎকার, চমৎকার। এই দুনিয়াতে তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু। দাও আরও সিরাজী দাও। তুমি আমার সহায় থাকলে আর আমার ভয় কি?

(এই সময়ে কবি শা-আলমের প্রবেশ। তাহার পরণে দরবেশ বা ফকিরের বেশ।)

শা-আলম। দশমন্ চে কুনাদ্, চু মেহেরবান্ বাশদ্ দোস্ত—ঠিক বলেছেন জাঁহাপনা। বন্ধু সহায় থাকলে শত্রু কি করতে পারে?

ফারুক। কে কে তুমি?

কাবলেশ। তুমি আবার কোন বেহস্ত থেকে নেমে এলে চাঁদ, সরে পড় সোনার চাঁদ—এখানে ভিক্ষে টিক্ষে হবে না।

শা-আলম। আমি শা-আলম।

ফারুক। কবি শাআলম?

শা-আলম্। ছিলাম কবি। আজ আমি দরবেশ। বড় দুঃখে আজ আমি সাধের দিল্লী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

ফারুক। সে কি কবি, তুমি দিল্লী ছেড়ে—আমাদের ছেড়ে দরবেশ হয়ে চলে যাবে? তোমার কাব্যসুধা আর আমরা পান করতে পাবো না?

শা-আলম। জাঁহাপনার অনুগ্রহছায়ায় থেকে সকলকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছি—হয়তো সফলও হয়েছি। কিন্তু খল ও হিংসুককে সন্তুষ্ট করবার কোন উপায়ই দেখলাম না। তারা আপনার ক্ষতি বা

ধ্বংস ব্যতীত কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। জাঁহাপনার সম্পদ ও সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হউক্।

"কারো মনে যদি ব্যথা নাহি দেই একেবার
হিংসুক তবু কল্যাণ মম চাবে না;
আপনার মনে জ্বলিয়া মরে সে অনিবার,
মরণ ব্যতীত এ জ্বলন তার যাবে না।
হতভাগাগণ সতত করে এ কামনা
বিভব গৌরব অপরের যেন নাহি রয়;
মহান উজ্জ্বল সুরুজের বল কি গোনা
তার কর যদি চামচিকা-চোখে নাহি সয়?
শত চামচিকা হউক অন্ধ ভাল তা
রবির কিরণ কখন না যেন হয় লয়।"

বিদায় জাঁহাপনা, বিদায়—খোদা হাফিজ্। (প্রস্থান। শা-আলম প্রস্থান করিলে কাবলেশ খাঁ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাহার গমন পথের দিকে দেখিয়া)

কাবলেশ। আঃ, বাঁচা গেল। ব্যাটা আমাদের এমন আমোদটা মাটি করে দিলে। নাও, রোসেনারাবাঈ, আর একবার তোমার রোস-নাই দেখিয়ে সম্রাটকে খুস করে দাও।

রোসেনারা। খোদাবন্দ্—

ফারুক। বলো রোসেনকুমারী।

রোসেনারা। একটা কথা বলতে চাই।

কাবলেশ্। আবার কথা কেন?

ফারুক। বলো, কি বলতে চাও বলো, এতো দ্বিধা কেন?

রোসেনারা। সম্রাট্, নর্ত্তকীমহলে আপনি আর আসবেন না, এ স্থান আপনার জন্য নয় জাঁহাপনা।

ফারুক। কেন ?

রোসেনারা। আমার মনে হচ্ছে এতে আপনার কোনই আকর্ষণ নেই, কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা।

ফারুক। কেন, আমি কি তোমাকে অবজ্ঞা করছি ?

রোসেনারা। না জাঁহাপনা। তথাপি আমি নারী। পুরুষের দৃষ্টি দেখলেই বুঝতে পারি সে কি চায়—কোন্ দৃষ্টি কামনামাখা আর কোন দৃষ্টিতে তা নেই সেটা বুঝতে আমার বেগ পেতে হয় না। আপনি আর মিছে নিজেকে বঞ্চনা করবেন না জাঁহাপনা। আপনি বেগম মহলেই ফিরে যান। আমরা বাঈজী, আমরা কামনার ইন্ধন যোগাতে পারি—কিন্তু ভালবাসা—না না, ভালবাসা আমরা দিতে পারি না। আপনি যান—আপনি যান (ক্রন্দনের আবেগে ভাঙ্গিয়া পড়িল।)

কাবলেশ্। এ আবার কি প্যান্ প্যান্ আরম্ভ হল ? জাঁহাপনা, আপনি কিছু ভাববেন না। এই সিরাজীটা খেয়ে ফেলুন।

ফারুক। তাই দাও দোস্ত্। (পান করিয়া) আঃ, আঃ, যন্ত্রণা, অসহ্য যন্ত্রণা (ঢলিয়া পড়িল।)

রোসেনারা। কি হল, কি হল ?

ফারুক। যা হবার তাই হয়েছে। সেই পুরানো ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। আঃ—আঃ—(মূৰ্চ্ছা।)

কাবলেশ। যদি আখের গোছাতে চাও তো এই বেলা সরে পড়। এ মূৰ্চ্ছা আর ভাঙ্গবে না। (প্রস্থান)

রোসেনারা। না না, তা হতে পারে না। বাদশার এই বিপদে তাঁকে ফেলে আমি কিছুতেই যেতে পারি না। যেমন করে হ'ক এঁকে বেগম মহলে পৌঁছে দিতেই হবে। বড় জ্বালায় জ্বলে যে উনি এখানে জুড়োতে এসেছিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য

[লালকেল্লার অন্দরমহলের একটি কক্ষ। প্রার্থনারত অবস্থায় রফিউস্‌শানের বিধবা পত্নী জুবেদা। তাহার বেশভূষা মলিন।]

জুবেদা। মোঘলহারেমের আজ কি অবস্থা। সম্রাট আওরংজীবের বংশধবদেব আজ কি শোচনীয় পরিণাম। জাহান্দার শা একে একে তাঁর ভাইদেব আজিম্ উস্‌শান্, জাহানশা এমন কি আমার স্বামী রফি-উস্‌শানকেও হত্যা কবলেন। কিন্তু এত করেও তিনি নিষ্কণ্টক হতে পারলেন কৈ ? ভ্রাতুস্পুত্র ফারুকসিয়রের হস্তে তাঁকেও নিহত হতে হল—এমনিই ভাগ্যের খেলা। ফারুকসিযর তক্তে তাউসে বসেই সমস্ত সাহাজাদাকে বন্দী করেছেন। কেন জানি না আমার দুই শিশু রফিউদ্-দরাজাত ও রফিউদ্ দৌলোকে কারাগারের বাইরে রেখেছেন। সব্বদাই আমাকে ভযে ভয়ে থাকতে হয়—কখন বা জল্লাদের হস্তে তুলে দিতে হয় আমার দুই পুত্রকে। তাই তো বেগম ফারুকউন্নিসাকে সর্ব্বদা খোসামদ্ করি। খোদা, যার কেউ নেই তার তো তুমি আছ। দুঃখিনীর নয়ননিধি দুটিকে তোমার হাতেই তুলে দিয়েছি, তুমিই তাদের দেখো। আজ কদিন ধরে লালকেল্লার চারিধারেই কেবল যেন কিসের একটা ম্লান ছায়া লক্ষ্য করছি। শোনা যাচ্ছে উজির সাহেব নাকি সম্রাট আলমগীরের পৌত্র সাহাজাদা বিদার দিল্‌কে খুঁজে বেড়াচ্ছেন আর তাকে নাকি বেগম মহলে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। তবে সাহাজাদাকেও হত্যা করা হবে ? খোদা, খোদা, তুমি দেখো, ভয়ে আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে।

[বালক রফিউদ্ দরাজাতের প্রবেশ]

রফি। মা মা, তুমি এখানে আর আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। জান মা, আমি আজ বাদশা হওয়া খেলা খেলছিলাম। আমি যেন বাদশা—

জুবেদা। চুপ্ চুপ্, একি কথা বলছিস্ বাপ্। দেওয়ালেরও কান আছে। কে কখন শুনে ফেলবে—সর্ব্বনাশ হবে। ওরে আমার যে তোরা দুভাই ছাড়া আর কেউ নেই রে!

রফি। কেন মা তুমি ভয় পাচ্ছ? আমি তো বাদশা হতে চাই নি। আমার বন্ধুরা যে খেলবার সময় বল্লে—তুই আমাদের বাদশা হ, তাই তো, নইলে আমি বুঝি বাদশা হতে চাই? (অভিমানে ক্রন্দনোদ্যত)

জুবেদা। ওরে না না। ও কথা বলতে নেই। কে কোথায় শুনতে পাবে। ঐ যেন কার পায়ের শব্দ। (পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল)

রফি। কেন মা শুধু শুধু তুমি ভয় পাচ্ছ? আমার ভাগ্যে যদি বাদশা হওয়া থাকে তা কি তুমি এড়াতে পারবে? (আবদুল্লার প্রবেশ)

আবদুল্লা। ঠিক বলেছো সাহাজাদা, বাদশা হওয়া কার ভাগ্যে আছে কে জানে? (জুবেদা ভীত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পুত্রকে আরও নিবিড় করিয়া ধরিল) ভয় পাবেন না বেগম সাহেবা। আজ দুদিন ধরে আমি সাহাজাদা বিদার দিল্‌কে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সারা লালকেল্লা তন্নতন্ন করে খুঁজেও সাহাজাদার হদিস্ পেলাম না। বেগম মহলে তাকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। বেগমরা মনে করেছেন আমরা বুঝি তাকে হত্যা করবো। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে আমরা সম্রাট আলমগীরের একজন যোগ্য বংশধরের খোঁজ করছি। তাকেই আমরা দিল্লীর মস্‌নদে বসাতে চাই ফাররুকসিয়রকে নামিয়ে এনে।

সাহাজাদা ঠিকই বলেছে—কার ভাগ্যে মসনদ্ আছে কে বলতে পারে ? এসো সাহাজাদা, তোমাকেই আমরা তক্তে তাউসে বসাবো।

(রফিকে ধরিল)

রফি। না না উজির সাহেব, আমি বাদশা হতে চাই না। আমি মার কাজেই থাকতে চাই—আমি সিংহাসনে বসতে চাই না। মা, মা—

জুবেদা। রফি, রফি—(রফি মার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলে আবদুল্লা কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিল।)

আবদুল্লা। কোন ভয় নেই বেগমসাহেবা। আমি আল্লার নামে শপথ করছি আপনার পুত্রকে দিল্লীর মসনদে বসাবো। আপনার পুত্রকে বাদশার মর্য্যাদাযোগ্য বেশে সজ্জিত করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি কুতব-উল্-মুলক্, আমি আপনাকে আবার বলছি, আপনার কোন ভয় নেই। আপনি হবেন বাদশাজননী।

(পুত্রের হস্ত ধরিয়া জুবেদা প্রস্থান করিলে চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া আবদুল্লা দুইবার হাততালি দিলে কাবলেশ খাঁর প্রবেশ।)

কাবলেশ। আদেশ করুন জনাব।

আবদুল্লা। কেল্লার দক্ষিণদিকের ঘরে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর অপেক্ষা করছেন, তাঁকে সসম্মানে নিয়ে এসো। (কাবলেশ খাঁর প্রস্থান) নিজামকে বাজিয়ে দেখতে হবে। নিজামের চোখে একটা স্বাধীনতার স্বপ্নের ঘোর লেগে থাকতে দেখেছি—সেটাকেই কাজে লাগাতে হবে। (নিজামের প্রবেশ) আসুন আসুন নিজাম বাহাদুর, আপনার শারীরিক কুশল তো ?

নিজাম। আপনাদের দয়ায় আমি ভালই আছি। এদিককার কি খবর ?

আবদুল্লা। (চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া) এবার ফারুকসিয়র সম্রাট হতে যাচ্ছেন।

নিজাম। তাই না কি? (বিদ্রূপের হাস্য করিয়া) আর আপনাদের কথামত চলছেন না বুঝি?

আবদুল্লা। আজ্ঞে হাঁ জনাব। এই দেখুন না, জিজিয়া কর—

নিজাম। তা জিজিয়া কর স্থাপনের পরামর্শটা দিলেন কে?

আবদুল্লা। পেয়ারের মিরজুমলা।

নিজাম। তা ভাল কথা। তা জিজিয়া আদায় করতে পারবেন কি?

আবদুল্লা। তিনিই জানেন।

নিজাম। আপনার কি মনে হয়?

আবদুল্লা। আমার মনে হয় এ ব্যবস্থা মুসলমানদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে।

নিজাম। তাহলে কি করবেন ঠিক করেছেন?

আবদুল্লা। সেই পরামর্শের জন্যই তো জনাবকে আমন্ত্রণ করা।

নিজাম। আমার মনে হয় এ কর উঠিয়ে দেওয়া উচিত।

আবদুল্লা। বাদশা যদি না চান?

নিজাম। বাদশাকে বাধ্য করতে হবে।

আবদুল্লা। বাদশা কিন্তু অন্য ব্যবস্থা করেছেন।

নিজাম। কি রকম?

আবদুল্লা। তিনি মেবারের রাণার সঙ্গে সন্ধি করেছেন।

নিজাম। মেবার হিন্দু হয়ে জিজিয়া মেনে নিল?

আবদুল্লা। না, মেবারের ক্ষেত্রে জিজিয়া মুকুব।

নিজাম। তাহলে কেমনধারা কর ধার্য্য হল?

আবদুল্লা। ব্যাপারটা আসলে হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, আপনাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছে।

নিজাম। হাঁ, ব্যাপারটায় তাই মনে হচ্ছে। তা আপনারা কি ঠিক করেছেন ?

আবদুল্লা। আমাদেব মতে (চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া) ফারুকসিয়রকে আর বাডতে দেওয়া যায় না। শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা কবতে হবে—আপনার সাহায্য প্রয়োজন।

নিজাম। কি রকম ?

আবদুল্লা। আপনার উদ্দেশ্য আমাদের অজানা নয়। আমবা জানি দাক্ষিণাত্যে আপনি স্বাধীন হতে চান। আমরা তাতে বাধা দেব না। আর তাছাডা আপনাকে মালবের স্থবেদার করে দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি। তার পরিবর্ত্তে আমরা চাই শুধু আপনার সাহায্য।

নিজাম। বেশ, আমিও প্রস্তুত।

আবদুল্লা। আপনার অধীনে দশহাজাব মারাঠা সৈন্য রয়েছে। তাছাডা আপনাব নিজের সৈন্যও কম নয়। আপনি প্রয়োজন মত আমাদের সাহায্য করবেন। আর যদি সেরূপ প্রয়োজন নাই হয়—আপনি নিরপেক্ষ থাকবেন এই আমাদের প্রার্থনা—বিনিময়ে হায়দ্রাবাদ আর তার সঙ্গে মালব।

নিজাম। বেশ, আমি শপথ করছি—আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকবো। আজ তাহলে আসি। (গমনোদ্যত) কিন্তু দেখবেন, আমার মালব—(প্রস্থান)

আবদুল্লা। হাঃ হাঃ মালব, মালব। শুধু মালব কেন প্রয়োজন হলে আবদুল্লা সমগ্র হিন্দুস্থানও তোমায় দিতে পারে। আমি শুধু দেখতে চাই এই ফারুকসিয়রকে—আবদুল্লাকে অবজ্ঞা !]

পঞ্চম দৃশ্য

(লালকেল্লার মন্ত্রণাকক্ষ। দুই বেগম জাহানারা ও রায় ইন্দর কুনয়ার পরামর্শ-রত। সময়—প্রভাত)

ইন্দর। একি বেগমসাহেবা, আমাকে এই মন্ত্রণাকক্ষে নিয়ে এলেন কেন ?

উন্নিসা। একটা প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা এসে যখন পৃথিবী আঁধার করে দেয় তখন অসূর্য্যম্পশ্যা নারীও চলে আসতে বাধ্য হয় অন্তঃপুরের নিভৃতলোক ছেড়ে। আজ আমাদের সেই দশা। সম্রাটের বড়ই বিপদ।

ইন্দর। কি হবে বহিন্ ?

উন্নিসা। খোদার যা মর্জ্জি তা হবেই। তবুও মানুষের যা সাধ্য তা আমাদের করতেই হবে। সম্রাটের অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী জনাব মিরজুমলা ও জনাব তকি খাঁ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন তাই আজ আমিই তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছি পরামর্শ করবার জন্য।

ইন্দর। কি হবে বহিন্? স্বামীকে কি করে রক্ষা করা যায় ? শুনছি ঘরে বাইরে শত্রু।

উন্নিসা। ঠিকই শুনেছ বহিন্। তারা আজ সম্রাটকে সিংহাসন-চ্যুত করেই ক্ষান্ত হবে না, হয়তো—হয়তো কেন, তাঁর প্রাণেরও আশঙ্কা আছে। (ইন্দর তাহাকে জড়াইয়া ধরিল) কিন্তু তোমার তো ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। তুমি রাজপুত—রাঠোর নন্দিনী। স্বামীর

বিপদে যে তোমাকে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে। এই বিপদে তোমার কর্ত্তব্য বড় কম নয়।

ইন্দর। বলো, বলো বহিন্, আমাকে কি করতে হবে?

উন্নিসা। তোমার পিতা মহারাজ অজিত সিংহ এখন দুর্গের মধ্যেই রয়েছেন—কিন্তু তিনি রয়েছেন নির্ব্বিকার দর্শকরূপে। মনে হয় তিনি বোধহয় শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করেছেন। এ বিপদে তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা হতে পারেন। কোন রকমে তাঁকে যদি সৈয়দভায়েদের বাধা দিতে রাজী করান যেতে পারে তাহলেই বাদশা এখনকার মত বিপদমুক্ত হতে পারেন। উপর্য্যুপরি রোগাক্রান্ত হয়ে আর দিনরাত সুরাপান করে বাদশা আজ শুধু শক্তি ও পৌরুষই হারাননি—তার সঙ্গে হারিয়েছেন তাঁর বুদ্ধি। কে শত্রু, আর কে মিত্র সেটুকু বোঝবার ক্ষমতাও তিনি হারিয়েছেন।

ইন্দর। বলো বলো আমি কি করবো?

উন্নিসা। তুমি নিজে যাও—এখনি তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। আমার বিশ্বাস, তোমার চোখের জল তিনি কখনও উপেক্ষা করতে পারবেন না।

ইন্দর। কিন্তু কোথায় তাঁর দেখা পাব?

উন্নিসা। দেওয়ানী আমে তাঁর দেখা পাবে। এই মুহূর্ত্তে তুমি যাও, আর দেরী করলে সমূহ বিপদ।

ইন্দর। বেশ, আমি তাই যাচ্ছি। যেমন করে হ'ক পিতাকে সম্মত করাবো। আর যদি তিনি রাজী না হন, রাজপুত রক্ত আমার দেহে প্রবাহিত। প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করতে—স্বামীর জন্য পিতার বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করতে বিমুখ হব না।

(দ্রুত প্রস্থান! কিছুক্ষণ পরে মিরজুমলা ও তকি খাঁর প্রবেশ। উভয়ে বেকুর্ণিগমকে শ করিল।)

মিরজুমলা। আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন বেগম সাহেবা ?

তকি। আমরাও কদিন ধরে আপনার দর্শনপ্রার্থী কারণ সম্রাটের দর্শন প্রার্থনা করেও আমরা পাই না। তই আমরা ভাবছিলাম আপনার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন।

উন্নিসা। আমি জানি আপনাদের মত হিতৈষী বন্ধু বাদশার আর কেউ নেই। আপনারাই পারেন তাঁকে রক্ষা করতে।

মিরজুমলা। জাঁহাপনা আমাদের বিপদে ফেলেছেন। প্রয়োজনের সময়ে তিনি রাজকার্য্য থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।

উন্নিসা। এটা খুবই অন্যায়।

তকি। জাঁহাপনা হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

উন্নিসা। রাজকার্য্যের গুরুদায়িত্বের কথা জেনেই তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন। এখন তো পিছিয়ে যাওয়া অন্যায়।

তকি। হয়তো দুদিন বিশ্রাম নিচ্ছেন।

উন্নিসা। বিশ্রামের অবসর বাদশার থাকে না। সিংহাসন বিলাসের স্থান নয়। সিংহাসন একটা দায়িত্ব—সেখানে বসতে হলে তার বহুতর কর্ত্তব্য ভুললে চলবে না। নিজের সুখকে বিসর্জ্জন দিয়েই তক্তে তাউসে বসতে হয়। যারা তা করে না তাদের মৃত্যু অবধারিত। ঠিক এমনি ভাবেই জাহান্দার শা প্রাণ হারিয়েছেন। কিন্তু কে বোঝাবে তাঁকে ? কে তাঁকে নর্ত্তকীমহল থেকে ফিরিয়ে আনবে ?

মিরজুমলা। যদি কেউ পারে তো সে আপনি বেগমসাহেবা। আপনাকে তিনি যথেষ্ট—

উন্নিসা। জানি জনাবআলী, তিনি আমাকে ভালবাসতেন। কিন্তু আজ তিনি বুদ্ধিভ্রংশ—আমার কোন কথায় কর্ণপাত করেন না।

তকি। তাইতো—

উন্নিসা। তাঁর আশায় বসে না থেকে এখন আমাদেরই যতদূর সম্ভব সব করতে হবে।

মিরজুমলা। ঠিক বলেছো মা, আমিও বসে নেই। অম্বর, বুঁদি ও মেবারকে খবর পাঠিয়েছি তাদের সৈন্য সাহায্য চেয়ে।

তকি। আর জাঁহাপনার দেহরক্ষী নিযুক্ত করেছি বাছা বাছা রাজপুত সৈন্য দিয়ে।

উন্নিসা। উপযুক্ত কার্য্যই করেছেন আপনারা। বলুন আর কি করা যায় ?

মিরজুমলা। আমি খবর পেয়েছি হায়দ্রাবাদের নিজাম এক বিরাট বাহিনী নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করতে আসছে। আপনি সম্রাটের নামে হুকুমনামা বার করুন যাতে এই মূহূর্ত্তে দুর্গদ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হয়।

তকি। অম্বর, বুঁদি আর মেবারের রাজপুত বাহিনী এসে গেলে দেখা যাবে সৈযদভায়েরা কত শক্তি ধরে।

উন্নিসা। বেশ, আমি এই মুহূর্ত্তেই দুর্গদ্বার বন্ধ করবার ব্যবস্থা করছি।

মিরজুমলা। আরও একটা কাজ করতে হবে।

উন্নিসা। বলুন।

মিরজুমলা। চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সৈয়দভায়েরা আর মহারাজ অজিতসিংহ যেন দুর্গের বাহিরে যেতে না পারেন।

তকি। আমরাও আমাদের ইরাণী সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত রেখেছি। ইরাণীর সঙ্গে যদি রাজপুতবাহিনী মিলিত হতে পারে তাহলে সৈয়দ-ভায়েদের তুরাণী সৈন্য আর নিজামী সৈন্য বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না।

উন্নিসা। বেশ, আপনাদের পরামর্শ মতই সব কাজ হবে। এই বিপদে আপনারাই ভরসা।

মিরজুমলা। ভরসা কেবল সেই খোদাতালা। তাকেই ডাকুন বেগমসাহেবা, তিনিই সব বিপদ দূর করে দেবেন। আমরা তাহলে আসি বেগমসাহেবা। (একদিক দিয়া মিরজুমলা ও তকি খাঁ ও অন্যদিক দিয়া বেগম প্রস্থান করিলে মঞ্চ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধকার থাকিবে এবং পরে আবার আলো জ্বলিলে আবদুল্লা ও হুসেন আলীর প্রবেশ।)

আবদুল্লা। বৃদ্ধ মিরজুমলা খুব কৌশল করেছে। সম্রাটের জন্য রাজপুত দেহরক্ষী রেখেছে আর অম্বর, বুঁদি, মেবারের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। রাজপুত সৈন্য বাহিনীও এসে পড়লো বলে। তার পূর্ব্বেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে।

হুসেন। কিন্তু রাজপুত দেহরক্ষীরা যে সর্ব্বদা বাদশাকে ঘিরে আছে।

আবদুল্লা। আছে না ছিল—হাঃ হাঃ হাঃ।

হুসেন। সে কি, তা কেমন করে সম্ভব হল ?

আবদুল্লা। আমি বাদশাকে বুঝিয়েছি—

হুসেন। সে কি বাদশার দর্শন পেলেন কেমন করে ?

আবদুল্লা। আমি নিজে পাইনি। লালকুমারীর সাহায্য গ্রহণ করেছি।

হুসেন। লালকুমারী ? সে আজও জীবিত আছে ?

আবদুল্লা। হাঁ, সে সশরীরে বহালতবিয়তেই আছে। মাঝে অবশ্য সে প্রায় উন্মাদিনী হয়ে যায়। কিন্তু প্রতিহিংসা গ্রহণ করবার জন্য আজও সে জীবিত এবং ফারুকসিয়রের মৃত্যুর জন্য সে সবকিছুই করতে পারে। সেই নর্ত্তকীমহলে প্রবেশ করে বাদশাকে বুঝিয়েছে যে জিজিয়া-করের জন্য সমগ্র রাজপুতানা আজ ক্ষিপ্ত।' তাই তারা মিত্রতার ছল করে দিল্লীতে ধেয়ে আসছে—তক্তে তাউস্ অধিকার করতে। সঙ্গে সঙ্গে

বাদশা রাজপুত দেহরক্ষীদের বিদায় করেছেন। এখন বিনা রক্তপাতে আমরা লালকেল্লা অধিকার করবো।

হুসেন। তবে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এই মুহূর্তে—

(দুইজনের তরবারি খুলিয়া দ্রুত প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

[লালকেল্লার কারাগার। চারিদিকে শুধু দেওয়াল। খুব উঁচুতে একটি ছোট গবাক্ষ। মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার। নেপথ্যে মাইকে লালকুমারীর গান ভাসিয়া আসিবে। যতক্ষণ গান হইবে ততক্ষণ অন্ধকারে মঞ্চ কয়েকবার ঘুরিতে থাকিবে। গান শেষ হইলে মঞ্চে দেখা যাইবে ছিন্নভিন্নবেশে বাদশা ফারুকসিয়ার অন্ধের মত অন্ধকারে একদিক হইতে আর একদিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ধীরে ধীরে ভোর হইতেছে এবং গবাক্ষপথে অতি ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা যাইবে।]

গান—(নেপথ্যে)

প্যারে দরসণ দীজ্যো আয়,
তুম্ বিন রহ্যো ন জায়।
জল বিন কঁবল, চংদ বিন্ রজনী
ঐসেঁ তুম্ দেখ্যাঁ বিন সজনী।
আকুল ব্যাকুল ফিরূঁ রৈণ দিন,
বিরহ কলেজো খায়।
দিবস ন ভূখ নীঁদ নহি রৈণা,
মুখ সূঁ কথন ন আবৈ বৈণা।
কঁহা কঁহূ কুচ কহত ন আবৈ
মিল কর তপত বুঝায়।
কূঁ তরসাবো অংতরজামী
আয়মিলো কিরপা কর স্বামী।
মীরাদাসী জনম জনম কী
পরী তুম্‌হারে পায়।

ফারুক। কি সুন্দর সঙ্গীত! কি অপূর্ব্ব! আমার সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা যেন জুড়িয়ে দিলে। কিন্তু কে গায়? কার এ অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর। খোদা, খোদা, আমাকে আর এই অন্ধকারের মাঝে ফেলে রেখ না। আলো, আলো—আলো দেখাও। আজ কতদিন আমি আলোর মুখ দেখি নি। এতবড় মোঘল সাম্রাজ্যে আমার জন্য এতটুকু স্থান হবে না? খোদাতালার দান অফুরন্ত আলো, তাও আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল? আবদুল্লা—হুসেন আলী, বড় বিশ্বাস করেছিলাম তোমাদের—তার যোগ্য প্রতিফলই দিয়েছো—আমাকে সর্ব্বহারা করেও ক্ষান্ত নও—আমাকে করেছ অন্ধ। খোদা—খোদা। নাঃ—এমনি করে নিঃবীর্য্যের মত ক্রন্দন করলে কিছু হবে না। ওঠো জাগো, ফারুকসিয়র, তুমি না মোঘল, তোমার শিরায় না তৈমুর রক্ত আজও প্রবাহিত? আলমগীরের বংশধরের কি নিস্ফল ক্রন্দন সাজে? এই কে আছিস্? আমায় মুক্ত করে দে। ঐ ঐ তো আলোর রেখা আমি দেখতে পাচ্ছি। গবাক্ষপথে খোদাতালার আশীর্ব্বাদের মত ঐ তো আলোর ঝর্ণাধারা। তবে, তবে কি আমি দেখতে পাচ্ছি—তাহলে আমি তো একেবারে দৃষ্টিহীন নই। তাহলে—তাহলে এখনও যদি একবার কারাগারের বাইরে যেতে পারি—একবার শুধু একবার—আমি দেখে নিতে চাই কত শক্তি ধরে এই বিশ্বাসঘাতক সৈয়দভায়েরা। এই কে আছিস্? (গবাক্ষপথে একটি বীভৎস মুখ দেখা গেল) এই কে তুই?

নুরমহম্মদ। আমি নুরমহম্মদ জনাব।

ফারুক। নুরমহম্মদ, ভাই, একবার কারাগারের দ্বার খুলে দাও—একবার আমায় মুক্তি দাও।

নুরমহম্মদ। আমায় কি পুরস্কার দেবেন হুজুর?

ফারুক। পুরস্কার? প্রচুর পুরস্কার পাবে। আর তোমায় কারারক্ষীর কাজ করতে হবে না—তোমায় আমি উজিরী দেব—তোমায়

আমি বিশহাজারী মনসব্দার করে দেব। (গবাক্ষ পথ হইতে মুখটি সরিয়া গেল) মুক্তি, মুক্তি, আর আমায় পায় কে? খোদাতালার কৃপায় দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসছে, আর তার সঙ্গে মুক্তি—এইবার দেখে নেব—(কৃষ্ণবর্ণপরিচ্ছদেভূষিত বীভৎসমূর্ত্তি নুরমহম্মদের বেগে প্রবেশ ও ফারুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ছুরিকাঘাতে তাহার চক্ষু ও মুখ-মণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করণ। তাহার অঙ্গেও ছুরিকাঘাত) আঃ—আঃ। কি বিশ্বাসঘাতকতা! আবদুল্লা, হুসেন আলী—বিশ্বাসঘাতক—

আবদুল্লার প্রবেশ

আবদুল্লা। (ইঙ্গিতে নুরমহম্মদকে নিরস্ত করিয়া) সম্রাটের জয় হোক্। কি নুরমহম্মদ, সম্রাট মুক্তি চাইছিলেন তাঁকে মুক্তি দিয়েছ তো?

নুরমহম্মদ। আজ্ঞে হুজুর, শাহানশা মুক্তি চাইছিলেন আমি কি মুক্তি না দিয়ে পারি? আমারও তো একটা ধর্ম্ম আছে। তাই এই পাপ পৃথিবী থেকে ওঁকে মুক্তি দেবারই চেষ্টা করছিলাম হুজুর।

আবদুল্লা। পাপ পৃথিবী থেকে মুক্তি—হাঃ হাঃ হাঃ, বেশ বলেছ। আমি তোমার ওপর খুব খুস্। বহুত শুক্রিয়া! তুমি যোগ্য পুরস্কারই পাবে। কি ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্—

ফারুক। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্! চমৎকার! তক্তে তাউস্ তো শূন্য থাকতে পারে না। তা যাবার আগে জেনে যাই এখন সম্রাট কে—আবদুল্লা না হুসেন আলী?

আবদুল্লা। জাঁহাপনা ঠিকই বলেছেন। মস্নদ্ কখনও শূন্য থাকতে পারে না। আর মসনদে বসবার যোগ্যব্যক্তির অভাব হবে না। আর একথাও জানবেন যে সৈয়দভায়েরা কখনও মসনদ্ চায় না—তারা চায় যে মসনদে যোগ্য ব্যক্তিই বসুক।

ফারুক। একদিন বোধহয় তাই আমাকে যোগ্য ব্যক্তি মনে করেছিলে।

আবদুল্লা। আজ্ঞে হাঁ জনাব। সেদিন আপনি পাটনার প্রাসাদে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আমাদের কথামতই সাম্রাজ্য পরিচালনা করবেন। কিন্তু সিংহাসনে বসেই আপনি হলেন সম্রাট—তাই আপনাকে সরিয়ে এবার আর একজনকে বসাব স্থির করেছি। হাঁ, এই বালকও আলমগীর-বংশধর। আজ তার অভিষেক উৎসব। সেই খবরই আপনাকে দিয়ে গেলাম জনাব। চলে এস নুরমহম্মদ। আর এখানে পাহারা দেবার প্রয়োজন নেই। ওর সময় শেষ হয়ে এসেছে।

[দুইজনের প্রস্থান]

ফারুক। খোদা হাফিজ্। যাও আবদুল্লা, আজ যাবার সময় আমি আর তোমায় অভিশাপ দেব না। আজ আমি সকলকেই ক্ষমা করে যেতে চাই।

একটি পানপাত্র হস্তে লালকুমারীর প্রবেশ

লালকুমারী। সে কি জাঁহাপনা? আপনি ক্ষমার কথা কি বলছেন? আমি যে দেখতে এসেছি যে তীব্র যাতনায় আপনার মৃত্যু হবে—আর মরবার সময় সকলকে অভিশাপ দেবেন যেমন একদিন আমি দিয়েছিলাম।

ফারুক। এ যে নারী কণ্ঠস্বর! কে তুমি?

লাল। আমি লালকুমারী।

ফারুক। লালকুমারী?

লাল। হাঁ জনাব। আমিই সেই ঘৃণ্য কাফের নর্তকী। কিন্তু

সেদিন বলেছিলাম—নর্ত্তকী হলেও আমি কসবী নই, আর নারী হলেও আমি অবলা নই—আমিও প্রতিশোধ নিতে জানি। তাই আপনার জন্য আজ আমি এনেছি বিষের পাত্র।

ফারুক। খোদা, তোমার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ফারুকউন্নিসা নারী—তোমার সৃষ্টি, আবাব এই লালকুমারীও নারী—তোমারই সৃষ্টি। একজন প্রেমে অন্ধ, স্বামীর মঙ্গলের জন্য সপত্নীর হস্তে তাকে সমর্পণ করতে পরাঙ্মুখ নয়—আর একজন প্রতিহিংসায় অন্ধ হয়ে মানুষের অমূল্যধন চক্ষুও উৎপাটিত করাতে পারে তারই নিযুক্ত চর সফদরজংকে দিয়ে। খোদা তোমার মহিমা অপূর্ব্ব! কিন্তু লালকুমারী, তুমি একটা ভুল কবেছ। তোমার বিষের আর আজ কোন প্রয়োজন নেই। তোমার আসবার আগেই আবদুল্লা ও তার অনুচর নুরমহম্মদ তোমার কার্য্য সমাধা করে গেছে। যাবার আগে তোমাকেও ক্ষমা করে যাই লালকুমারী। শুধু এইটুকু স্মরণ রেখ—নারীর কাজ প্রতিহিংসা নয়।

লাল। ঠিক ঠিক, এমনি কথা একদিন শুনেছি কবির কণ্ঠে—(মাইকে শা-আলমের স্বর ভাসিয়া আসিবে)

(মাইকে—হত্যার প্রতিশোধ হত্যায় নয়—প্রেমে। ভালবাসো, সকলকে ভালবাসো, জগৎকে ভালবাসো। নিজেকে ভালবাসো) তাইতো, এ আমি কি করলাম? (জানু পাতিয়া) সম্রাট্ ক্ষমা করুন—ক্ষমা—(ক্রন্দনে স্বর বাহির হইল না)

ফারুক। ক্ষমা তোমায় আগেই করেছি লালকুমারী। ক্ষমা চাও ঐ খোদাতালার কাছে। দোষ তোমার নয়—দোষ আমার নসিবের—আর দোষ ঐ মসনদের। (মৃত্যু)

লাল। কবি শা-আলম, তুমি ঠিকই বলেছিলে—রক্তের প্রতিশোধ রক্ত দিয়ে হয় না। সবই ভুল হল। তবে আর কেন? প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে এই পাত্র ভরে বিষ এনেছিলাম। না, এ বিষ নয়—এ অমৃত।

তুমিই দাও আমাকে নিষ্কৃতি। (বিষপান। তাহার মুখের উপর ফোকাসে দেখা যাইবে তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত) প্রতি-হিংসায় নারীর নারীত্ব বিসর্জ্জন দিয়েছি—জগৎ আমাকে ঘৃণা করবে—কিন্তু জাহান্দার শা—প্রিয়তম—তুমি, তুমিও কি আমাকে ঘৃণা করবে ? ক্ষমা—ক্ষমা—(তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকাও ধীরে ধীরে পতিত হইবে।)

যবনিকা

২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ২৩, যুগলকিশোর দাস লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীতীর্থপদ রাণা কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্যামপুকুর বান্ধব সম্মেলনী

কর্ত্তৃক

প্রথম অভিনয় রজনী

মসনদে মোঘল

নাট্যরচনা ও পরিচালনা—শ্রীঅমল সরকার

ব্যবস্থাপনা—শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য মঞ্চাধ্যক্ষ—শ্রীঅর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত পরিচালনা—শ্রীরবিন বসু, শ্রীশচীন বসু

অনুষ্ঠান সচিব—শ্রীধীরেন আকুলী প্রচার সচিব—শ্রীকমল ভট্টাচার্য্য

রূপসজ্জা—বি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং স্মারক—শ্রীবাদল রায়, শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত

যন্ত্রীসঙ্ঘ—সর্ব্বশ্রী শচীন বসু, অমল দেব, অমিয়কান্তি, বিজয় দে, বংশীধর রায়, লক্ষ্মণ দাস, রবীন মুখার্জী, সমীর বসু, বিশ্বনাথ কুণ্ডু

চরিত্র	চিত্রণে
জাহান্দার শা	রাধাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী
ফারুকসিয়র	শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়
আবদুল্লা	জীবন গোস্বামী
হুসেন আলী	নরেন গাঙ্গুলী
শা-আলম	অনিল চ্যাটার্জী
মুর্শিদকুলি খাঁ	ডাঃ বিশ্বনাথ বসু
জনাবৎ	পঙ্কজ ভট্টাচার্য্য
করিম	সুজিৎ ভট্টাচার্য্য
শোভন	শৈলেন চ্যাটার্জী
তিমুর বেগ	করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ইব্রাহিম	উমাকান্ত দত্ত
এনায়েৎ	গোপালদাস মুখার্জী
সফদরজং	শচীন বসু

চরিত্র	চিত্ররূপে
বক্ত খাঁ	বিবেকানন্দ দাস
বাচ্চি খাঁ	ভূতনাথ ভড়
জুলফিকর	গোবিন্দলাল ভট্টাচার্য্য
মিরজুমলা	হীরেন ঘোষ
তকি খাঁ	রাসবিহারী দাস
রফিক	লালমোহন মিত্র
অজিত সিংহ	তড়িৎ ভট্টাচার্য্য
বসন্ত সিংহ	শ্যামল ভট্টাচার্য্য
সমর সিংহ	রাসবিহারী দে
অমর সিংহ	তারকনাথ দে
ভগ্ন সিংহ	সুধাংশু পাল
নিজাম	দিলীপ ভট্টাচার্য্য
উইলিয়ম হ্যামিল্টন্	মিহির সুর
নুরমহম্মদ	ভূতনাথ ভড়
মোঘল দূত	ধীরেন আকুলী
রফিউদ্দেরাজাত	কুমারী রমা দাশ
ওমরাহগণ	প্রণব দত্ত, দ্বিজেন মিত্র, অনাথ কুণ্ডু, প্রেমচাঁদ দত্ত
লালকুমারী	গীতা দে
জিন্নৎউন্নিসা	বীণা চক্রবর্ত্তী
রায় ইন্দর কুনয়ার	রাণু রায়
রোসেনারা	সবিতা ব্যানার্জী
জুবেদা	ছবি চ্যাটার্জী